পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 229 Friday, 19 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২২৯ সংখ্যা ❋ ৩ শ্রাবণ ১৪৩১, শুক্রবার, ১৯ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ডায়মন্ডহারবারের ভোট বাতিলের দাবি, হাইকোর্টে মামলা দায়ের বিজেপির ববির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিলের আর্জি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা। পুনরায় নির্বাচনের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হল বৃহস্পতিবার। মামলা দায়ের করেন ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস (ববি)। ইলেকশন পিটিশন দায়ের করেন তিনি। আদালতে বিজেপির পরাজিত প্রার্থী অভিজিৎ দাস ববি এদিন জানান, বহু জায়গায় ইভিএম-এ বিজেপির প্রতীক ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। সিসিটিভির মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। সিসিটিভির ফরেনসিক পরীক্ষারও দাবি জানানো হয়েছে মামলায়। একইসঙ্গে মামলাকারীর বক্তব্য, ভোটারদের ভয় দেখানো হয়েছে। দেওয়া হয়েছে হুমকিও। গণনাকেন্দ্রে ঢুকে বিজেপির এজেন্টদের মারধরের অভিযোগও করেছেন তিনি। ভোটের দিন নানা জায়গায় এই ববিকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল। ডায়মন্ড হারবারের ৪৭০টি বুথে পুনর্নির্বাচনের আবেদন করেছিলেন বিজেপি প্রার্থী। প্রচুর ছাপ্পা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন ববি। তবে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, ভোট শান্তিপূর্ণই হয়েছে এই লোকসভা কেন্দ্রে। ২০০৯ ও ২০১৪ সালেও ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে ভোটে লড়েন অভিজিৎ দাস ববি। এবারও তাঁকেই প্রার্থী করেছিল বিজেপি। তবে ডায়মন্ড হারবার তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কেন্দ্রের তিনবারের সাংসদ। এবার প্রায় ১০ লক্ষ ভোট পেয়েছেন তিনি। বিজেপির ববিকে হারিয়েছেন প্রায় ৭ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে। এদিকে ভোটে বিজেপি হারার পর দলের তরফে প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবার। হারের কারণ খুঁজতে গিয়ে দলের কর্মীদের একাংশেরই ক্ষোভের মুখে পড়ে। সেই ঘটনায় নাম জড়ায় ববির। তাঁর ইন্ধনে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়। তাঁকে শোকজ করেছিল দল। দলবিরোধী কাজের জন্য শোকজের চিঠি ধরিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ৮ পাতার জবাবও দেন বলে জানা যায়। এবার সেই ববিই আদালতে গেলেন।

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ ২১ দিনের মধ্যে পুলিশকে জানাতে বলল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ দলবদল করার পর থেকেই 'ইচ্ছাকৃত' ভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে, রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ওই মামলায় আগেই বিরোধী দলনেতাকে রক্ষাকবচ দিয়েছিল আদালত। এবার এ ব্যাপারে রাজ্যের কাছে বিরোধী দলনেতার নামে দায়ের হওয়া প্রতিটি মামলার কেস ডায়েরি তলব করলেন বিচারপতি। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। আগামী ৮ আগস্টের মধ্যে পুলিশকে প্রতিটি মামলার কেস ডায়েরি আদালতে জমা করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মামলাগুলিতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার দেওয়া 'রক্ষাকবচ'ও বহাল রেখেছেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। পুলিশ সূত্রের খবর, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় মোট ২৬টি অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে পুলিশ যেমন কয়েকটি মামলা রুজু করেছিল, তেমনই দেহরক্ষীর অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলাসহ বেশ কয়েকটি ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পরিবারের তরফেও বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছিল। ওই মামলাগুলির প্রেক্ষিতেই ২০২২ সালে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। আদালতের কাছে তাঁর আর্জি ছিল, দলবদলের পর থেকেই মিথ্যে মামলায় হয়রানি করা হচ্ছে। হয় মামলাগুলি খারিজ করে দেওয়া হোক নতুবা সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক। সে সময় প্রতিটি মামলায় বিরোধী দলনেতাকে রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা।

শর্ত মেনে শনিবারই নিট-ইউজির ফল প্রকাশ

কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাইঃ ২০২৪ সালের নিট পরীক্ষা কি পুনরায় দিতে হবে? নিট ইস্যুতে দেশজুড়ে শোরগোল শুরু হওয়ার পর থেকেই এই প্রশ্নটা উঠছে। এবার এই নিয়ে বড় বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানায়, যদি বৃহত্তরভাবে কোনও ভুল হয়ে থাকে, তাহলে ফের পরীক্ষা নেওয়া হবে। নিট ইস্যুতে ৪০টির বেশি আবেদনের শুনানি এদিন হয় সুপ্রিম কোর্টে।

সেখানে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ারও আবেদন জমা পড়েছে। আর ওই আবেদন নিয়ে এদিন এই মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ছাড়াও এই বেঞ্চে বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র রয়েছেন। আবেদনকারীদের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিও রয়েছে। তাদের বক্তব্য, দেশের বিভিন্ন আদালতে নিট ইস্যুতে মামলা হয়েছে। সব মামলা যাতে সুপ্রিম কোর্টে শোনা হয়, সেই আবেদন জানিয়েছে তারা। তা না হলে মামলা দীর্ঘায়িত হবে বলে আশঙ্কা এনটিএ-এর। এদিন মামলার শুনানির শুরুতে প্রধান বিচারপতি বলেন, ''আদালতের রায়ের অপেক্ষা করছেন লাখ লাখ পরীক্ষার্থী। এর সামাজিক প্রভাব রয়েছে বলে নিট ইস্যুকে আমরা গুরুত্ব দেব।'' এরপরই এক আবেদনকারী বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় পুরো পরীক্ষা বাতিল করা হোক। তখন প্রধান বিচারপতি বলেন, ''আপনাকে দেখাতে হবে যে প্রশ্নফাঁস একটা সিস্টেমে হয়েছে। এর ফলে পুরো পরীক্ষা প্রভাবিত হয়েছে। তারপরই তিন সদস্যের বেঞ্চ বলে, আমরা যদি আপনার প্রস্তাব মেনে নিই যে প্রশ্ন ফাঁসের ফলে পরীক্ষা প্রভাবিত হয়েছে, তাহলে বলুন কোন পথে তদন্ত এগোবে।'' পরীক্ষার 'পবিত্রতা' যদি বৃহত্তরভাবে নষ্ট হয়, তখনই শুধু পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে বলে মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্ট। অন্যদিকে আগামী শনিবারের মধ্যেই নিট-ইউজি ২০২৪ সালের পরীক্ষার সমস্ত পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ করতে হবে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুলাই), ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ-কে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ বলেছে, প্রার্থীদের পরিচয় গোপন রেখে, শনিবার দুপুর ১২টার মধ্যে সমস্ত প্রার্থীদের ফলাফল, শহর-ভিত্তিক এবং কেন্দ্র-ভিত্তিক আকারে এনটিএ-র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। নিট-ইউডি পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগের বিষয়ে এক গুচ্ছ আবেদনের শুনানিতে এদিন এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামি সোমবার। সুপ্রিম কোর্টে এদিন কেন্দ্র জানিয়েছে, নিট পরীক্ষায় মেধাতালিকার প্রথম ১০০ জন ৯৫টি সেন্টারে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ১৮টি রাজ্য কিংবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৬টি শহরে পড়েছিল তাঁদের পরীক্ষাকেন্দ্র। কেন্দ্র আরও জানায়, দেশের ৫৭১টি শহরে ৪ হাজার ৭৫০টি কেন্দ্রে নিট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসক হওয়ার প্রথম ধাপ হল নিট। এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করলেই এমবিবিএস, বিডিএস কোর্সে পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়। ২০২৪ সালের নিট পরীক্ষা হয় গত ৫ মে। প্রায় ২৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন। ফল প্রকাশ হয় গত ৪ জুন। ফল প্রকাশের পরই থেকেই বিতর্ক শুরু হয়। ৬৭ জন পরীক্ষার্থী ৭২০ নম্বরের পরীক্ষায় ৭২০-ই পান। আবার সময় নষ্ট হওয়ার কথা জানিয়ে ১৫৬৩ জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেস নম্বর দেওয়া হয়। প্রশ্ন ফাঁসেরও অভিযোগ ওঠে। দেশজুড়ে শোরগোল শুরু হয়। রাস্তায় নামে পরীক্ষার্থীরা। তদন্ত শুরু করে সিবিআই। একের পর এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনায় জড়িত কাউকে ছাড়া হবে না বলে কড়া বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন না হওয়ার কথা বলেছেন।

অবরোধ ঘিরে রণক্ষেত্র মালদহের মানিকচক, আক্রান্ত পুলিশ, গুলিতে জখম ২

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ১৮ জুলাইঃ বিদ্যুৎ বিভ্রাটে জেরবার গ্রামের মানুষ। প্রতিবাদ জানাতে পথে নেমেছিলেন তাঁরা। শুরু হয়েছিল জাতীয় সড়ক অবরোধ। এই অবরোধ ঘিরেই তুলকালাম কাণ্ড ঘটল মালদহের মানিকচকের এনায়েতপুরে। অবরোধ তুলতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ। ঘায়েল হয়েছেন মানিকচক থানার আইসি সহ বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী। অভিযোগ, পুলিশের গুলিতে দু'জন গ্রামবাসী আহত হয়েছেন। ঘটনাটি নিয়ে ইতিমধ্যে রিপোর্ট চেয়েছে নবান্ন। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে গ্রামে বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং থাকত। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় ধেয়ে যায় পুলিশ। তাতেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। অভিযোগ, এরপরই উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালায় পুলিশ। তাতে দুই গ্রামবাসী জখম হয়েছেন। পায়ে আঘাত লেগেছে তাঁদের। পুলিশ অবশ্য এব্যাপারে এখনও কোনও মন্তব্য করেনি। আহতদের মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। উত্তপ্ত পরিস্থিতির খবর পেয়ে খানিকক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মালদহ জেলার পুলিশ সুপার। তিনি জানিয়েছেন, তিন পুলিশকর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। আসেন মালদহ রেঞ্জের ডিআইজিও। ঘটনার পরই শুরু হয় ধরপাকড়। ইতিমধ্যে ৫ জনকে

সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। এরপরই গ্রামবাসীদের রোষের মুখে পড়েন পুলিশ কর্মীরা। অবরোধ তুলতে বলায় পুলিশকে ধাক্কাধাক্কি শুরু করেন এলাকার মানুষ। তারপরই শুরু হয় ইটবৃষ্টি। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়ি। মানিকচক থানার আইসি পার্থসারথি হালদারের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কিন্তু তারপরই পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু করে গ্রামবাসীরা। রক্তাক্ত হন মানিকচক থানার আইসি সহ বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী। লাঠি নিয়ে আটক করেছে পুলিশ। আগামীকাল শুক্রবার বাম-কংগ্রেস জোট ১২ ঘণ্টা মানিকচক বনধের ডাক দিয়েছে। এলাকায় তীব্র উত্তেজনা থাকায় জেলার পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তাঁরাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। এই ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। মানিকচকের এই ঘটনা নিয়ে মালদহের এসপির কাছে রিপোর্ট তলব করেছে নবান্ন। কোন পরিস্থিতিতে গুলি চালাতে হল নবান্নের তরফে তা বিশদে জানতে চাওয়া হয়েছে।

ফের রাজধানীমুখী মমতা, এবার কী রয়েছে এজেন্ডা?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ চলতি মাসেই দিল্লি সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৫ জুলাই নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দিতে রাজধানীতে পা রাখবেন তিনি। সেখানে নীতি আয়োগের যোগ দান করার পাশাপাশি অন্যান্য আর্থিক বিষয় নিয়েও তাঁর কথা হতে পারে বলে রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। আসন্ন নীতি আয়োগের বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানা গিয়েছে, সেই বৈঠকে দেশের আগামী দিনে দেশের আর্থিক রূপরেখা নিয়ে একটি ভিশন ডকুমেন্ট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। সেই আর্থিক রূপরেখায় বাংলার অবস্থান কোথায় থাকবে, তা খতিয়ে দেখতেই নাকি বৈঠকে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও একশো দিনের কাজের বকেয়া অর্থ সহ কেন্দ্রের কাছে এখনও নানান আর্থিক পাওনা নিয়ে মমতা আলোচনা করতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

ফের রেল দুর্ঘটনা

লাইনচ্যুত ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস, মৃত অন্তত ২

লখনউ, ১৮ জুলাইঃ ফের রেল দুর্ঘটনা। উত্তর প্রদেশের গোন্ডায় লাইনচ্যুত চণ্ডীগঢ়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস। চণ্ডীগঢ়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের মোট ১৫টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। 'দৈনিক ভাস্করে'র রিপোর্ট অনুযায়ী, ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুলাই) গোন্ডা জেলার মতিগঞ্জ এবং ঝিলহি রেলওয়ে স্টেশনের মাঝের এক জায়গায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান রেলের আধিকারিকরা। উদ্ধার অভিযানে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করতে রওনা দিয়েছে সেনা জওয়ানদের একটি দল। গত ১৭ জুন দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। তারপর একমাস যেতে না যেতেই ফের দুর্ঘটনার মুখে পড়ল আরও একটি দূর পাল্লার ট্রেন। বৃহস্পতিবার রাত ১১টা ৩৯ মিনিটে চণ্ডীগড় থেকে ছেড়েছিল ট্রেনটি। এদিন দুপুরে ট্রেনটি গোন্ডার ঝিলহি স্টেশনের কাছাকাছি আসার পর হঠাৎ একটা বিকট শব্দ হয়েছিল বলে জানিয়েছেন যাত্রীরা। এরপরই ট্রেনটি কাঁপতে শুরু করে এবং লাইনচ্যুত হয়। ট্রেনটি লাইনচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন তাঁরা। লাইনচ্যুত ট্রেনটি থামার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিত যাত্রীরা ট্রেনটি থেকে বেরিয়ে আসেন। ঘটনাস্থলের ছবি ও ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ট্রেনটির উল্টে থাকা বগিগুলির পাশে মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যাত্রীরা। অনেককে, ট্রেনের দরজা বেয়ে উঠে ভিতর থেকে মাল বের করতেও দেখা যায়। বাঁদিকে কাত হয়ে পড়ে থাকা একটি কোচের উপরও কয়েকজন যাত্রীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ট্রেনে থাকা এক যাত্রী বলেছেন, ''আমি বরাত জোরে বেঁচে গিয়েছি। প্রাণটা যে বেঁচেছে, তাতেই আমি আনন্দিত। চিন্তা করবেন না, আমি ভালো আছি।'' প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ট্রেনটির চারটি এসি কোচের সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে। দুটি বগি সম্পূর্ণ উল্টে গিয়েছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। লাইনে কিছু পড়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার পরপরই খবর দেওয়া হয় রেল প্রশাসনকে। তারপর শুরু হয়েছে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ। রেলের মেডিক্যাল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, যোগী আদিত্যনাথ সরকারি কর্তাদের অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর এবং ত্রাণের কাজে দ্রুততা আনার নির্দেশ দিয়েছেন। আহতদের সবরকম চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও ঘটনাস্থলে যেতে বলা হয়েছে। দুর্ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও। অসম সরকার পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে বলে জানিয়েছে। উত্তর প্রদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করছে অসম সরকার। রেলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্টেশনে বেশ কয়েকটি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে-

লখনউ-৮৯৫৭৪০৯২৯২,
গোন্ডা-৮৯৫৭৪০০৯৬৫,
বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ-৯৯৫৭৫৫৫৯৮৪,
ফুরকেটিং-৯৯৫৭৫৫৫৯৬৬,
মারিয়ানি-৬০০১৮৮২৫১০, সিমালগুড়ি-৮৭৮৯৫৪৩৭৯৮, তিনসুকিয়া-৯৯৫৭৫৫৫৯৫৯, ডিব্রুগড়-৯৯৫৭৫৫৫৯৬০।

১০,০০০ কোটি বিনিয়োগ, সাড়ে ৭ লক্ষ চাকরি, জানাল নবান্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ রাজ্য বিপুল বিনিয়োগ এবং বিরাট কর্মসংস্থান হতে চলেছে। বৃহস্পতিবার নবান্নে লেদার কমপ্লেক্স 'কর্ম দিগন্ত' নিয়ে একটি রিভিউ মিটিং ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে জানান মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক বৈঠকে আলাপন জানিয়েছেন, আলিপুর মিউজিয়ামের সামনে একটি শপিং মল তৈরি করা হবে। এই শপিং মলে ৫০ শতাংশ ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্সের প্রোডাক্ট থাকবে। আর বাকি ৫০ শতাংশ থাকবে বাংলার শাড়ি সহ একাধিক প্রোডাক্ট। হিডকো এই শপিং মল তৈরি করবে বলে

জানানো হয়েছে। এছাড়া রাজ্যে আরও ১৮৭টি ট্যানারি ও ১৩৯ টি ফুট ওয়্যার সংস্থা আসছে বলে জানান আলাপন। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা এও জানিয়েছেন, রাজ্যে আরও প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। সবমিলিয়ে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ কর্মসংস্থানও হবে। শপিং মলের পাশাপাশি ৪৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ ২৮ মেগা গ্যালন পানীয় জল প্রকল্পও তৈরি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, এমনটা হলে আশেপাশের এলাকার মানুষও উপকৃত হবেন। আলাপন তথ্য দিয়ে বলেছেন, এই মুহূর্তে রাজ্যে ১,১৫০ একর জমি এবং ৫০০টি ট্যানারি রয়েছে। মোট ২৫ হাজার কোটির বিনিয়োগ এবং ৫ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। এরপর আরও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যেই এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। এখনও পর্যন্ত ১০০০ কোটি টাকার জমিতে ৯০০ কোটি টাকার পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। এছাড়া আলিপুর জেল মিউজিয়াম চত্বরে একটি লেদার মল তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেটি হিডকো তৈরি করবে। সেখানে মূলত ওই লেদার কমপ্লেক্সে তৈরি হওয়া পণ্য বিক্রি হবে। তাদের জন্যই থাকবে ৫০ শতাংশ জায়গা। বাকি জায়গায় বিক্রি হবে বাংলার শাড়ি সহ অন্যান্য জিনিস।

দলের কথা প্রকাশ্যে নয়! এ বার 'শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ' অর্জুনকেও সতর্ক করলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যকে বুধবার 'খারিজ' করে দিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। নরেন্দ্র মোদি সরকারের স্লোগান শুভেন্দু 'পাল্টে' দেওয়ার পরে সুকান্ত প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, দল ওই বক্তব্য 'অনুমোদন' করে না। যা সতর্কীকরণেরই নামান্তর বলে রাজ্য বিজেপির অনেকের অভিমত। বৃহস্পতিবার বিজেপির অভ্যন্তরে 'শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ' হিসেবে পরিচিত ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংহকেও সতর্ক করলেন সুকান্ত। যা রাজ্য বিজেপির অভ্যন্তরীণ সমীকরণের নিরিখে 'তাৎপর্যপূর্ণ'। বিজেপির এই 'অন্তর্কলহের' আবহে শুভেন্দু-সুকান্ত দ্বন্দ্ব উস্কে দিতে চেয়েছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, ''শুভেন্দু আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিজেপিতে গিয়েছেন। আমাদের নেতানেত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসা করছেন। কিন্তু এটাও ঠিক যে, রাজ্যে একমাত্র শুভেন্দুই বিজেপিকে ভাসিয়ে রেখেছেন। নেতা হিসেবে শুভেন্দুর জুতো পালিশ করার যোগ্যতাও সুকান্তদের নেই।'' বঙ্গ বিজেপির রাজ্য কমিটির বর্ধিত কর্মসমিতির সভা ছিল বুধবার। সায়েন্স সিটিতে সেই বৈঠকের অবকাশে সংবাদমাধ্যমের সামনে অর্জুন দলের সাংগঠনিক দুর্বলতাকে নিশানা করেছিলেন। ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ বলেছিলেন, ''বাংলায় ভোট করাতে হয়। ভোট করাতে গেলে সংগঠন দরকার। ঘরে বসে শুধু আলোচনা করলে হবে না। মাঠে-ময়দানে তা বাস্তবায়িত করতে হবে।'' অর্জুনের সেই

বক্তব্য যে রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা নেতাদের উদ্দেশে ছিল, তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি। বৃহস্পতিবার অর্জুনের সেই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সুকান্ত বলেন, ''দলের কথা দলের মধ্যেই বলা উচিত। সংবাদমাধ্যমের সামনে বলা উচিত নয়।'' সুকান্তের কথায়, ''বলার হলে অনেক জায়গা রয়েছে। সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা, বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সুনীল বনসল, মঙ্গল পাণ্ডে, অমিত মালব্যরা আছেন। সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদকও রয়েছেন। তাঁদের বলুন।'' বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, ''কোনও এলাকায় যদি সংগঠন দুর্বল হয়, তার দায় নিচুতলার কর্মী থেকে উপরতলার সকলের। দায় তো আমাদেরও। আমাদের দায় নেই?'' অর্জুনের পাশাপাশি বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁও সংগঠন নিয়ে বুধবার সংবাদমাধ্যমের সামনেই খোলাখুলি প্রশ্ন তুলেছিলেন। অনেকের মতে, বৃহস্পতিবার অর্জুন, সৌমিত্র দু'জনকেই সতর্ক করতে চেয়েছেন সুকান্ত। এলাকার সংগঠনের 'দুর্বলতা'র দায় যে সংশ্লিষ্ট এলাকার নেতাদেরই, তাই বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত। উল্লেখ্য, গত বার জেতা ব্যারাকপুর আসনটি এ বার হেরে গিয়েছে বিজেপি। গত বার বিজেপির টিকিটে অর্জুন জিতলেও এ বার আর পারেননি। তবে মাঝে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে ভোটের ঠিক আগে আগে ফিরে যান বিজেপিতে। ফের তাঁকেই টিকিট দেয় পদ্মশিবির। বিজেপির অভ্যন্তরের বক্তব্য, শুভেন্দুর 'হস্তক্ষেপ' নাথাকলে অর্জুনের ভোটের অব্যবহিত আগে ব্যারাকপুরে টিকিট পাওয়া এত সহজ হত না। বস্তুত, অর্জুন বিজেপিতে যোগও দিয়েছিলেন দিল্লি গিয়ে। রাজ্যে নয়। বিজেপির অনেকে মনে করছেন, 'এলাকায় দুর্বল সংগঠনের' কথা বলে ঠারেঠোরে সুকান্ত ব্যারাকপুরের হার নিয়ে অর্জুনকেই প্রশ্নের মুখে ফেলতে চেয়েছেন। ভোটের পর থেকে বিজেপির একের পর এক নেতা প্রকাশ্যে যে সব মন্তব্য করেছেন, তা দলের জন্য বিড়ম্বনার। যা নিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল সুকান্তকে রসিকতার সুরে খানিক কটাক্ষই করেছেন। তাঁর কথায়, ''মনে হয় সুকান্ত মজুমদার অর্জুনকে দূর থেকে সতর্ক করেছেন। আগামী দু'তিন মাস হয়তো বিজেপির রাজ্য সভাপতি ব্যারাকপুর এলাকায় পা রাখবেন না। অন্য কোথাও যেতে হলেও ঘুরপথ ধরে যেতে হবে।''

অমরনাথ যাত্রা চলছে নির্বিঘ্নেই, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও খামতি নেই

জম্মু, ১৮ জুলাই ঃ সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। বৃহস্পতিবার সকালে অমরনাথের পবিত্র গুহা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দল। পবিত্র অমরনাথ যাত্রার জন্য জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে ৪,৩৮৩ জনের তীর্থযাত্রীর একটি দল এদিন ভোরে রওনা হয়েছে। কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ১৫৭টি গাড়িতে চেপে পুণ্যার্থীরা রওনা হন।এই দলে রয়েছেন ৩,২২২ জন পুরুষ। ১,০৭১ জন মহিলা, ৮টি শিশু, ৬৭ জন সাধু এবং ১৫ জন সাধ্বী। এঁরা ১৫৭ টি গাড়ি করে রওনা হন। অমরনাথ যাত্রাকে ঘিরে নিরাপত্তা অনেকটাই আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

কোভিডে আক্রান্ত বাইডেন, নিভৃতবাসে রয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

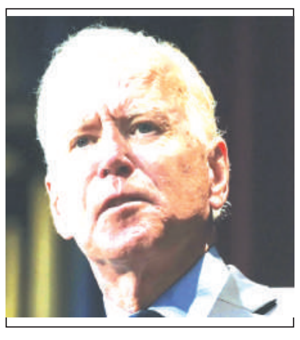

ওয়াশিংটন, ১৮ জুলাই ঃ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। কোভিড পজিটিভ হওয়ায় প্রচার কর্মসূচি অসম্পূর্ণ রেখেই নিভৃতবাসে চলে গেলেন বাইডেন। যদিও বাইডেন বলেছেন, তিনি ভালো আছেন। বুধবার হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব কারিন জাঁ পিঁয়ের বলেন, প্রেসিডেন্ট বুস্টার ভ্যাকসিন নিয়েছেন। তাঁর শরীরে সামান্য কিছু (কোভিডের) উপসর্গ দেখা গিয়েছে। আমেরিকার লাস ভেগাসে ডেমোক্র্যাটদের প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন বাইডেন। ভোটারদের একটি সভায় বক্তব্য রাখার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু সেই সময়েই সভার উদ্যোক্তাদের কাছে খবর আসে, বাইডেন কোভিডে আক্রান্ত।

নিট ইউজি কাণ্ডে পাটনা এইমস-এর ৪ পড়ুয়া আটক, বাজেয়াপ্ত ফোন ও ল্যাপটপ

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে বৃহস্পতিবারই শুনানি হয়েছে, তার আগে প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে জড়িত সন্দেহে পাটনা এইমস-এর চার পড়ুয়াকে আটক করেছে সিবিআই। তাদের ঘর সিল করে দেওয়া হয়েছে, বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তাদের মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ। বৃহস্পতিবার সিবিআই সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।নিট ইউজি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে অভিযুক্ত দু'জনকে পাটনা ও হাজারিবাগ থেকে সিবিআই গ্রেফতার করার পর, এই চার ডাক্তারি পড়ুয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হলো। আপাতত ধৃতদের জেরা করছেন সিবিআই আধিকারিকরা।

মনোনয়নের শেষ দিনে ধলাই জেলায় বিভিন্ন দলের মনোনয়ন পেশ

ধলাই (ত্রিপুরা), ১৮ জুলাই ঃ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার বৃহস্পতিবার ছিল শেষ দিন। শেষ দিনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ নির্দল প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। এদিন জেলা সদর আমবাসায় আমবাসা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি ও বিভিন্ন পঞ্চায়েতের জন্য মনোনয়ন জমা করেছেন প্রার্থীরা। আমবাসা ব্লক আধিকারিকের কাছে বিজেপির ২০ জন, তিপ্রা মথার ১৭ জন, কংগ্রেস দলের তিনজন, সিপিআইএম দলের এক এবং একজন নির্দল প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।এদিকে জেলার সালেমা এবং দুর্গা চৌমুহনি ব্লকেও মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা।এর পর মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যাবে কতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। এর ওপর আগামী ৮ আগস্ট হবে ভোট গ্রহণ।

বাদুড়িয়ায় সোয়াইন ফ্লু আতঙ্ক! আক্রান্ত ৩, গ্রামে জ্বরে কাবু ৫০, সচেতনতায় মেডিকেল টিম

উত্তর ২৪ পরগনার, ১৮ জুলাই ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমায় সোয়াইন ফ্লু আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে। বাদুড়িয়া ব্লকের জগন্নাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর গ্রামে তিনজনের শরীরে সোয়াইন ফ্লু শনাক্ত হযেছে। এদের মধ্যে আছেন বছর ১৮-এর কলেজ ছাত্রী বৃষ্টি গাইন, বছর ১৯-এর গৃহবধূ পুষ্পিতা মন্ডল, এবং বছর ২৯-এর যুবক সত্যজি মন্ডল। তাদের মধ্যে প্রচন্ড কাশি, মাথাব্যথা, বমি, গায়ে দুর্বল ভাব এবং শরীরে উচ্চ তাপমাত্রার উপসর্গ দেখা দিয়েছে। সোয়াইন ফ্লুর এই সংক্রমণের পর, শ্রীরামপুর গ্রামে মেডিকেল টিম মোতায়েন করা হয়েছে। বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আক্রান্তদের ঘর থেকে বেরোতে নিষেধ করছেন এবং তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখছেন।প্রতিদিন স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওষুধ বিতরণ, এবং রক্তের নমুনা সংগ্রহ করছেন। আক্রান্তদের বাইরে বেরোনো নিষিদ্ধ এবং তাদের মাস্ক পড়তে বলা হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, চলতি মাসের ৮ জুলাই একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পরই এই জ্বরের উপসর্গ শুরু হয়। শ্রীরামপুর গ্রামে প্রায় ৫০ জন জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় এলাকায় উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে। বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অনুপম ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে, এলাকায় বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির চালু করা হয়েছে এবং আক্রান্তদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ১৬ জুলাই থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির চলবে, যেখানে আক্রান্তদের পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে এবং পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগের এই তৎপরতা গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে এবং রোগের বিস্তার রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেনো স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলেন এবং যেকোনো স্বাস্থ্যগত সমস্যা হলে দ্রুত স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ধেমাজি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশের কাজ চলছে

গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও অসমে রেলওয়ে সুবিধাগুলি আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০২৪-২৫-এর অন্তর্বর্তী বাজেটে রেলওয়ে পরিকাঠামোর প্রকল্পগুলির জন্য ১০,৩৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৬০টি স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে বিশ্বমানের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা যুক্ত করে পুনর্বিকশিত করা হবে। নির্বাচিত রেলওয়ে স্টেশনগুলির মধ্যে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে অসমের ধেমাজি রেলওয়ে স্টেশনটি ০৬.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এক উল্লেখযোগ্য নতুন রূপ লাভ করবে। এই স্টেশনটির পুনর্বিকাশের ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির রেল ব্যবহারকারীরা অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন।উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে গত সোমবার এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর দিয়ে জানান, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ধেমাজি রেলওয়ে স্টেশন হলো অসমের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন যা ধেমাজি টাউনের অধীনস্থ জনসাধারণকে পরিষেবা প্রদান করে। এই স্টেশনের পুনর্বিকাশের বিভিন্ন এবং প্রস্তাবিত চলমান কাজের উলেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এছাড়া, রিটেইল কিওস্ক এবং যাত্রীদের সুবিধার অন্যান্য উপাদান সহ ১২ মিটার প্রশস্ত এফওবি-র পরিকল্পনা করা হয়েছে। নতুন এফওবিগুলি লিফ্টের সাথে প্রদান করা হবে যাতে প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্ম এবং স্টেশনের অংশগুলিতে সহজেই যাতায়াত করা যায়। সাইটের অবস্থা অনুযায়ী এফওবি-র স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে এবং দিব্যাঙ্গজনের জন্যও পৃথক মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। দিব্যাঙ্গজনদের পাশাপাশি পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য নতুন শৌচালয় নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রদান করা হবে। প্ল্যাটফর্ম লেআউট, সাইনেজ প্ল্যান, ড্রেনেজ প্ল্যান, ক্যাবল রুট প্ল্যান ইত্যাদি কার্যকর করার কাজ করা হচ্ছে।স্টেশনটিতে বৃষ্টির জল সংগ্রহ, বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, ইআই বিল্ডিং এবং সোলার প্ল্যান্টের সুবিধা থাকবে। স্টেশন চত্বরটি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও প্রত্যেক শ্রেণির যাত্রীর জন্য সহজভাবে প্রবেশযোগ্য করে তুলতে চিহ্নযুক্ত সঠিক আলোর ব্যবস্থা করা হবে। চারপাশের সৌন্দর্যায়নের সাথে উন্নতমানের পার্কিং সুবিধারও পরিকল্পনা করা হয়েছে। আগমন ও প্রস্থানের পথ পৃথকভাবে করা হবে, যার ফলে যাত্রীরা সহজেই উন্নতমানের পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারবেন।এই স্টেশনটির উন্নয়নের ফলে নতুন কর্ম সংস্থানের পাশাপাশি ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে এবং যাত্রীদের ভ্রমণ আরও সহজ করে তুলবে। এই উন্নত স্টেশনটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপের কেঃদ্রস্থল হিসেবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, যার ফলে যোগাযোগ ও আর্থিক উভয়ক্ষেত্রেই বিকাশ ঘটবে বলে মনে করছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত কর্তৃপক্ষ।

ঢাকঢোল পিটিয়ে কুমারঘাট ব্লকে রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনোয়ন পেশ বিজেপি প্রার্থীদের

কুমারঘাট (ত্রিপুরা), ১৮ জুলাইঃ উৎসবের মেজাজে ঢাকঢোল পিটিয়ে গত মঙ্গলবার ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ব্লকে রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনোয়ন পত্র জমা দিলেন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফটিকরায় এবং পাবিয়াছড়া বিধানসভার ২৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১৬টি পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি মনোনীত প্রার্থীরা।এদিন মন্ত্রী সুধাংশু দাসের নেতৃত্বে ফটিকরায় বিধানসভা এলাকার প্রার্থীদের নিয়ে এবং পাবিয়াছড়ার বিধায়ক তথা বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক ভগবান দাসের নেতৃত্বে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের পৃথক পৃথক দুটি ব্রিগেড শহর পরিক্রমা করে মিলিত হয় কুমারঘাট ব্লকে। মহকুমার রাজপথে এদিন কিছুক্ষণের জন্য দখল নেয় গেরুয়া ঢল।ঐদিন কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে মিছিলে পা মিলিয়েছেন রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্বরাও।প্রখর সূর্যতাপকে তুড়ি মেরে ঝাণ্ডা কাঁধে এদিন শাসক দলের মিছিলে হাঁটেন দলীয় কর্মীরা। বিরোধীদের উদ্দেশ্য করে কটাক্ষভরা স্লোগানে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মিছিলকে বেগবান করেছেন নেতৃত্ব। মিছিল শেষে কুমারঘাট ব্লকে রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়ন জমা করেন শাসক দলের মনোনীত প্রার্থীরা।প্রতিক্রিয়ায় প্রার্থীদের জয় নিয়ে আশা ব্যাক্ত করেছেন মন্ত্রী ও বিধায়করা। মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেছেন, বিরোধীরা নির্বাচনে প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না। তিনি বলেন বিরোধীরা প্রার্থী দিলেও তাঁদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। এদিকে প্রতিক্রিয়ায় দলের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক তথা পাবিয়াছ।। কেঃদ্র বিধায়ক ভগবান দাস বলেন, মানুষ বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন আর তারই প্রমাণ এই জনঢল। নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হবেন বলে আশাব্যক্ত করেন ভগবান দাস।উল্লেখ্য, আগামী আট আগস্ট রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের নির্বাচন। ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে পালা করে চলছে শাসক জোট এবং বিরোধী জোটের প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া। আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে বর্তমানে রিতিমতো ত্রিপুরায় জমজমাট ভোট বাজার।

গৃহযুদ্ধ বাংলাদেশে, ভারতের ভূমিকায় ঘিরে কৌতূহল তুঙ্গে

বিশেষ প্রতিবেদন,১৮জুলাইঃ বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধ। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রেন চালানো থেকে চিকেন নেক নিয়ে আশার আলো দেখছে ভারত। ২০১৮ থেকে বাংলাদেশে সংরক্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়ে আসছে। আন্দোলনকারীদের যুক্তিকে মান্যতা দিয়ে বাংলাদেশ সরকার সম্পূর্ণ কোটা ও সংরক্ষণ আইন বাতিল করে। এবং জানানো হয় সমস্ত সরকারের নিয়োগ ও সংরক্ষিত পদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ হবে। সরকারের এই যুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা হয়। এবং হাইকোর্ট সরকারের এই যুক্তির স্বপক্ষে করা সরকারি নির্দেশ নামাকে বাতিল করে ২০১৮ সালের সংরক্ষিত কোটা পদ্ধতি বহাল রাখে। হাইকোর্টের নির্দেশকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের হাজার হাজার ছাত্ররা রাস্তায় নেমে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত। রাজধানী ঢাকা সহ চট্টগ্রাম, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। ছাত্রদের বিক্ষোভে প্রায় ৬ ঘণ্টার জন্য আটকে গেছে মৈত্রী এক্সপ্রেস, এমনকি ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষ থেকে ১ ঘণ্টার চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল পুলিশকে। যেন তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ছেড়ে চলে যায়। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি পুলিশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দিন দিন। এই অবস্থায় একপ্রকার বাধ্য হয়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, ১৭ জুলাই থেকে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। একইসঙ্গে বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা হয়েছে ছাত্র ছাত্রীদের আবাসিক হলগুলিও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সকল নিহত এবং আহত শিক্ষার্থীদের প্রতি আমাদের সমবেদনা। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্র ছুটি ঘোষণা করা হল। সেইসঙ্গে ছাত্র ছাত্রীদের আজ সন্ধ্যা ৬ টার আগে আবাসিক হল ছেড়ে নিজেদের বাড়ি চলে যাওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।' তবে আন্দোলনকারী ছাত্র ছাত্রীদের বক্তব্য তাদের আন্দোলনকে দমাতেই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হল। অপরদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ বলেন, কোটা সরকার পুনর্বহাল করেনি। সরকার বরং শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮ সালে কোটা বাতিল করেছিল। বাতিলের পর কোটাহীনভাবে সরকারি ও অন্যান্য চাকরিতে নিয়োগ হচ্ছে। হাইকোর্ট রায় দিয়েছে কোটা পুনর্বহালের জন্য। সুপ্রিম কোর্ট সেটি স্থগিত করেছে। বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে বা বিচারাধীন বিষয়ে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাহলে আদালত অবমাননা হবে। এসব বুঝেও যারা জনভোগান্তি ঘটাচ্ছেন, সেই ভোগান্তি যাতে না ঘটে, সে জন্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বদ্ধপরিকর এবং আশা করব শিক্ষার্থীরা সুপ্রিম কোর্টের রায় পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিনে ছাত্রলীগ এবং পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারী ছাত্র ছাত্রীদের সংঘর্ষের ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ছাত্র আন্দোলনের জেরে গোটা ঢাকা জুড়ে বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও হন্টারনেট পরিষেবায় রাশ টানা হয়েছে, জানা গেছে, ইতিমধ্যে আন্দোলনকারী ছাত্ররা ছাত্রলীগের সদস্যদের আবাসিক হলগুলি থেকে বের করে দিয়েছে। এদিকে আজ রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশ থেকে আন্দোলনকারীরা কফিন মিছিল করে পুলিশি অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হলেও ছাত্র আন্দোলন যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা সরকার দ্বারা কি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। প্রশ্ন উঠছে বাংলাদেশের অন্দরেই। সালটা ১৯৭০ অবিভক্ত পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে এরপরেই শুরু হয় গৃহযুদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায .দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকরা। সালটা ১৯৭১ ভারত ও রাশিয়ার সহযোগিতায় পাকিস্তান দুটো টুকরোতে ভেঙ্গে যায় জন্ম নেয় নতুন দেশ, নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশকে নতুন দেশ হিসেবে প্রথম স্বীকার করে ভুটান। তারপর একে একে সারা পৃথিবী। কিন্তু বেশি দিন সে সুখ স্থায়ী হয়নি। বাংলাদেশের বুকে জেগে ওঠে সেনাবাহিনী, গ্রেপ্তার করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। তারপরের ইতিহাস সবার জানা। মেরে ফেলা হয় বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পুরো পরিবারের সকল সদস্যদেরও। শুধুমাত্র বেঁচে যান শেখ মুজিবুর রহমানের মেয়ে শেখ হাসিনা। কারণ তখন তিনি লন্ডনে পড়াশোনা করছিলেন। তিনি বাংলাদেশে ছিলেন না। থাকলে তাঁর কি পরিণতি হতো সে কথা সকলেরই জানা। শেখ হাসিনার জীবিত থাকার খবর পৌঁছায় ভারতের দিল্লিতে। শেখ হাসিনার উপর নিরাপত্তা বাড়ায় তকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তারপর থেকে নানা সময় উত্তাল হয়েছে বাংলাদেশ। কখনো বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আবার কখনো বাংলাদেশ অংশ নিযেছে ভাষা আন্দোলনে। বাংলাদেশের মুকুটে রয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বৃহ পালক। যা বাংলাদেশের প্রতিবাদী মূলক ভাব ধারাকে সারা বিশ্বের মাঝে তুলে ধরে। অপরদিকে ভারত চায় বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রেন চালাতে যাতে উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নত হয়। অপরদিকে বাংলাদেশ চায় ভারতকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করতে সেই মতো চুক্তিও হয়েছে বলে খবর। তাই বাংলাদেশের এই গৃহযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা কি হবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের এই গৃহযুদ্ধ থামিয়ে ভারত কি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ও কূটনৈতিক চালে আরো একধাপ এগিয়ে যাবে। নাকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবে না ভারত সেদিকে নজর তাবড় রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

নতুন দুই বিচারপতি পেল সুপ্রিম কোর্ট, শপথ নিলেন আর মহাদেবন ও এন কে সিং

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ নতুন দুই বিচারপতি পেল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন বিচারপতি আর মহাদেবন ও এন কে সিং। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় তাঁদের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান। মাদ্রাজ হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি আর মহাদেবন এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন।পাশাপাশি এদিনই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিচারপতি ননজিমেইকাপ কোটিশ্বর সিং। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন ননজিমেইকাপ কোটিশ্বর সিং। কিছু দিন আগেই এই দুই বিচারপতিকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়। আর বৃহস্পতিবার তাঁরা শপথ নিলেন।

অনুকূল পরিস্থিতি, গুজরাট ও কর্ণাটক-সহ বিভিন্ন রাজ্যে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃদেশের বিভিন্ন রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি, আবার কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানালো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আগামী ৪৮ ঘন্টা কোঙ্কন, গোয়া এবং মধ্য মহারাষ্ট্রে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি। এছাড়াও আগামী ৩-দিন গুজরাট, কর্ণাটক, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, কেরল, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায় ভারী থেকে খুব ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পূর্ব রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিম রাজস্থানে আগামী ৩-দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মধ্য মহারাষ্ট্রে ২১ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হবে। পশ্চিম মধ্যপ্রদেশেও ২১ জুলাই পর্যন্ত অত্যধিক বৃষ্টি হবে। ছত্তিশগড়ের বিভিন্ন অংশে ২০ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টিপাত চলবে।

নীরজের সাফল্য ক্রীড়ামন্ত্রক অ্যাথলেটিক্স-এ বিপুল বাজেট বাড়িয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ গত টোকিও অলিম্পিকে ভারতের পদক সংখ্যা বেড়েছে। সেই সংখ্যা আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্র ১৬টি শৃঙ্খলা জুড়ে ভারতের প্রস্তুতির জন্য রেকর্ড ৪৭০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।টোকিও অলিম্পিকে ভারত সামগ্রিকভাবে সাতটি পদক জিতেছিল, যা সব অলিম্পিকের পদক সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। এই টোকিওতেই জ্যাভলিন নিক্ষেপকারী নীরজ চোপড়া সোনা জিতেছিলেন। আর অ্যাথলেটিক্স এ নীরজের এই সাফল্যের জন্য কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক অ্যাথলেটিক্স এর জন্য ১৬০০ এর বেশি বাজেট বাড়িয়েছে।স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার মিশন অলিম্পিক সেল (এমওসি) থেকে সরকারী তথ্য অনুসারে, কেন্দ্র অ্যাথলেটিক্সের জন্য ৯৬.০৮ কোটি টাকা ব্যয় করেছে, এটি সমস্ত শাখার চেয়ে বেশি। আগের অলিম্পিক চক্রে ক্রীড়া মন্ত্রক শৃঙ্খলার জন্য 'টার্গেট অলিম্পিক পডিয়াম স্কিম'(টপস) তহবিলে ৫.৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। এর মানে শৃঙ্খলা প্রায .১,৬৮৫ শতাংশের সামগ্রিক বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের অ্যাথলেটিক রেকর্ড বাড়ানোর জন্য নীরজ ২৮-সদস্যের দলকে নেতৃত্ব দেবেন।

ঢাকায় শনির আখড়া, কাজলা ও যাত্রাবাড়ি এলাকায় পুলিশ-আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

ঢাকা, ১৮ জুলাই ঃ ঢাকায় শনির আখড়া, কাজলা ও যাত্রাবাড়ি এলাকায় পুলিশের সঙ্গে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সংঘর্ষ চলছে। বৃহস্পতিবার ১১টার দিকে শনির আখড়া এলাকা থেকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে যাত্রাবাড়ির দিকে আসার চেষ্টা করছিলেনন। এ সময় তাঁদের মিছিল রুখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে। এতে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয় পুলিশ ও আন্দোলনকারী শির্ক্ষার্থীদের মধ্যে।সকাল ১১টা ১০ মিনিটের দিকে যাত্রাবাড়িতে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের টোল প্লাজা এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা শুরুতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়ছিলেন। পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। শনির আখড়ার কাজলা এলাকা থেকে যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত গোটা সড়কজুড়ে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় জনতা তথা এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে আইইডি ফেটে মৃত্যু দুই জওয়ানের, আহত আরও ৪

রায়পুর, ১৮ জুলাই ঃ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুর জেলায় আইইডি ফেটে প্রাণ হারালেন দুই এসটিএফ জওয়ান। এছা।াও আরও ৪ জন জওয়ান আহত হয়েছেন। আহত জওয়ানদের উদ্ধার করে রায়পুরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের শারীরিক অবস্থা কেমন রয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। শহীদ দুই জওয়ান হলেন - রায়পুরের বাসিন্দা কনস্টেবল ভরত সাহু এবং নারায়ণপুরের বাসিন্দা কনস্টেবল এস সিং কাঙ্গে।বিজাপুরের পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র যাদব বলেছেন, মাওবাদীদের উপস্থিতি সম্পর্কে খবর পাওয়ার পর বুধবার (১৬ জুলাই) বিজাপুর, দান্তেওয়াড়া ও সুকমা জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালায় এসটিএফ, ডিআরজি, কোবরা ও সিআরপিএফ বাহিনী। অভিযান শেষে জওয়ানরা যখন ফিরে আসছিলেন সেই সময় বিজাপুর জেলার তারীম এলাকায় মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি ফেটে বিস্ফোরণ হয়। এই আইইডি বিস্ফোরণে দুই জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে ও ৪ জন আহত হয়েছেন। আহত জওয়ানদের রায়পুরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গডকড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রী সাইয়ের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ বৃহস্পতিবার ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকড়ির সঙ্গে তাঁর বাসভবনে দেখা করেন।জানা গেছে, এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ছত্তিশগড়ের সড়ক প্রকল্প এবং আদিবাসী এলাকায় সড়ক যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষযে. বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পগুলির অগ্রগতি সম্পর্কে গডকড়িকে বিস্তারিত জানিয়েছেন। এও জানা গেছে, গডকড়ি ছত্তিশগড়ের সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নে সম্ভাব্য সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী সাইকে।

১৯-২০ জুলাই ভুটান সফরে যাচ্ছেন বিদেশ সচিব মিশ্রি

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই ঃ দু'দিনের সফরে ভুটানে যাচ্ছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। ১৯-২০ জুলাই ভুটান সফরে থাকবেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। এই সফরে ভুটানে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি ১৯-২০ জুলাই ভুটানে সরকারি সফরে যাবেন। সফরকালে ভুটানের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার, ইংরেজীঃ১৮ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ৩ শ্রাবন, চান্দ্রঃ ১২ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৭ আষাঢ় ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ ইঙেন, আসামঃ২ শাওন, মুসলিমঃ১১-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ০৫ঃ ০৮ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ২০ঃ১০। চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৩ঃ৪৪ঃ৪৭(১৮) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০২ঃ২৭ঃ ১২(১৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃদ্বাদশী (ভদ্রা) বিকাল ঘ ০৬ঃ০৫ঃ৪৬ দং ৩২৩১২০ পর্যন্ত , দ্বাদশীর পারনাঃ সকালঃ০৫ঃ০৫-সকালঃ০৯ঃ৩০ পর্যন্তনক্ষত্রঃজ্যেষ্ঠা সকাল ঘ ০২ঃ ০৪ঃ১৩ দং ৫২২৬২৫ পর্যন্ত পরে মূলাকরণঃবালব বিকাল ঘ ০৬ঃ০৫ঃ ৪৬ দং ৩২৩১২০ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃব্রহ্মঅমৃতযোগঃরাত্রি ১২ঃ৪৭ঃ১৪ থেকে - ০২ঃ৫৬ঃ১৪। মহেন্দ্রঃযোগঃদিন ০৫ঃ০৫ঃ১৪ থেকে - ০৬ঃ৫১ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ২৩ঃ১৪ থেকে - ০১ঃ০২ঃ১৫ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ৩০ঃ১৪ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ১৪ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৯ঃ১২ঃ১৫ থেকে - ০৯ঃ৫৫ঃ১৫ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৩ঃ০১ঃ৩০ থেকে - ০৪ঃ৪০ঃ৫৩ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৪ঃ৪০ঃ৫৩ থেকে - ০৬ঃ২০ঃ১৬ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ১১ঃ৪২ঃ৪৫ থেকে - ০১ঃ০৩ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৩২২১ (৭) ৪ পদচন্দ্রঃ ৮০১৬৩৩ (১৯) ১ পদমঙ্গলঃ১১৪৯২১ (৩) ২ পদবুধঃ ৩২৭১৭৬০ (৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ ১১৮২৫৩৯ (৪) ৩ পদশুক্রঃ ৩১৪৩৫৫৮ (৮) ৪ পদশনিঃ ১০২২৬৮ (২৫) ১ পদরাহুঃ ১১১৮২২৫৩ (২৭) ১ পদকেতুঃ ৫১৮২২৫৩ (১৩) ৩ পদ শনি বক্রি। লগ্নঃকর্কট রাশি সকাল ০৭ঃ ১০ঃ০৯ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৯ঃ২১ঃ২৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১১ঃ৩১ঃ৪০ পর্যন্ত। তুলা রাশি দুপুর ০১ঃ৪৫ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি বিকাল ০৪ঃ০১ঃ৩৬ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৬ঃ০৬ঃ ৫৩ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৭ঃ ৫৩ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি রাত্র ০৯ঃ ২৭ঃ১০ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ১০ঃ ৫৮ঃ১৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৮ঃ৪৮ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৩৭ঃ১২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫০ঃ৩০ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপের ভ্রূকুটি, আর এই নিম্নচাপের সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৯ শতকরা এবং ৬২ শতকরা। জোয়ার-ভোর ৫টায় বেং রাত ৯টায় । ভাটা-সকাল ৯টায় এবং রাত ১১ টায়। সূর্য উদয় ঃ৫টা ০১ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ২১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ বাবা, মা ও ভাই-বোনদের প্রতি কর্তব্য করলেও তাদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাবেন না। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

বৃষ রাশিঃব্যবসায়ীরা নিজের সাধ্যের অতীত ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না।

মিথুনঃআশা-নিরাশা নিয়ে সপ্তাহটি কাটবে, এই সময় আপনার জন্মদিন হলে বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে মূল্যবান সামগ্রী উপহার হিসাবে পেতে পারেন। ।

কর্কট রাশি ঃ কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপের জন্য মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে।

সিংহ রাশিঃসন্তানের লেখাপড়ায় সাফল্যের জন্য মানসিক শান্তি। সপ্তাহের মধ্যভাগে নতুন সম্পত্তি কেনার ব্যাপারে সুযোগ আসতে পারে।

কন্যা রাশিঃ আর্থিক দিক থেকে এই সপ্তাহটি বিনিয়োগ ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য শুভ। লটারি বা শেয়ারে কিছু অর্থ হাতে আসতে পারে।।

তুলারাশিঃ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও আইনজ্ঞের জন্য সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধ অত্যন্ত শুভ।

বৃশ্চিক রাশি ঃ কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।।

ধনু রাশি ঃ স্বাধীন পেশার সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের জন্য সময়টি শুভ।পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে হঠা সাক্ষা হতে পারে।

মকর রাশিঃ সন্তানদের লেখা-পড়া ভালোই হবে।

কুম্ভ রাশি ঃস্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যবসায়িক সাফল্য ধরে রাখতে পারবেন। **মীন রাশিঃ** সহকর্মীদের সঙ্গে অযথা তর্ক-বিতর্কে জড়াবেন না। ব্যবসায় পরিচালনগত ভুলের জন্য কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে।

জগৎবল্লভপুরের ফিঙাগাছিতে চাষের জমি থেকে উদ্ধার মানব কঙ্কাল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জুলাইঃ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের ফিঙাগাছিতে চাষের জমি থেকে উদ্ধার হলো একটি মানব কঙ্কাল। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। চাষের কাজে গিয়ে কঙ্কাল দেখতে পেয়ে স্থানীয় মানুষ পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে কঙ্কাল উদ্ধার করে পরীক্ষার জন্য নিয়ে যায়। কিভাবে মানব কঙ্কালটি সেখানে এলো তার তদন্তে নেমেছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। এদিনের মানব কঙ্কাল উদ্ধার প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা রিন্টু দলুই বলেন, আমরা সবাই মিলে মাঠে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি মানুষের হাড়গোড় পড়ে রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে জগৎবল্লভপুরের মাজুর ফিঙারগাছি গ্রামে। চাষ করার সময় কেউ একজন তা প্রথমে দেখে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে স্থানীয় বাসিন্দারা। এই কঙ্কাল কার তা বোঝা যাচ্ছে না। ১৩ তারিখ রাত থেকে এলাকার এক ব্যক্তি নিখোঁজ ছিলেন। সেই ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ওনার দেহ হতে পারে। মাজু গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী নীলোৎপল কর বলেন, এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছিল ফিঙাগাছির গ্যাস কারখানার পিছন দিকে একটা মানব কঙ্কাল পড়ে আছে।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের লোকেদের নিয়ে ঘটনাস্থলে আসি। ব্রজানন্দ গোস্বামী নামের ওই ব্যক্তি ১৩ তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিলেন।

ব্রজানন্দের ছেলে সৌরভ গোস্বামী বলেন, ৬ দিন ধরে বাবা নিখোঁজ ছিলেন। থানায় লিখিত অভিযোগও জানানো হয়েছিল।

পুলিশের তৎপরতায় লুকিয়ে থাকার তিনদিনের মধ্যে গ্রেফতার কুলতলির সাদ্দাম সহ একজন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৮ জুলাইঃ পুলিশের তৎপরতায় লুকিয়ে থাকার তিনদিনের মধ্যে অবশেষে গ্রেপ্তার কুলতলি নকল সোনার কারবার ও সুড়ঙ্গ কাণ্ডের মূল পাণ্ডা সাদ্দাম সর্দার। পুলিশের জালে পড়েছে তাঁর এক সঙ্গীও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে কুলতলির চুপড়িঝাড়ার বাণীরধল এলাকার একটি ভেড়ির ঘর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সাদ্দামকে। পাশাপাশি ওই ভেড়ির মালিক তথা কুলতলির সিপিআইএম নেতা মান্নান খানকে ও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই নিয়ে এই ঘটনায় মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করা হল। এদিনই সাদ্দাম ও মান্নানকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। কুলতলির জালাবেড়িয়া-২ নং পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সাদ্দামের বিরুদ্ধে অনেক দিন ধরেই প্রতারণার অভিযোগ আসছিল পুলিশের কাছে। এর আগেও তাকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। গত সোমবার সকালে সাদ্দামের পয়তারহাটের বাড়িতে অভিযানে যায় পুলিশ। সাদ্দাম কে ধরে ও ফেলে তাঁরা। এর পরেই বাড়ি এবং আশে পাশের মহিলারা পুলিশকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। সাদ্দামের ভাই সাইরুল পুলিশকে নিশানা করে গুলিও চালায় বলে অভিযোগ। এই সুযোগে পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যায় সাদ্দাম এবং সাইরুল। অভিযুক্তের বাড়ির খাটের নিচেতে একটি সুড়ঙ্গের হদিশ মেলে। সেখান দিয়েই সাদ্দাম পালিয়ে যায়। পুলিশ আসলে যাতে খবর পেয়েই দ্রুত পালিয়ে যেতে পারে তাঁর জন্য বাড়ির খাটের নিচেতে সুড়ঙ্গ তৈরি

করেছিল সাদ্দাম। সুড়ঙ্গটির মুখ পার্শ্ববর্তী একটি খালের সাথে সংযুক্ত করা আছে। উল্লেখ্য, কুলতলির জালাবেড়িয়া-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাজুড়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল নকল সোনার রমরমা কারবার। শুধু নকল সোনা নয়, সোনার মূর্তি চুরি করে এনে এখান থেকে বিক্রিও করা হতো। কখনও কখনও মানুষকে ফাঁদে ফেলে মূর্তি বিক্রির নামে সর্বস্বান্ত করা হতো ক্রেতাদের।

শুধু তাই নয় এর আগেও এক ব্যক্তিকে খুন করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এই সব মূর্তি চোর দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় রমরমিয়ে চলছিল এই ব্যবসা। আর এসব কাণ্ডকারখানার নেপথ্যে সাদ্দামের হাত রয়েছে বলেই অভিযোগ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক সাদ্দামের ১২ দিনের পুলিশ হেফাজতের ও মান্নান সেখের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

ডোমজুড় ডাকাতি কেসে রবীন্দ্র সাহানিকে তোলা হলো আদালতে

দুরন্ত বার্তা, ডোমজুড়, ১৮ জুলাইঃ ডোমজুড়ে ডাকাতির ঘটনায় ধৃত রবীন্দ্র সাহানিকে বিহারের বেগুসরাইয়ের বিচার বিভাগীয় হেফাজত থেকে বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়ার মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়। হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে আদালতের কাছে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। বিহার পুলিশের এক আধিকারিক জানান, বিহার পুলিশের নির্দেশ ছিল রবীন্দ্র সাহানিকে এই রাজ্যে নিয়ে আসার। সেইমতোই তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে। অভিযুক্ত বেগুসরাই জেলে ছিল।

চুল কেটে শাস্তি-কাণ্ডে ধৃতদের ৪ দিনের পুলিশ হেফাজত

দুরন্ত বার্তা, ডোমজুড়, ১৮ জুলাইঃ পরিচারিকার বিরুদ্ধে টাকা চুরির অভিযোগ তুলে তার গোটা পরিবারের চুল কেটে শাস্তি দিয়েছিল ডোমজুড়ের কোরলার এক ব্যবসায়ী পরিবার। পাশাপাশি পরিচারিকার পরিবারকে গ্রাম ছাড়ার নিদান দিয়েছিল তারা। এই ঘটনায় এফআইআরে নাম থাকা ৭ অভিযুক্তকে বুধবার গ্রেফতার করে ডোমজুড় থানার পুলিশ। ধৃতেরা হলো আবুল হাসান লস্কর, ইশা লস্কর, শ্যাম লস্কর, মোক্তার আলি, আরবাজ লস্কর, মেহেবুবল্লাহ মিদ্দে এবং শাহরুখ লস্কর। বৃহস্পতিবার ধৃত ৭ জনকে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

হাওড়ায় ঝুপড়িতে আগুন, বড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জুলাই ঃ বৃহস্পতিবার সাতসকালে হাওড়ার এইচআইটি রোডের মহেশ ভট্টাচার্য হোমিওপ্যাথি কলেজের উল্টোদিকের ঝুপড়িতে হঠাৎই আগুন লাগে। দমকল আসার আগেই স্থানীয় বাসিন্দারা ও চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশের সহযোগিতায় আগুন আয়ত্বে আনা সম্ভব হয়। প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা না গেলে আরও বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা ছিল। এদিন ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে কিভাবে আগুন লাগলো তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্যকে বেধড়ক মারধরের প্রতিবাদে সিঙ্গুর থানায় বিক্ষোভ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর হুগলি, ১৮ জুলাই ঃ সিঙ্গুরের বাগডাঙা ছিনামোড় পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য দেবনাথ পাত্রকে বেধড়ক মারধরের প্রতিবাদে সিঙ্গুর থানায় বিক্ষোভ বিজেপির । মারধরে অভিযুক্ত তৃণমূল দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করতে হবে এই দাবিতে সিঙ্গুর থানার চত্বরে বসে পড়ে চলছে বিক্ষোভ , স্লোগান । বিজেপি হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তুষার মজুমদার-সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। মোতায়েন করা হয়েছে প্রচুর পুলিশ। উল্লেখ্য, গত ১৬ জুলাই বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন তাঁর মা। গুরুতর আহত বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য দেবনাথ পাত্র বর্তমানে চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত ১৬ জুলাই রাতে বাগডাঙা ছিনামোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের দাইপুকুর এলাকায় হুগলির প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের তহবিল থেকে গত বছরের অনুমোদিত একটি আলোক স্তম্ভ নির্মাণের কাজ হচ্ছিল সেই কাজ কেমন হচ্ছ দেখতে যান স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য দেবনাথ পাত্র। অভিযোগ, তখন এলাকার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর চড়াও হয়। লাথি, চড় ,ঘুষি সহ বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকে। আরও অভিযোগ, ছেলেকে মারধর করা হচ্ছে খবর পেয়ে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন তাঁর মা।মারধরে অভিযুক্ত তৃণমূল দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করার দাবিতে সিঙ্গুর থানার চত্বরে চলছে বিজেপির বিক্ষোভ। যদিও এই নিয়ে তৃণমূলের তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বনমহোৎসব

হাওড়াঃ বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র শ্যামপুরের গড়চুমুকে পালিত হল সরকারি কর্মসূচি বনমহোৎসব। এই বন মহোৎসব অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, আরো উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলার জেলা শাসক পি দীপ ও প্রিয়া হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস সহ প্রমুখ্য।

আবাসনের আগুন

কলকাতাঃ নিউ টাউন আকাঙ্ক্ষা মরে অভিজাত আবাসনের আগুন ইলেকট্রিকের শর্ট সার্কিট থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর যায় দমকলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে হাত লাগান। বউ তাল আবাসনের মধ্যে প্রায় ২০ থেকে ২২ জন আটকে পড়ে তাদেরকে উদ্ধার করে। তবে এক মহিলা গুরুতর অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সাংসদ মমতা ঠাকুর কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জুলাইঃ রাজ্যে উপনির্বাচনে চারটি আসনের মধ্যে চারটিই জিতেছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। চলতি বিধানসভার উপ নির্বাচনে রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন মতুয়া পরিবারের সদস্যা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের কন্যা মধুপর্ণা ঠাকুর। তাঁর বয়স ২৫ বছর। ১৩ বছর পর এই কেন্দ্রে ফিরল তৃণমূল কংগ্রেস। মধুপর্ণার জয়ের ব্যবধান প্রায় ৩৪ হাজার ভোটে। এই দিন তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের রাজ্য ও জেলা একাধিক নেতৃত্ব বাগদা উপনির্বাচনে জয়ী সবচেয়ে কনিষ্ঠতম নবনির্বাচিত বিধায়িকা মধুপর্না ঠাকুর ও রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর কে পাঁচটি সংগঠন থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের রাজ্যের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্য, নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ভোলানাথ বিশ্বাস, হুগলী জেলার সভাপতি সমর মধু, হাওড়া জেলার নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সেন, তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের রাজ্য সম্পাদক সমীর দাস, সুজিত বিশ্বাস, দলিত সাহিত্য একাডেমির আসিষ হীরা এছাড়াও বিশ্ব মতুয়া উন্নয়ন পরিষদের অনেক নেতা নেত্রী ও গোসাই পাগল দলপতি মতুয়া ভক্ত সহ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। ধ্রুবজ্যোতি সেন বলেন ঠাকুরবাড়ি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক হিসাবে মধুপর্না ঠাকুর নির্বাচিত হয় যা মতুয়া ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের উন্নয়নের নতুন দিশা দেখাবে।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মিনিবাস দুর্ঘটনা, জখম ২ যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ নবান্ন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ঘটলো দুর্ঘটনা। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ বি গার্ডেন - ধর্মতলা রুটের একটি মিনিবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর অ্যাপ্রোচ রোডের ডিভাইডারে উঠে যায়। এই ঘটনায় দুজন যাত্রী আহত হন। দুর্ঘটনায় তাঁদের মাথা ফেটে যায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হাওড়া সিটি পুলিশের ট্রাফিক অফিসাররা। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। বাসটিকে পুলিশ আটক করেছে। দুর্ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হলেও পুলিশি হস্তক্ষেপে আধ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। রেষারেষির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনা বলে অনুমান করা হচ্ছে। পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে মন্দির এবং রাস্তাঘাট ও স্টেশন পরিদর্শনে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর হুগলি, ১৮ জুলাই ঃ বৃহস্পতিবার তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে মন্দির এবং রাস্তাঘাট ও স্টেশন পরিদর্শনে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, ডি,এম মুক্তা আর্য, বিধায়ক করবী মান্না, বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়, এস, পি কামানাশীষ সেন সহ আধিকারিক বৃন্দ। আসন্ন তারকেশ্বর শিবতৃত্ব ধামে মালা উপলক্ষে রাজ্য প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রস্তুতি পর্বতের চূড়ান্ত সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে জেলা ডিএম অফিসে মিটিং হয়েছে বৃহস্পতিবারও হরিপাল বিশ্বনাথ সেবা সমিতিতে মিটিং হল। তার আগে তারকেশ্বর সং চত্বর থেকে শুরু করে মন্দির চত্বর বৈদ্যবাটি তারকেশ্বর রোড নিমাই তীর্থ ঘাট সহ ছয়টি আরও ছটি ঘাট পরিদর্শন করা হলো। বৃহস্পতিবার বৈঠকে যে পদক্ষেপ গুলো নেয়া হলো তা হলো বৈদ্যবাটি নিমাই তীর্থ ঘাট সহ সমস্ত ঘাট থেকে ওরে বাবার মাথায় জল ঢালা পর্যন্ত পুষ্ঠভাবে যাত্রীরা জল ঢালতে পারেন তার জন্য সমস্ত রকম পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। তারকেশ্বর বৈদ্যবাটি রোডসহ পাশাপাশি সমস্ত রোডকে সংস্কার করা। গঙ্গার ঘাটে জল তোলার সময় কোনরূপ দুর্ঘটনা না হয়, তারজন্য সেচ দপ্তরের মাধ্যমে নজরদারি এবং জাল দিয়ে ঘিড়ে দেয়া এবং এলাকাকে সুন্দর রাখা। মিটিং থেকে রেল দপ্তরের আরপিএফ এবং প্রশাসনকে জানানো হয়েছে প্রতিটি রেলগেট জেঠি দিয়ে যাত্রীরা যাতায়াত করেন তার দিকে নজরদারি রাখা এবং যাত্রীদের শেওড়াফুলি ও বৈদ্যবাটি স্টেশনে নামার জন্য নির্দেশ দেয়া। এবং তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে ঘাটের দিকে পৌঁছে দেয়া। এই শ্রাবণ শ্রাবণী মেলায় কোনরূপ প্লাস্টিকের দ্রব্য ব্যবহার হবে না অবশ্যই কাগজের এবং শালপাতার মাধ্যম দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সেবা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। খাবার খাবার পর সেই সমস্ত বর্জ্য দ্রব্য যাতে জায়গায় ফেল তার জন্য প্রতিটি জায়গায় বর্জ্য ফেলার জায়গা করতে হবে। নির্মল মিশন বাংলা মাধ্যম দিয়ে পরিস্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতিটি পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটি কে বাধ্যতামূলকভাবে ক্যাম্প করতে হবে অ্যাম্বুলেন্স সহ এবং রাস্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো লাগাতে হবে। এর জন্য তিনটি শেষ ক্যাম্পের মাধ্যম দিয়ে নজরদারি রাখা হবে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে। পরিবহন দপ্তরের মাধ্যম দিয়ে আধঘন্টা অন্তর শনি ভোর থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত ৫০ টি বাস সাঁতরাগাছি, বর্ধমান সহ সহ বিভিন্ন রুটে চালানো হবে। প্রয়োজনে বাস ধর্মতলা পর্যন্ত যাবে। রেল দপ্তরের ও জেলা ডিএমকে জানানো হয়েছে যেহেতু ঘন্টায় ১৫ হাজার লোক যাতায়াত করেন সেই তুলনায় ট্রেন দিয়ে ফিরতে পারেন মাত্র ৩ হাজার লোক একটি ট্রেনে তাই কুড়ি মিনিট অন্তর রেল দপ্তর জাতের ট্রেনের ব্যবস্থা করেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আজকের এই সভায় এবং পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, ডি এম, এস পি সহ করবি মান্না, রামেন্দু সিংহরায় সহ সর্বস্তরের আধিকারিক রা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রাবণী মেলায় শিব দর্শনে পূর্ব রেল আপনাদের সাথে

কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ এবছর কি আপনারা তারকেশ্বর এ শিবের মাথায় জল ঢালতে যাচ্ছেন ? নিশ্চই আপনি বাসে বা গাড়িতে কিংবা পায়ে হেটে যাবেন। না, সময় ও অর্থ দুটোই নষ্ট করবেন কেন, পূর্ব রেলওয়ে আছে । পূর্ব রেল আপনাদের সেবায় সদা প্রস্তত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তরা উৎসব এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে প্রধানত শ্রাবন মাসে (জুলাই - অগাস্ট) তারকেশ্বর এ ভিড় করে শ্রাবণী মেলার সময়। বিশেষ করে সোমবার দিন শিব ঠাকুর এর আরাধনায় তারকেশ্বর এ ভক্তের সমাগম বেশি তাই পূর্ব রেলওয়ে ভক্তের মনোকামনা পূর্ণ করার জন্য রবিবার , সোমবার ও ছুটির দিন গুলিতে কিছু স্পেশাল লোকাল চালাচ্ছে সেগুলি সবকটি স্টেশন এ থামবে ও যেকোনো স্টেশন থেকে টিকেট ও পাবেন। এছাড়া ট্রেন গুলি একদিকে যেমন হাওড়া থেকে তারকেশ্বর যাবে তেমনি যে সমস্ত পূর্ণর্থীরা শেওড়াফুলি থেকে জল নিয়ে তারকেশ্বর যেতে চান তাদের কথা ভেবে শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর যাবার ও বিশেষ ট্রেনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

এই ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি তারকেশ্বর এর শ্রাবণী মেলা চলাকালীন সমস্ত রবিবার, সোমবার এবং অন্যান্য উৎসবের দিনে অতিরিক্ত পরিষেবা হিসেবে চলবে, অর্থাৎ ১৭.০৭.২০২৪, ২১.০৭.২০২৪, ২২.০৭.২০২৪, ২৮.০৭.২০২৪, ২৯.০৭.২০২৪, ০৪.০৮.২০২৪, ০৫.০৮.২০২৪, ১১.০৮.২০২৪, ১২.০৮.২০২৪, ১৫.০৮.২০২৪, ১৮.০৮.২০২৪ এবং ১৯.০৮.২০২৪। শেওড়াফুলি ও তারকেশ্বর র মধ্যে ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি শেওড়াফুলি থেকে সকাল ০৬ঃ৫৫, ০৯ঃ২০, ১৬ঃ২০ এবং ১৯ঃ৪০-এ ছেড়ে তারকেশ্বর এ সকাল ০৭ঃ৪৫, ১০ঃ১৫, ১৭ঃ১০ এবং ২০ঃ৩০-এ পৌঁছাবে। উল্টো পথে, তারকেশ্বর থেকে শেওড়াফুলি ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি সকাল ০৫ঃ৫৫, ০৮ঃ১০, ১৪ঃ৫০ এবং ১৮ঃ৪০-এ ছেড়ে শেওড়াফুলিতে সকাল ০৬ঃ৪৫, ০৯ঃ০৩, ১৫ঃ৪০ এবং ১৯ঃ৩০-এ পৌঁছাবে। এবং পূণ্যার্থীদের হাওড়া থেকে তারকেশ্বর নিয়ে যেতে ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি হাওড়া থেকে সকাল ০৪০ৃ৫ ও দুপুর ১২ঃ৫০-এ ছেড়ে তারকেশ্বর এ সকাল ০৫ঃ৩৫ ও বিকাল ১৪ঃ২০-এ পৌঁছাবে। একইভাবে, শিব দর্শনের পর ভক্তদের হাওড়ায় ফেরার জন্য, ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি তরাকেশ্বর থেকে সকাল ১০ঃ৫৫ ও রাত ২১ঃ১৭-এ ছেড়ে হাওড়ায় দুপুর ১২ঃ৩০ ও রাত ২২ঃ৪৫-এ পৌঁছাবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণে চাঁপদানীতে পালিত হলো পবিত্র মহরম উৎসব

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৮ জুলাই ঃ চাঁপদানী পৌরসভা এলাকায় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় একসাথে মিলে পালন করলো মহরম উৎসব। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি, স্থানীয় বিধায়ক অরিন্দম গুইন, চাঁপদানি পৌরসভার পৌরপ্রধান তথা শ্রীরামপুর হুগলি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি সুরেশ মিশ্রা। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা মিশ্রা, চাঁপদানি পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর সদস্য সুরাজ কুমার গুপ্তা, জেলা তৃণমূলের যুব নেতা রাহুল রায় থেকে শুরু করে অন্যান্য পৌর সদস্য ও সদস্যরা। চাঁপদানী পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডেও পালিত হলো মহরম উৎসব। মুসলিম ধর্মীয় গুরু হযরত মুহাম্মদের স্মরণে

বিভিন্ন জায়গায় তাজিয়া বের করে লাঠি ও আগুনের খেলায় মেতে উঠল মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা। হা হুসেন হা হুসেন ছিল তাদের আওয়াজ, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারের পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে মহরম উৎসব পালিত হলো। চাঁপদানী পৌরসভার পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা, শরবত, ফুটি, কোল্ড ড্রিঙ্কস, মিষ্টি, লাড্ডু, বিতরণ করেন।

পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা এবং ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা মিশ্রা সহ অন্যান্যরা চাঁপদানী পৌরসভার বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানান।। প্রতিবছরের মতো এবারও চাঁপদানীতে মহরমের বর্ণাঢ্য তাজিয়া সহ লাঠি ও বিভিন্ন ধরনের খেলা দেখা গেল। মহরম উপলক্ষে তাজিয়া সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পৌরসভার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। সাংসদ, বিধায়ক ও পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্রা ড্রাম বাজিয়ে সকলের সাথে মহরমে অংশগ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণে অনুষ্ঠিত মহরমের শোভাযাত্রায় অগণিত মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

জয়নগর-কুলতলি যোগাযোগ কারী কালভার্ট মেরামতের দাবিতে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৮ জুলাইঃ জয়নগর থেকে কুলতলি যাবার প্রধান সড়কের বুড়োরঘাট এলাকায় কালভাট ভেঙে গত এক সপ্তাহ ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপন্ন। সমস্যায় সাধারণ মানুষ। আর এই সমস্যা মেটাতে প্রশাসনের কোনো হেলদোল না থাকায় সমস্যা বেড়ে চলেছে। আর এই কালভাট দ্রুত মেরামত ও বিকল্প রাস্তা তৈরির দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে এস ইউ সি আই এর উদ্যোগে জয়নগর থানার মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ ও রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয় জয়নগর ও কুলতলির দুই প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ কান্তি নস্কর ও জয় কৃষ্ণ হালদারের উপস্থিতিতে। এই অবরোধ তুলতে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী অবরোধকারীদের

সাথে বচসা ও ঝামেলায় জড়িয়ে পরে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও অবরোধ কারীদের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। আর এই ঘটনায় পুলিশ কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয় কৃষ্ণ হালদার সহ ৫-৬ জন অবরোধকারীকে আটক করে জয়নগর থানায় নিয়ে যায় এবং অবরোধ তুলে দিয়ে যান চলাচল সচল করে।

চাকরিদাতা ও চাকরিপ্রার্থীর মধ্যে সেতুবন্ধনে প্লেসমেন্ট-বি

কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ চাকরির হাহাকারের বাজারে আলোর দিশা। চাকরিদাতার সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের বিনামূল্যে সেতুবন্ধনের উদ্যোগ প্লেসমেন্ট বি-র। সেই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় সংস্থার তরফে। অনুষ্ঠানে প্লেসমেন্ট বি-র তরফে ছিলেন সংস্থার মেন্টর দেবযানী ব্যানার্জি, কর্ণধার তূর্য শঙ্কর কর। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডুমেট ইন্ডিয়া-র প্রতিষ্ঠাতা ডঃ অর্ণব চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক কাঞ্চন সেনগুপ্ত প্রমুখ। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা তথা কর্ণধার তূর্য শঙ্কর এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন, প্লেসমেন্ট বি-র পথ চলা শুরু ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২২৯ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩ শ্রাবণ, ১৪৩১

সেফ ড্রাইভ নিয়ে কথা

সেফ ড্রাইভ নিয়ে কয়েকটি কথা। আজকের পোস্টটা কবিতা, সাহিত্য, ফিল্ম বা ফটোগ্রাফির ওপরে নয়। বরং এমন কিছু নিয়ে যেটা আপনি যদি গাড়ি চালান, আপনার জানা প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে। এই পোস্টটার কারণ আজকের খবরের কাগজে বেরোনো একটা মৃত্যুর খবর। না যিনি মারা গেছেন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। কিন্তু মর্মে মর্মে তাঁর জন্য দুঃখিত। বারবার মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক যদি আর একটু ভেবে সিদ্ধান্ত নিতেন। খুব সম্প্রতি একমাত্র মেয়ে মাত্র একুশ বছর বয়সে এক ভয়ানক জটিল ধরনের টাইফয়েডে না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছে। অন্যান্য বিষয়গুলি বাদ রেখেই বলছি সেকারণে গত পরশুর আগের দিনে বারবার গাড়ি নিয়ে কৃষ্ণনগর যেতে আসতে হয়। পাঁচই জুলাই ঠিক সকাল ছটায় দুর্গাপুর থেকে স্টার্ট নেয়। খানিক এগোতে দেখা গেল দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়ানক জ্যাম লেগেছে। ৩৬ কিলোমিটার পরে তখন সময় প্রায় ছটা পঁয়তাল্লিশ, সামনে দেখাগেল লরির সারি দাঁড়িয়ে। সামনেই একটা অল্টো কে ১০ মুখ ঘুরিয়ে পিছনের দিকে গিয়ে পাশের সার্ভিস রোডটা ধরে নিলো। ভালো কথা, কয়েকমিনিট পরে একই সিদ্ধান্ত নিয়ে গাড়িটা ঘোরানো হল গাড়ি টাটা নেক্সন, ওপরের দিকের মডেল কিন্তু ম্যানুয়াল, অটোম্যাটিক নয়। যখন গাড়িটা ঘোরানো হল এক মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল উল্টো দিক থেকে অন্তত দশটা বড় লরি, এবং কন্টেনার ক্যারিয়ার রাস্তাটা পুরো আটকে দাঁড়িয়ে গেছে। কোনও রকমে হয়তো মাত্র পঞ্চাশ মিটার ডাউনে আসা সম্ভব হয়েছে, তারপর থেকে পুরোটা দুঃস্বপ্ন। গাড়ির মুখ লেনের উল্টোদিকে। সব কিছু ফ্রিজ হয়ে আছে। সার্ভিস রোড ধরতে চলতে পারবে না, অসম্ভব। আর দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েয়ে একদম ডানদিকের লেনে রয়েছে গাড়িটা ওই উচ্চতা থেকে ট্রাক ড্রাইভারেরাও বুঝতে পারা যাচ্ছে না এটা ঠিক কোথায়? তারা একটু মুভ করলেই প্রতি মুহূর্তে মনে হল গাড়িটা গুঁড়িয়ে যাবে। একটা পনেরো ফুট বাই দশ ফুট জমির ওপর চারিদিকে ট্রাক দিয়ে ঘেরা, যারা সবাই উল্টোমুখে এগোচ্ছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে গাড়িটাকে আবার উল্টোদিকে ঘুরিয়ে লেনে ঢুকবো, সার্ভিস রোড ধরা হবে না। গত চল্লিশবছরে শেখা ড্রাইভিং স্কিলের সবটুকু কাজে লাগিয়ে ওই পনেরো ফুট বাই দশ ফুট জমির ওপর গাড়িটাকে ঘুরিয়ে আবার লেনমুখি করা গেল। ভাগ্য ভালো ওই মিনিট পাঁচেক যা গাড়িটার উল্টোমুখে যেতে সময় লেগেছিলো, সে সময়টুকু একটা গাড়িরও একই ইঞ্চি মুভমেন্ট হয়নি। হলে গাড়িশুদ্ধ চাপা পড়তে হতো। তারপর জ্যামের নিজস্ব স্রোতে ভাসতে ভাসতে বর্ধমান নবাবহাট ক্রসিং ঢুকতে আরও চার ঘন্টা লেগেছিলো। কিন্তু সেটা অন্য প্রসঙ্গ। ঘটনাটা কথাটা বললাম একটি মাত্র কারণে, গাড়ি চালানোর সময় আপনি যে সিদ্ধান্তগুলি নেন তার প্রায় ৯০ু আপনি যা দেখেন তার উপর ভিত্তি করে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপরই নির্ভর করে আপনি হাইওয়েতে অ্যাক্সিডেন্ট করবেন বা করবেন না। সতর্ক হয়ে থাকতে হবে।

বাংলার নবাবী আমল শেষ

ইতিহাসবিদদের চোখে যুদ্ধে পরাজয়ের পরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৭ সালখমুর্শিদাবাদ থেকে ৫০ মাইল দূরে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হলেন বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা। ইতিহাসবিদ সৈয়দ গুলাম হোসেইন খান লিখেছেন,তসিরাজউদ্দৌলা সাধারণ মানুষের বেশে রাজধানী থেকে বেরিয়ে গেছেন। রাত তিনটার সময় স্ত্রী লুতফুন্নেসা আর কয়েকজন ঘনিষ্ঠকে ঢাকা দেয়া গাড়িতে বসানো হলো। তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে প্রথমে ভগবানগোলা গিয়েছিলেন। একটানা তিনদিন কিছু খাওয়া হয়নি, তাই একটু বিরতি নিয়েছিলেন খিচুড়ি রান্না করা হয়েছিলো সেই এলাকার শাহ দানা নামের এক ফকির গোপনে মীর জাফরের কাছে সিরাজ উদ্দৌলার খবর পৌঁছে দেয়। এই খবরে মীর জাফর,মীরন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলো। মীর জাফরে জামাই মার কাসিম সৈন্যদের নিয়ে নদী পার হয়ে গোটা এলাকা ঘিরে ফেললেন। সিরাজকে নিয়ে আসা হলো মুর্শিদাবাদে। তারপরের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন ইতিহাসবিদ সুদীপ চক্রবর্তীখ.তাঁর প্রকাশিত বই 'প্ল্যাসি দ্য ব্যাটল দ্যাট চেঞ্জড দ্য কোর্স অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি'তে। সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে কি করা হবে সে ব্যাপারে মীর জাফর কোন মতামত না দেওয়ায়, অমীরান সেটাকেই বাবার সম্মতি বলে ধরে নিয়েছিল, সে তার বাবাকে বলল,আপনি বিশ্রাম নিন। আমি এদিকটা সামলে নিব। মীর জাফর ভাবলেন কোন হিংসাত্মক কিছু নিশ্চয়ই হবে না। তিনি অনেক রাতে দরবার শেষ করে শয়নকক্ষে চলে যান। এবার আসি ইতিহাসবিদ সৈয়দ গুলাম হোসেইন খানের লেখায় তলোয়ার আর ছুরি দিয়ে হত্যা করা হলো সিরাজকে। মীরন তার এক সাথী মোহাম্মদী বেগকে দায়িত্ব দিলো সিরাজকে হত্যা করার।মোহাম্মদী বেগের আরেকটা নাম ছি লাল মোহাম্মদ। মীরান যখন সাথীদের নিয়ে সিরাজউদ্দার কাছে গেলো, তখনই তিনি বুঝে গিয়েছিলেন এরপর কি হতে চলেছে। তিনি আবেদন করলেন মৃত্যুর আগে যেন তাকে অজু করে নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়। নিজেদের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করার তাগিদে হত্যাকারীরা সিরাজের মাথায় একঘড়া জল ঢেলে দেয়। তিনি যখন বুঝলেন যে তাঁকে ঠিকমতো ওযু করতে দেয়া হবে না, তখন তিনি খাওয়ার জন্য একটু জল দিতে বললেন। নিজের লেখা বইয়ে রবার্ট ওরাম লিখেছেন, ঠিক এই সময় মোহাম্মদী বেগ ছুরি দিয়ে তাঁর উপর প্রথম আঘাতটা হানলো। ছুরির আঘাত হানা হতেই বাকিরা তলোয়ার দিয়ে হামলা চালালো সিরাজের উপর। কাজ শেষ হলো।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

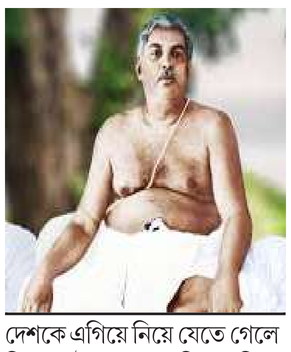

দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে শিক্ষা খুবই প্রয়োজন। শিক্ষার দিকে বিশেষ করে নজর দিতে হবে। না হলে দেশ এগোতে পারবে না।

দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। দেশ সেবক তৈরি হতে হবে। দেশের সেবক তৈরি হতে না পারলে কিন্তু দেশ উন্নতি লাভ করতে পারবে না। শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। মানসিক শক্তি শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। আবিস্কার করার নেশা তৈরি করতে হবে। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবাকেই শক্তি অর্জন করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিড়জেকে শক্তিশালী করতে হবে। দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করে খ্যাত হন

রবীন্দ্র কুমার শীল

ইংরেজিতে;Intellectual giant ; বলে যে শব্দবন্ধটি পাওয়া যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীর একজন বিরাট প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর সমকালীন বাংলা তথা ভারতবর্ষে তাঁর তুল্য প্রতিভাবান ব্যক্তি অন্য কেউ ছিলেন কিনা; সেবিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। একইসাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে; রবীন্দ্র-প্রতিভা, বা জগদীশচন্দ্র কিংবা প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা অথবা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বহুভাষাবিদ হরিনাথ দে ও চন্দ্রশেখর রমণ প্রমুখের প্রতিভা আর আশুতোষের প্রতিভা ঠিক সমগোত্রীয় ছিল না। এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভার যে ঐতিহাসিক পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন, সেসব নিঃসন্দেহে ভারতীয় জাতির কাছে চিরকালের গর্বের একটা জিনিস হয়ে থাকবে। তবে নিজের সমকালীন অনেকের প্রতিভার সঙ্গে আশুতোষের প্রতিভার মূল পার্থক্য এটাই ছিল যে, তাঁরা প্রত্যেকেই এক-একটি ক্ষেত্রে দিকপাল ছিলেন আর আশুতোষ সেখানে সত্যিই একজন; 'ইনটেলেকচুয়াল জায়ান্ট' ছিলেন। তাই সেযুগের বা পরবর্তী সময়ের কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে তো বটেই, এমনকি অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষেও আশুতোষের সেই গগনস্পর্শী প্রতিভার পরিমাপ করাটা নিতান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রতিভার একটা লক্ষণ ছিল যে, তিনি তাঁর সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন এবং বর্তমান কালকে দূর-দূরান্ত কালের মধ্যে সম্প্রসারিত করে দেওয়াটা তখন একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই শিক্ষার কথা ধরা যেতে পারে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন; শিক্ষা-শিক্ষা-শিক্ষাই ছিল তাঁর মূল মন্ত্র। কেমন করিয়া আমাদের দেশের সর্বত্র জ্ঞান বিস্তার হয়, সুদূর পল্লীর নিভৃত কুটীরের দীন কৃষকও শিক্ষালাভ করে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা।

ঢাকার জগন্নাথ কলেজের সেক্রেটারি চন্দ্রকুমার দত্ত একবার আশুতোষকে পরীক্ষায় পাশের হার কমিয়ে দেওয়ার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন; পাশ না কমালে তো আর রক্ষা নেই! এর উত্তরে আশুতোষ সেদিন তাঁকে বলেছিলেন, দশটা কলেজ করুন না।। আমি চাই দেশে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ুক; ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেনি, বাংলা দেশে এমন কেউ যেন না থাকে। আমাদের দেশের ঘরে-ঘরে, পল্লীতে-পল্লীতে শিক্ষা বিস্তার করতে হবে।

শিক্ষা বিস্তার করতে হবে; এই যে তাঁর চিন্তা, তাঁর সময়ের হিসেবে এটা কিন্তু খুব একটা সহজ চিন্তা ছিল না। সেযুগে দূর কালকে কতটা পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারলে একথা ভাবা এবং বলা সম্ভব ছিল, সেই ক্ষমতা শুধুমাত্র আশুতোষের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যে একজন প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন, এটাই সেটার একটা ঐতিহাসিক নজির। তিনি যদি সত্যিই একজন প্রতিভাধর পুরুষ না হতেন, তাহলে আশুতোষের কল্পনা কখনই এরকম একটা ভাব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনকার্যে প্রযুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। বর্তমানে প্রায়

সকলেই জানেন যে, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পরে সেখানে জ্ঞানানুশীলন করবার জন্য পৃথিবীর সর্বজাতির কাছে আহবান জানিয়েছিলেন এবং এই দেশের ছাত্রদের মধ্যে নানা বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য নানা দেশীয় অধ্যাপকদের নিযুক্ত করেছিলেন। দেশ-বিদেশের সুধিরা তখন আশুতোষের সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। আশুতোষের আগে ও পরে বহু গুণী এবং যোগ্য ব্যক্তিরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদে আসীন হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর উত্তঙ্গতাকে এখনও পর্যন্ত কেউ কি স্পর্শ করতে পেরেছেন? অতীতে এই প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছিছেন,' আশুতোষের পূর্বে আরো দু'-চারজন বাঙালী বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ণধার হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই এমন করিযা বিশ্ব বিদ্যালযের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তিনি কর্মী ছিলেন; কাল্পনিক ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি শুধু সম্মুখেই ছিল না, বহুদূরে ছিল। আলোক যেমন পলক মধ্যে নিবিড় অন্ধকারকে দূর করিয়া দিয়া সম্মুখের দিকটা দীপ্ত করিয়া তোলে তেমনি আশুতোষের দষ্টি; কোন সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি নিবন্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে গঠনকার্যে নিযুক্ত থাকিত। বহুদূর ভবিষ্যতের অন্ধ জগৎও সে দীপ্ত মহিমার আলোকে আলোকিত হইয়াছিল। তাই এহেন ব্যক্তি যদি প্রতিভাধর বলে সম্পূজিত এবং স্বীকৃত না হন, তাহলে সেই গৌরব অন্য কার প্রাপ্য হতে পারে?

এছাড়া আশুতোষের প্রতিভার অন্যদিকও রয়েছে। তিনি প্রচণ্ড কর্মীপুরুষ ছিলেন। অতীতে এই প্রসঙ্গে বিচারপতি র‍্যাঙ্কিন, যিনি কলকাতা হাইকোর্টে আশুতোষের একজন সতীর্থ ছিলেন, তিনি বলেছিলেন,

"The daily outturn of Sir Asutoshós work was a moral to others– to one and all."

ইংরেজিতে; 'man of action ;বলে একটা কথা রয়েছে; এই কথাটির নিগূঢ় মর্ম যাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁরা অনায়াসেই বুঝতে পারবেন যে, কর্মী পুরুষ হওয়াটা খুব একটা সহজ কথা নয়। অতীতে আশুতোষের কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্যম দেখে সাধারণ মানুষ রীতিমত বিস্মিত হতেন। নানা বিচিত্র ও দীর্ঘকালস্থায়ী কর্মের মধ্যে তিনি; আক্ষরিক অর্থে সর্বদা ডুবে থাকতেন। বর্তমান প্রজন্ম যেহেতু তাঁকে দেখেননি, তাই তাঁরা কিছুতেই ধারণা করতে পারবেন না যে তাঁর কর্মের বহুমুখীনতা, ব্যাপকতা এবং জটিলতা ঠিক কিরকম ছিল। তিনি যেন কর্মের ও ইচ্ছাশক্তির একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন। এই কারণেই তাঁকে নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছিলেন, নিবিড় কর্ম-স্রোতের মধ্যে তাঁহার বৃথা অপব্যয় কবিবার যত তিলমাত্র সময় ছিল না। অথচ প্রত্যহ প্রায় অর্ধশত লোক তাঁহার রসা রোডের বাড়ির বাহিরের ঘরটার বারান্দায় অপেক্ষা করিত। কোন কার্ড দিয়া কাহাকেও ঢুকিতে হইত না। ধনী, দরিদ্র, সাহেব, উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি অনেকেই যাইতেন; এই দর্শন -উৎসবে কাণা, খোঁড়া, গরীব ও সচ্ছল অবস্থার লোকের কোন ভেদ ছিল না। আশুবাবু বাহিরের ঘরটায় ঢুকিয়াই যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া লইতেন, তারপর বড় চেয়ারে বসিতেন। যাঁহাদের সঙ্গে একটু বেশি কথা কওয়ার দরকার, তাঁহাদিগের প্রতি প্রথমতঃ মনো যোগ দিতেন না। অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলে নিভৃতে লইয়া গিয়া আলাপের পর তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেন। কিন্তু কাহারো সঙ্গে বেশি ক্ষণ কথা কহিবার প্রয়োজন হইত না, ঠিক কাজের কথা জানিতে চাহিতেন, দীর্ঘ প্রস্তাবের সুযোগ দিতেন না। তারপর এক-একটি লোককে তাঁহার বড় চেয়ারটার কাছে ডাকিয়া আনিতেন এবং দুই-এক মিনিট মধ্যে ঠিক, কাজের কথা শুনিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত ও একান্ত বাহুল্য-বর্জিত উত্তর দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিতেন। এইভাবে এক-একটি করিয়া সকলের কথা শুনিতেন এবং সকলেরই কথার জবাব দিয়া তাঁহাদের যাত্রা সার্থক করিতেন। কেহ এমন কিছু বলিবার সুবিধা পাইতেন না যে, আজ বড় ভিড়, কোন কথা পাড়িবার সুযোগ হইল না। তাঁহার গৃহটি ঠিক কর্মক্ষেত্র ছিল; উহা বাজে কাজে বা বাজে কথার আড্ডা ছিল না। বড় চেয়ারটার এত কাছে এবং এত মৃদু স্বরে কথা বলিতেন যে, একজনের সঙ্গে কি কথা হইল, তাহা অপরে জানিতে পারিত না। এইভাবে এতবড় ভিড় তিনি সামলাইয়া লইতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির গুণে তিনি এত লোকের মধ্যে একটি লোকেরও কথা ভুলিয়া যাইতেন না, যাঁহাকে যাহা বলিতেন, ঠিক সময়ে ঠিক তাহা করিতেন; তাঁহার কথা অব্যর্থ ছিল। তাঁহাকে কখনো বলিতে শুনি নাই, 'মহাশয়, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আর একদিন আসবেন।' যিনি কর্মের মধ্যে একরূপ ডুবিয়াই থাকিতেন, তিনি কতই না অজুহাত দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ অজুহাত দিয়া প্রার্থীদিগকে কখনো দ্বিধার মধ্যে রাখিয়া প্রতারিত করিতেন না। মিষ্ট কথা ও ছদ্মবেশী সৌজন্য অপেক্ষা এই আপাত কঠোর অথচ প্রকৃত হিতেচ্ছা ও স্পষ্ট কথার মূল্য যে কত বেশি, তাহা ভুক্তভোগীরা সহজেই বুঝিবেন।দ

এরকমই ছিল স্যার আশুতোষের আম-দরবার। উদ্ধৃতাংশে আশুতোষের যে চিত্র পাওয়া যায়, সেটা সেযুগের একজন প্রথম শ্রেণীর ইন্টেলেকচুয়াল ব্যক্তির নিখুঁত আলেখ্য বলেও ভুল কিছু বলা হয় না। সেকালের ক'জন মানুষ এমন প্রতিভা দেখাতে পেরেছিলেন? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের পরে বাংলার আর কোন জননায়ক সম্পর্কে এই একই ধারণা করা যেতে পারে? তাই আজও যখন আশুতোষের কথা স্মরণ করা হয়, তখন একথা স্বীকার না করে কোন উপায় থেকে না যে "In the inner depths of the towering personality and hero of incessant action that Sir Asutosh was– in the man of manyéôésided activities and varied interests– in the prominent public man and complex character– lived the intellectual giant and profound thinker– the lifelong devotee of knowledge and seeker of Truth."

বস্তুতঃ কোন জ্ঞান-তাপস এবং সত্যান্বেষী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই যথার্থ প্রতিভাধর পুরুষ হওয়া সাজে না।

আশুতোষের প্রতিভার একটা বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি তাঁর জীবনের আরম্ভ থেকেই জ্ঞানার্জনে সমুৎসুক ছিলেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়েই তাঁর আশ্চর্য দখল ছিল। অতীতে রসা রোডের বাড়িতে তাঁর বিরাট গ্রন্থাগারটি দেখবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, পৃথিবীর সম্ভাব্য সকল বিষয় সম্পর্কিত অমন মূল্যবান গ্রন্থের সংগ্রহ; সেযুগের যে কোনো অসাধারণ পাঠাগারেও বিরল ছিল। সেই আমলেই পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের ওই লাইব্রেরি নিতান্ত লোক দেখানো সৌখিন জিনিস ছিল না, আশুতোষের মন সর্বদা সেই বিরাট গ্রন্থাগারের সর্বত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত; সেই কারণেই ওই গ্রন্থাগারের কোথায় কোন বইটা রয়েছে, কাউকে সেকথা নির্দেশ করতে তাঁর ক্ষণমাত্র বিলম্ব হত না। অতীতে এই প্রসঙ্গে তাঁর একজন জীবনীকার লিখেছিলেন, "The range of his reading– the extent of his studies and the variety of his cultural tastes and interests were greater than almost all other men of his generation.

তিনি যথার্থই একজন জ্ঞান-বারিধি তো ছিলেনই, একইসাথে একজন ভাষাবিদও ছিলেন। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ও পালি ছাড়াও তিনি ফরাসি, জার্মান, আরবি ও পারসিক ভাষাও আয়ত্ব করেছিলেন। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র, হিন্দুদের ষড় দর্শন; সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য ও নাটক; তিনি ইত্যাদি বিষয় যেমন অধ্যয়ন করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি বিজ্ঞান জগতের আধুনিকতম আবিষ্কার সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান নিতান্ত কম কিছু ছিল না। পল্লব গ্রাহী পাণ্ডিত্য নয়; যে কোনো বিষয়ে যথার্থ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যই আশুতোষের প্রতিভাকে একটা স্বতন্ত্র মহিমা দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছিলেন, তাঁহার গ্রন্থাগারে সর্ববিষয়ে এত অধিক পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল যে অধ্যয়নের তপস্যাসিদ্ধির সমস্ত উপকরণই তাহাতে সঞ্চিত ছিল। বাস্তবিকপক্ষে আশুতোষের গৃহের বিরাট গ্রন্থাগার তাঁহার জ্ঞানের বিশালতা ও ঐকান্তিক পাঠানু রক্তিরই প্রতীকস্বরূপ।সেযুগের বিখ্যাত পার্শী পণ্ডিত ডক্টর তারাপুরওয়ালা আশুতোষের আহ্বানে সুদূর বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি আশুতোষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

অতীতের বিশিষ্ট গাণিতিক; এ. সি. বসুও স্যার আশুতোষ সম্পর্কে অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার অব এগজামিনেশন পদে আসীন ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, প্রবেশিকা, ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য স্যর আশুতোষ যেসব প্রশ্নপত্র তৈরি করতেন তাহাই আদর্শ প্রশ্নপত্র।

ব্রিটিশ যুগে বাংলার শিল্পপতি প্রিন্স দ্বারকনাথ

বিশেষ প্রতিবেদক

এই বাঙালি কোম্পানির সেরেস্তাদার থেকে শিল্পপতি। উত্তরণের এই কাহিনী মোটেও রূপকথার গল্প নয় বরং বলা যায় উনবিংশ শতকের তিনের দশকে যখন বহু বিলিতি মার্চেন্ট হাউসগুলোয় লালবাতি জ্বলেছে তখন তাঁর ব্যবসায় উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। শুধু মিডিয়া ব্যারন বললে ভুল হয় আদপে তিনি বিজনেস টাইকুন। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বাঙালির যোগসূত্র থেকে ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে রেলপথের স্বপ্ন দেখা, সংবাদপত্রের উন্নতি সাধন তাঁর নাম যে সব কিছুর সঙ্গে। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। শিল্পপতির শিরোপা তাঁর পাওনা। একটা সময় ছিল যখন দ্বারকানাথের বেঙ্গল কোল কোম্পানি ভারতে উৎপাদিত সেরা কয়লার ৬০-৭০ শতাংশ উৎপাদন করত। কোম্পানিতে সেই আমলে কাজ করতেন ৫০০০খনি কর্মী ও নয় হাজার বোট কর্মী। যারা নদীপথে কলকাতায় কয়লা নিয়ে আসতেন।

চা থেকে,নুন, চিনি সব ব্যবসা যেন তাঁর হাতের পুতুল যেখানে হাত লাগিয়েছেন সেখানে সোনা ফলেছে।শুধু তাই নয় ইস্ট ইন্ডিয়ান রেল কোম্পানির সাথে পাল্লা দিয়ে তিনি গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেল কোম্পানি খোলবার পরিকল্পনা পাকাপাকি করে ফেলেছিলেন।

দ্বারকানাথের ব্যবসায়িক জীবনের বিস্তারিত খবর বেঙ্গল হরকরায় প্রকাশিত হত। দ্য ইংলিশম্যান কাগজ প্রতিষ্ঠিত হলে মূলধন যোগান দেন দ্বারকানাথ। মিডিয়া ব্যারন হয়ে তিনি থামতে চাননি বরং সবসময় লক্ষ ছিল বিজনেস টাইকুন হবেন।

পার্শি ব্যবসায়ী রুস্তমজী কাওয়াসজির সঙ্গে ১৮৩৬সালে দ্বারকানাথ ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানি খুললেন,তিন বছরে এখানে ছত্রিশটা জাহাজ সারাই হয়। অবশ্যই তাঁর স্মরণীয় কৃতিত্ব কার টেগোর কোম্পানির প্রতিষ্ঠা। ছ'খানা জাহাজের মালিক ছিলেন দ্বারকানাথ সঙ্গে আরও অনেক

জাহাজের এজেন্ট।

পরিকল্পনা করেছিলেন স্টিম ফেরি ব্রিজ -এর, সেই সময় মাত্র সাত মিনিটে গঙ্গার এপার থেকে ওপারে পৌঁছে যাবে,প্রতিবারে অন্তত ১১০০ যাত্রী পারাপার করবেন।নানা কারণে সেই প্রচেষ্টা ভণ্ডুল হয়,যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয় দ্বারকানাথের মৃত্যুর পরে আরও প্রায় তিরিশ বছর যখন গভর্নমেন্ট ১৮৭৭সালে হাওড়া - কলকাতার যাত্রীদের জন্য ২লক্ষ ২০হাজার পাউন্ড খরচ করে পল্টন ব্রিজ করে দেন।

এদেশের নদীপথে বাষ্পচালিত জাহাজ কোম্পানি পরিচালনার কৃতিত্ব দ্বারকানাথের।বীমা ব্যবসায়ে নেমে ওরিয়েন্টাল লাইফ অ্যাসুরেন্স সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন ।কিছুদিন পরে আরও বড় একটি বীমা কোম্পানি,নিউ ওরিয়েন্টাল লাইফ অ্যাসুরেন্স কোম্পানি।

দ্বারকানাথ বিখ্যাত এজেন্সি হাউস ম্যাকইটনস কোম্পানির সাথে জড়িয়ে পড়েন। এই ম্যাকইনটনস আর দ্বারকানাথের আত্মীয় গোপীমোহন ঠাকুর সেকালের বিখ্যাত 'কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক' এ জড়িত ছিলেন।

ওই ব্যাঙ্ক থেকে আর একটি ব্যাঙ্ক তৈরি হয় ১৮২৮সালে নাম ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের শেয়ার ছাড়া হলে তিন সপ্তাহে ১৮১জন ধনপতি ১১লক্ষ টাকার ৪৪৪টি শেয়ার কেনেন। ব্যাঙ্কের ১৫জন ডিরেক্টরের মধ্যে তিন জন ছিলেন বাঙালি।

আইনের প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল বলে জানা যায় না, তবে একসময় রবার্ট কাটলার ফার্গুসনের থেকে আইন শিখে তাঁর লিগ্যাল এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন দ্বারকানাথ, বড় বড় জমিদারদের আইনী পরামর্শ দিতেন বিনিময়ে দুহাত ভরে অর্থ উপার্জন করেছেন।

ছ'খানা জাহাজের মালিক ছিলেন দ্বারকানাথ সঙ্গে আরও অনেক জাহাজের এজেন্ট। দু'বার বিলেত গিয়েছেন, ফরাসী সম্রাট লুই ফিলিপের রাজ দরবারে বিপুল অভর্থনা পেয়েছেন। মানুষ হিসেবেও দ্বারকানাথ মুক্তমনা। আসুন ছোট্ট একটা কাহিনী না বললে দ্বারকানাথ সম্পর্কে সব বলা হয় না। তাঁর বয়স যখন মাত্র তেরো বছর, পিতৃহীন হলে মা জননী অলকাসুন্দরী শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরেছিলেন।

অলকাসুন্দরী বাঁচতে চেয়েছিলেন। তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গঙ্গাযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। বেঁচে থাকার জন্য তাঁর মনে ছিল তীব্রতর আকাঙ্খা। অলকাসুন্দরী কে দ্বারকানাথ প্রাণের অধিক ভালবাসতেন বললে কম বলা হয়। তাঁর প্রতি ভক্তিবশত তিনি স্বেচ্ছায় অনেক বিধিনিষেধ মেনে নিতেন।

বাড়ির লোকের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, হতাশ অলকাসুন্দরী বলেছিলেন যদি দ্বারকানাথ বাড়িতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস না। তিনি সত্যিই বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন,এই জীবন পিপাসা স্বাভাবিক। সেই সময় কেউ বাড়িতে মারা যেতেন মনে করা হত তাঁর আত্মার সদগতি হবে না, অতএব মৃতপ্রায় মানুষদের অনেককে গঙ্গাযাত্রা করানো হত, এবং ওই মৃতপ্রায় মানুষকে বলা হত গঙ্গাযাত্রী।

মায়ের গঙ্গাযাত্রা অবশ্য রুখে দিতে পারেন নি দ্বারকানাথ কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী দিগম্বরী যখন মৃত্যুশয্যায় কারও আর দুঃসাহস হয়নি গঙ্গাযাত্রার কথা বলতে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কলকাতার সেরা বৈদ্য,ডাক্তার ডেকে নিজের স্ত্রীর চিকিৎসা করেছিলেন।

স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতেন দ্বারকানাথ, আক্ষরিক অর্থেই তিনি স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। অবশ্য দিনের শেষে বলতে হয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সৌভাগ্যের সূচনাও তাঁর হাত ধরেই হয়। তবে শুধু বাঙালি কেন তাঁর পরিবারের উত্তরপুরুষেরাও দ্বারকানাথ সম্পর্কে খুবই উদাসীন ছিলেন।পুস্তক ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার,বঙ্গ বসুন্ধরা, শংকর, ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল,চিত্রা দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিস্মৃত পথিকৃৎ, কৃষ্ণ কৃপালিনী। ব্রিটিশ যুগে বাংলার সেরা ব্যবসায়িক ছিলেন প্রিন্স দ্বরকানাথ ঠাকুর। তিনি শিল্পতিও বটে। সেই কারণে তাঁকে সবাই সম্মান করতো। পাশাপাশি তিনি আবার মান দরদী ছিলেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমর্থন করে রাজা রামমোহন রায়কে উৎসাহিত করেছেন।

সম্পাদক সমীপেষু

ধনধান্যে-এর সঙ্গীত রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল

স্বদেশের প্রেমের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ তাকে তাকে খুব কষ্ট দেয়, তখন তিনি লেখেন,'ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ' ইত্যাদি আজও সমান জনপ্রিয়তা তার গান।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একজন বিশিষ্ট বাঙালি কবি, নাট্যকার ও সংগীতস্রষ্টা। তিনি ডি. এল. রায় নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় ৫০০ গান রচনা করেন। এই গানগুলি বাংলা সংগীত জগতে দ্বিজেন্দ্রগীতি নামে পরিচিত এবং জনপ্রিয়। তার নাটকগুলি চার শ্রেণিতে বিন্যস্ত প্রহসন, কাব্য নাট্য, ঐতিহাসিক নাটক ও সামাজিক নাটক। তার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে জীবদ্দশায় প্রকাশিত আর্যগাথা ও মন্দ্র বিখ্যাত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একঘরে, কল্কি-অবতার, বিরহ, সীতা, তারাবাঈ, দুর্গাদাস, রাণা প্রতাপসিংহ, মেবার-পতন, নূরজাহান, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহল-বিজয় ইত্যাদি।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯ জুলাই ১৮৬৩ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন ।তার পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান। সে বাড়িতে বহু গুণীজনের সমাবেশ হত। কার্তিকেয়চন্দ্র নিজেও ছিলেন একজন বিশিষ্ট খেয়াল গায়ক ও সাহিত্যিক।

এই বিদগ্ধ পরিবেশ বালক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়। তার মা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের বংশধর। দ্বিজেন্দ্রলালের দুই দাদা রাজেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল এবং এক বৌদি মোহিনী দেবীও ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যস্রষ্টা।

দ্বিজেন্দ্রলাল ১৮৭৮-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। এফ. এ. পাস করেন কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ থেকে। পরে হুগলি কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৮৮৪ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেন। এরপর কিছুদিন ছাপরার রেভেলগঞ্জ মুখার্জ্জি সেমিনারিতে শিক্ষকতা করার পর সরকারি বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ডে যান কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করার জন্য ।রয়্যাল এগ্রিকালচারাল কলেজ ও এগ্রিকালচারাল সোসাইটি হতে কৃষিবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন।

ইংল্যান্ডে থাকাকালীন ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয় তার একমাত্র ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই বছরই দেশে প্রত্যাবর্তন করে সরকারি কর্মে নিযুক্ত হন দ্বিজেন্দ্রলাল। কিন্তু তিন বছর বিদেশে থাকার পর দেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করতে অসম্মত হলে তাকে নানা সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয় সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজ দ্বারা।

ভারতবর্ষে ফিরে তিনি জরিপ ও কর মূল্যায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং মধ্যপ্রদেশে সরকারি দপ্তরে যোগ দেন। পরে তিনি দিনাজপুরে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ পান। তিনি প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আন্দুলিয়া নিবাসী প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন ১৮৮৭ সালে।

১৮৯০ সালে বর্ধমান এস্টেটের সুজামুতা পরগনায় সেটেলমেন্ট অফিসার হিসাবে কর্মরত অবস্থায় কৃষকদের অধিকার বিষয়ে তার সাথে বাংলার ইংরেজ গভর্নরের বিবাদ ঘটে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি ১৯১৩ সালে সরকারি চাকরি হতে অবসর নেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের দুই অগ্রজই ছিলেন লেখক ও পত্রিকা সম্পাদক। এরকম পরিবেশে তঁর দিন কাটে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের গেট বাজারে বিধ্বংসী আগুন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত শিশু

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৮ জুলাই ঃ মেদিনীপুরের গেট বাজারে বিধ্বংসী আগুন। পুড়ে ছাই পাঁচ-ছয়টি দোকান। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত ৮ বছরের এক শিশুর। এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৩ টে নাগাদ মেদিনীপুর শহরের গেট বাজারে হঠাৎই বিধ্বংসী আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাজারের মধ্যে থাকা পাঁচ থেকে ছয়টি দোকান। আগুন লাগার খবর পেয়েই ছুটে আসে এলাকার মানুষজন। জানা গেছে, আগুন লাগার পরই বাজারের একটি দোকানের ভিতর থাকা গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে যায়। সেই গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে গিয়েই তার একটি ধাতব টুকরো ছিটকে এসে লাগে স্থানীয়দের সঙ্গে ওই এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা ৮ বছরের ওই শিশুর পেটে। গুরুতর জখম হয় সে। সঙ্গে সঙ্গে ওই শিশুকে উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ওই শিশুকে। ওদিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বাজার কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিত পাত্র। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি ফোন করেন দমকলকে। সঙ্গে সঙ্গেই আসে দমকলের ২টি ইঞ্জিন। দমকলের দুটি ইঞ্জিন প্রায় ঘণ্টা চারেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লেগে ঘটনায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন বলে প্রাথমিক অনুমান দমকলের। পরে বাজার পরিদর্শনে আসেন মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খান। মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। চেয়ারম্যান সৌমেন খান অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রেলকে দোষারোপ করেন। বলেন, এখানের দোকানঘরগুলি সবই ত্রিপলের ছাউনি দিয়ে তৈরি। এখন এই জমিটি রেলের। তাই রেলকে বলা হয়েছিল যে কিছুটা জমি ছেড়ে দিতে। তাহলে সেখানে টিনের ছাউনি করে দোকানঘরগুলি করে দেওয়া যেত। ফলে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম থাকত।

টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার করা সমীক্ষায় কাঁচা পাতার উৎপাদন খরচ কম উল্লেখের অভিযোগ, সঙ্ক্ষায় ক্ষুদ্র চা চাষী সংগঠন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন সংগঠনের সভাপতি বিজয় গোপাল চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, সম্প্রতি টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে একটি সংস্থা দিয়ে কাঁচা চা পাতার উৎপাদন খরচ সহ অন্যান্য বেশ কিছু বিষয়ে সমীক্ষা করানো হয়। এবং সংস্থা দ্বারা নির্মিত তথ্য নিয়ে গত ১১ জুলাই কলকাতায় বিশেষত উত্তরের ক্ষুদ্র চা চাষীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদ্র চা চাষী সংগঠনের পক্ষে বিজয় গোপাল চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা, সভায় পেস করা তথ্য উল্লেখ করে এদিন বিজয়বাবু ক্ষোভের সঙ্গে জানান, প্রথমত ওই সংস্থার কোনো অধিকার নেই চা পাতা উৎপাদনের খরচ নির্ধারিত করার, দ্বিতীয়ত ২০০৭ সালে করা কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষায় যে চা পাতার উৎপাদন খরচ ১৪ টাকা প্রতি কেজি উল্লেখ করা হয়েছে, সেখান এত বছর পর সেই উৎপাদন খরচ কম ১৩ টাকা কি ভাবে হতে পারে এটাই আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। আমরা ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সচিবের কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছি। পরবর্তী সময়ে সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবো।

পুরুলিয়ায় পৃথক তিনটি পথ দুর্ঘটনা, আহত কমপক্ষে ৭

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৮ জুলাই ঃ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমা এলাকায় বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত তিনটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় আহত মোট সাতজন। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে রঘুনাথপুর-বরাকর রাজ্য সড়ক ধরে আসানসোল থেকে চার চাকার গাড়ি করে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন চার বন্ধু। রঘুনাথপুরমুখী ওই গাড়িটি নিতুড়িয়া থানার কুঠিবাড়ির কাছে একটি বাসকে ওভারটেক করতে যায়। সেই সময় ওই চারচাকা গাড়ির সামনে একটি ডাম্পার চলে আসে। ডাম্পার এবং চার চাকার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় গাড়িতে থাকা ৪ বন্ধু গুরুতর আহত হয়। বর্তমানে তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে বুধবার রাতে সাঁতুড়ি থানা এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় গাড়ি একটি স্কুটিকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় স্কুটি চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। বর্তমানে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। পাশাপাশি ওই রাতেই রঘুনাথপুর- বাঁকুড়া রাজ্য সড়ক ধরে যাওয়ার সময় রঘুনাথপুর থানার মধুতটি মোড়ের কাছে একটি সাইকেল আরোহীকে পাশ কাটাতে গিয়ে একটি চার চাকা গাড়ি উল্টে যায়। ঘটনায় গাড়িতে থাকা দুই ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

বুনো হাতির তাণ্ডবে আহত যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৮ জুলাই ঃ পাড়ায় ঢুকে তিনটি ঘর ভেঙে, একজনকে আছাড় মেরে, ঘরে মজুত খাবার খেয়ে তোলপাড় করল হাতি। বুধবার এমন ঘটনা ঘটেছে মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের মঙ্গলবারি বস্তি এলাকায়। আহত যুবক হাসপাতালে এখন ভর্তি। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার রাত প্রায় আড়াইটা নাগাদ সংলগ্ন পানঝোরা জঙ্গল থেকে একটি বুনো হাতি বেরিয়ে চলে আসে মঙ্গলবারি বস্তি এলাকায়। হাতিরটি এলাকার রূপেস ওরাওঁ-সহ বিপুল ওরাওঁ ও দিনেশ ওরাওঁ এর ঘর ভেঙ্গে দেয়। সাবাড় করে মজুত খাদ্যদ্রব্য। বাড়ির লোকজন পালিয়ে কোনক্রমে প্রাণে বাঁচেন। আহত রূপেস ওরাওঁয়ের বাবা রাজেস ওরাওঁ বলেন, ছেলে ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। হাতি এসে দেওয়াল ভেঙে দিয়েছে। ভাঙা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল হাতি। ফলে ছেলে পালানোর রাস্তা পায়নি। সেইসময় ছেলেকে শুঁড় দিয়ে তুলে বাইরে বের করে আনে হাতি। মাটিতে আছাড় মারে। সেইসময় আমরা ভাগ্না ওকে টেনে নিয়ে চলে যায়। ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পাড়ার তিনটে বাড়ি ভেঙে দিয়েছে। ঘটনায় সমগ্র এলাকায় হাতির আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এলাকায় হাতির হানা রুখতে বনদপ্তরের তরফে টহলদারি করার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে বলেন, আহত ব্যক্তিকে রাত্রেই মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ পাবে।

আবার উদ্ধার সেনা বাহিনীর মর্টার শেল, আতঙ্কিত এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ জুলাই ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের ব্রহ্মপুর এলাকায় তিস্তা নদীর চর এলাকায় কিছু যুবক গরু চরাতে গেলে তারা লক্ষ্য করেন ওই মর্টার সেলটিকে, এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় ভিড় বাড়তে থাকে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি থানা এবং রাজারহাট পুলিশ ফাঁড়িতে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি ও রাজারহাট ফাঁড়ির পুলিশ। ২০২৩ সালের ৪ অক্টোবর সিকিমে বন্যায় ভারতীয় সেনার যেসব আগ্নেয়াস্ত্র ও মর্টার সেল ভেসে গেছে সেইসব মর্টার শেলের একটি এই মর্টার সেল । যদিও পুলিশ আসার পরে জায়গা টাকে ঘিরে রাখা হয়। সেনাবাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। পরে সেনাবাহিনীর তরফ থেকে মর্টার সেল টিকে নিষ্ক্রিয় করা হয় বলে স্থানীয়দের কাছে জানা যায়।

নকশালবাড়ি টুকরিয়াঝাড় বনদফতরের উদ্যোগে বনমহোৎসব পালন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই ঃ গোটা রাজ্যের মত নকশালবাড়ি টুকরিয়াঝাড় বনদফতরের উদ্যোগে বনমহোৎসব পালন করা হল। বৃহস্পতিবার দ্বারাবক্সে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ,

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয়ন্তী কিরো, রানিগঞ্জ পানিশালী প্রধান সান্তনা সিংহ, টুকরিয়াঝাড় রেঞ্জার সুরজ মুখিয়া, টিপিসিএলের সদস্য সহ বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। এদিন ২০০ টি চারাগাছ রোপন করা হয়। সভাধিপতি জানান, দিন যেভাবে বাড়ছে তাতে দূষণ ও পরিবেশ দূষণ বাড়ছে। এর থেকে মানুষকে সচেতন বৃদ্ধি করে বৃক্ষরোপণ করা দরকার। সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচি বিভিন্ন রেঞ্জে পালন করা হচ্ছে এবং এদিন বৃক্ষরোপণ করা ২ শিক্ষার্থী ও ফরেস্ট গার্ডকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

দুই দালাল সহ লক্ষাধিক টাকার টিকিট উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ জুলাই ঃ অভিযান চালিয়ে দুই দালাল সহ লক্ষাধিক টাকার রেলের টিকিট উদ্ধার করলো সিআইবি। সিআইবি এ ইন্সপেক্টর আদিত্য কুমার মিনার নেতৃত্বে একটি টিম ধূপগুড়ি রেল স্টেশনে অভিযান চালায়। সেই অভিযানে দুই দালাল কে গ্রেফতার করে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে আরপিএফ অফিসে নিয়ে আসা হয়। অভিযুক্ত দালালরা হল মিন্টু আলম ও মৈনাক শর্মা। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি তৎকাল টিকিট ও ১৩ টি ই- টিকিট। যার বাজার দাম প্রায় লক্ষাধিক টাকা।

বহরমপুরে উড়ল প্যালেস্তাইনের পতাকা, পুলিশ ও ডিজিপি-র হস্তক্ষেপ দাবি বিরোধী দলনেতার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৮ জুলাই ঃ বহরমপুরে উড়ল প্যালেস্তাইনের পতাকা, বুধবার রাতে বহরমপুরে ধর্মীয় শোভাযাত্রায় প্যালেস্তাইনের পতাকা ওড়াতে দেখা যায় একদল মানুষকে। এই ঘটনায় মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজিপি-র হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। বুধবার রাতে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও আপলোড করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই ভিডিও-তে দেখা যায় ধর্মীয় শোভাযাত্রায় (মহরম) একদল মানুষ প্যালেস্তাইনের পতাকা ওড়াচ্ছেন। ভারতীয় ভূখণ্ডে অন্য দেশের পতাকায় ওড়ানোয় রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এই ঘটনায় অবিলম্বে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজিপি-র হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। একইসঙ্গে তিনি লোকসভায় শপথ নেওয়ার সময় এআইএমআইএম-এর সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়াইসির 'জয় প্যালেস্তাইন' স্লোগানের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন। ভারতীয় ভূখণ্ডে বিদেশি পতাকা ওড়ানোর জন্য দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

OFFICE OF THE PRADHAN
ANARA GRAM PANCHAYAT
VILL & POST – ANARA, DIST. – PURULIA (W.B.)
UNDER PARA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No - 288/AGP/2024 Dated – 15.07.2024
NIT Memo No - 289/AGP/2024 Dated – 15.07.2024
NIeT No – WB/PUR/PARA/ANARA/1/AGP/2024(3rd Call)
NIeT No – WB/PUR/PARA/ANARA/2/AGP/2024
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Anara Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I : Techno-commercial Bid, Part II : Financial Bid) using website https://wbtenders.gov.in/. 1. Date and Time of Bid Submission: from 16/07/2024 to 24/07/2024 upto 4.00 pm and from 18.07.2024 to 26.07.2024 upto 4.00 pm 2. Date and time of Bid opening 26/07/2024 at 4.05 pm and 29.07.2024 at 4.05 pm. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.
Sd/-
Pradhan
Anara Gram Panchayat

রাজ্যজুড়ে ধর্মঘট মুরগি পরিবহণে যুক্ত গাড়িচালক, খালাসিরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই ঃ পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও গাড়ি চালককে মারধরের প্রতিবাদে আজ থেকে রাজ্যজুড়ে ধর্মঘট ডেকেছেন মুরগি পরিবহণে যুক্ত গাড়িচালক, খালাসিরা। অনির্দিষ্টকালের এই ধর্মঘটের জেরে মুরগি ও ডিমের দাম বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে এই ধর্মঘটে এখনও পর্যন্ত শিলিগুড়িতে কোনও প্রভাব পড়েনি। শিলিগুড়ি সহ আশপাশের জেলাতেও পুলিশি হয়রানির অভিযোগ করছেন মুরগি বিক্রেতা সহ গাড়ি চালকেরা। অভিযোগ, বিভিন্ন জায়গায় মুরগি নিয়ে আসার সময় গাড়িগুলিকে আটকে দেওয়া হয়। গাড়ির কাগজপত্র ঠিক থাকলেও নানা অজুহাতে টাকা চাওয়া হয়। তবে ধর্মঘট চলতে থাকলে শিলিগুড়িতেও আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মুরগির মাংসের দাম বাড়তে পারে। এখন মুরগির মাংস গোটা ১৫০ টাকা কেজি ও কাটা মাংস ২৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এই দাম বেশকিছুটা বাড়তে পারে বলেই খবর।

লামডিং ডিভিশনে ক্যাটারিং স্টল অ্যাসেট-এর জন্য ই-নিলাম

০৫ (পাঁচ) বছরের সময়ের জন্য লামডিং ডিভিশনে ক্যাটারিং স্টলের ২৪টি অ্যাসেট-এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সিএটিইআর-এলএমজি-০৩-২৪, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ০২-০৮-২০২৪ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০২-০৮-২০২৪ তারিখের ১৪.২০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিনঃ** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	স্টেশন
এএ/১	সিএটিজি-এলএমজি-এইচকেডি-জিএমইউ-১৬-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ)	হাইলাকান্দি
এএ/২	সিএটিজি-এলএমজি-ডিএমআর-জিএমইউ-১৯-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ)	ধর্মনগর
এএ/৩	সিএটিজি-এলএমজি-এনএইচএলজি-জিএমইউ-১২-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ)	নিউ হাফলং
এএ/৪	সিএটিজি-এলএমজি-কেডব্লিউএম-জিএমইউ-২১-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ)	কামপুর
এএ/৫	সিএটিজি-এলএমজি-এনএইচএলজি-জিএমইউ-১০-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ)	নিউ হাফলং
এএ/৬	সিএটিজি-এলএমজি-এনএইচএলজি-জিএমইউ-১১-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ)	নিউ হাফলং
এএ/৭	সিএটিজি-এলএমজি-জেআইডি-জিএমইউ-৯-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ)	জাগীরোড
এবি/১	সিএটিজি-এলএমজি-এইচকেডি-এসএমইউ-৯১-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	হাইলাকান্দি
এবি/২	সিএটিজি-এলএমজি-এইচকেডি-এসএমইউ-৯০-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	হাইলাকান্দি
এবি/৩	সিএটিজি-এলএমজি-ডিএমআর-এসএমইউ-৯৩-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	ধর্মনগর
এবি/৪	সিএটিজি-এলএমজি-কেডব্লিউএম-এসএমইউ-৬২-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	কামপুর
এবি/৫	সিএটিজি-এলএমজি-এনএইচএলজি-এসএমইউ-৮২-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	নিউ হাফলং
এবি/৬	সিএটিজি-এলএমজি-এলকেএ-এসএমইউ-৫৯-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	লংকা
এবি/৭	সিএটিজি-এলএমজি-জিএইসওয়াই-এসএমইউ-১২৬-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	গুয়াহাটি
এবি/৮	সিএটিজি-এলএমজি-এলএমজি-এসএমইউ-৪১-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	লামডিং
এবি/৯	সিএটিজি-এলএমজি-এসজেডআর-এসএমইউ-৪২-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	সরুপাথার
এবি/১০	সিএটিজি-এলএমজি-এলকেএ-এসএমইউ-৫৫-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	লংকা
এবি/১১	সিএটিজি-এলএমজি-জেআইডি-এসএমইউ-৭৮-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	জাগীরোড
এবি/১২	সিএটিজি-এলএমজি-এলকেএ-এসএমইউ-৬০-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	লংকা
এবি/১৩	সিএটিজি-এলএমজি-এজিটিএল-এসএমইউ-৪০-২৩-২ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	আগরতলা
এবি/১৪	সিএটিজি-এলএমজি-কেইউজিটি-এসএমইউ-৯৭-২৪-২ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	কুমারঘাট
এবি/১৫	সিএটিজি-এলএমজি-এলএমজি-এসএমইউ-৩৫-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	লামডিং
এবি/১৬	সিএটিজি-এলএমজি-জেআইডি-এসএমইউ-৭৫-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	জাগীরোড
এবি/১৭	সিএটিজি-এলএমজি-ডিএমআর-এসএমইউ-৯৫-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)	ধর্মনগর

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ১৬-০৭-২০২৪ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
সিনি. ডিসিএম/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লামডিং মণ্ডলে বহুমূখী ষ্টল সম্পদের জন্যে ই-নিলাম

লামডিং মণ্ডলের ২৪ টি বহুমুখী ষ্টল (এমপিএস) সম্পদের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. এমপিএস-এলএমজি-০১-২৪

এসইকিউ সংখ্যা	এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-১০-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	শিলচর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/২	এমপিএস-এলএমজি-এমবিজি-এমপিএস-৩৬-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	মাইবাং রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৩	এমপিএস-এলএমজি-কেডব্লিউএম-এমপিএস-১৪-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	কামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/৪	এমপিএস-এলএমজি-জেএমকে-এমপিএস-১৫-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	যমুনামুখ রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৫	এমপিএস-এলএমজি-এমবিজি-এমপিএস-৩৫-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	মাইবাং রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৬	এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-৬-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	শিলচর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৭	এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-৮-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	শিলচর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/৮	এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-৯-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	শিলচর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/৯	এমপিএস-এলএমজি-কেডব্লিউএম-এমপিএস-১২-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	কামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/১০	এমপিএস-এলএমজি-জেজিজেএন-এমপিএস-২১-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	জুগীজান রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/১১	এমপিএস-এলএমজি-এইচকেডি-এমপিএস-৩১-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	হাইলাকান্দি রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/১২	এমপিএস-এলএমজি-এনজিএএন-এমপিএস-৩৩-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	নগাঁও রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/১৩	এমপিএস-এলএমজি-এমএএনইউ-এমপিএস-৩৯-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	মানু রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/১৪	এমপিএস-এলএমজি-এমএএনইউ-এমপিএস-৪০-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	মানু রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/১৫	এমপিএস-এলএমজি-জেজিজেএন-এমপিএস-৪১-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	জুগীজান রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/১৬	এমপিএস-এলএমজি-এবিএসএ-এমপিএস-৩০-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	আম্বাসা রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/১৭	এমপিএস-এলএমজি-এসবিআরএম-এমপিএস-৩৮-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	সব্রুম রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/১৮	এমপিএস-এলএমজি-জেএমকে-এমপিএস-১৭-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	যমুনামুখ রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/১৯	এমপিএস-এলএমজি-জেজিজেএন-এমপিএস-১৮-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	জুগীজান রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/২০	এমপিএস-এলএমজি-বিপিবি-এমপিএস-২৫-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	বদরপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/২১	এমপিএস-এলএমজি-এনজিএএন-এমপিএস-৩৪-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	নগাঁও রেল ষ্টেশনের চতুর্দিকের এলাকা
এএ/২২	এমপিএস-এলএমজি-এবিএসএ-এমপিএস-২৮-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	আম্বাসা রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১
এএ/২৩	এমপিএস-এলএমজি-এজিটিএল-এমপিএস-৪-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	আগরতলা রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২
এএ/২৪	এমপিএস-এলএমজি-এইচকেডি-এমপিএস-৩২-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস)	হাইলাকান্দি রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০৮-২০২৪ তারিখের ১০.০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০১-০৮-২০২৪ তারিখের ১৪.২০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত টেণ্ডারকর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e – Tender Notice

e-Tender are invited for works as follows :
1. Name of work:- Emergency restoration of cable fault including supply and fixing of necessary equipment at Toll Plaza under HRBC.
Tender ID -2024_HRBC_716595_1
2. Name of work:- Urgent Restoration of existing damaged old Feeder Pillar Box-G by new one and allied E.I work toward Red Road for High Mast & Street Lighting system at Hastings area under HRBC.
Tender ID -2024_HRBC_716595_2
3. Name of work:- Improvement of cooling system by S & F of Four (04)no. 240Volt, 50Hz, 3 Star 1.5 Tr. Split type A.C Machine unit including allied works at General Section and Cash Section at 2nd floor, Q.C Building of the HRBC Bhavan.
Tender ID -2024_HRBC_716595_3
e-NIT No. HRBC/JPM (E)/NIT/04/24-25

Last date of submission of bid (online) is **26.07.2024 up to 10.00 AM**.
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.
Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

e-tenders are invited by Prodhan, Ukta Gram Panchayat under Ausgram-1 Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential from 15th CFC fund vide TENDER ID - 2024_ZPHD_714800_1 to 6 and 2024_ZPHD_715005. Date of closing of Submission of Technical bid & Financial Bid on 26/07/2024 up to 06.55 PM. For details visit the website: http://wbtenders.gov.in

OFFICE OF THE COUNCILLORS, BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata – 700144
E-TENDER
Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/Supplier/Contractor for Restoration of embankment due to existing water body at Ward no. 03 & 05 under this ULB vide **WBMAD/ULB/BM/NIT-06(e)/2024-25**, last date:**27.07.2024 up to 12 noon.**
Sd/- Executive Officer,
Baruipur Municipality

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে শ্রী মলয় কুমার দাস, পিতা দক্ষিনা রঞ্জন দাস, জাতি- হিন্দু, পেশা-চাকুরী, সাকিন -চকদাপট পোঃ- ত্রিমোহিনী, থানা-হিলি, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল সম্পত্তির মালিক শ্রীমতি শিউলী সিংহ রায়, পিতা- ভূপেন্দ্র নাথ সিংহ রায়, সাকিন -লালপুর, পোঃ- ত্রিমোহিনী, থানা-হিলি, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর নিবাসি দাতার নিকট হইতে উপযুক্ত এবং ন্যায্য মূল্যে দ্বারা নিম্ন তপশীল সম্পত্তি খরিদ করিবেন। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি খরিদের বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে বা কেহ উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে উক্ত সম্পত্তিতে খরিদের বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না এবং কোনরূপ আপত্তি গ্রহন যোগ্য হইবে না।

তপশীল

জেলাঃ দক্ষিন দিনাজপুর, থানাঃ হিলি, মৌজা চকদাপট, জে.এল. নং ৩৬, খতিয়ান নং ১৬৩২, দাগ নং ১১ /৩৪২ পরিমান ০৫ শতক, শ্রেনী ডাঙ্গা।

শ্রী বাপী মৌলিক, এডভোকেট,
জেলা জজ আদালত, দক্ষিন দিনাজপুর।
পোঃ ও থানা- বালুরঘাট, জেলাঃ দক্ষিন দিনাজপুর।
পিন কোড - ৭৩৩১০১,
ফোন নং.- ৯৪৩৪৩৭৪০১০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে শ্রী নিবারন পাল, পিতা পরিমল চন্দ্র পাল, জাতি- হিন্দু, পেশা-চাকুরী, সাকিন- কিসমতদাপট, পোঃ- ত্রিমোহিনী, থানা-হিলি, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল সম্পত্তির মালিক শ্রীমতি শিউলী সিংহ রায়, পিতা ভূপেন্দ্র নাথ সিংহ রায়, সাকিন - লালপুর, পোঃ- ত্রিমোহিনী, থানা-হিলি, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর নিবাসি দাতার নিকট হইতে উপযুক্ত এবং ন্যায্য মূল্যে দ্বারা নিম্ন তপশীল সম্পত্তি খরিদ করিবেন। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি খরিদের বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে বা কেহ উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে উক্ত সম্পত্তিতে খরিদের বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না এবং কোনরূপ আপত্তি গ্রহন যোগ্য হইবে না।

তপশীল

জেলাঃ দক্ষিন দিনাজপুর, থানাঃ হিলি, মৌজা চকদাপট, জে.এল. নং ৩৬, খতিয়ান নং ১৬৩২, দাগ নং ১১ / ৩৪২ পরিমান ০৫ শতক, শ্রেনী ডাঙ্গা।

শ্রী বাপী মৌলিক, এডভোকেট,
জেলা জজ আদালত, দক্ষিন দিনাজপুর।
পোঃ ও থানাঃ বালুরঘাট, জেলা দক্ষিন দিনাজপুর।
পিন কোড- ৭৩৩১০১,
ফোন নং.- ৯৪৩৪৩৭৪০১০

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কশ
ই-টেন্ডার নোটিশ
দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিএলডব্লু-ডিকেএই-ডব্লুসি-৫৭০-এফপি-১৯৮। নিম্নলিখিত কাজের জন্য এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছেঃ ক্রম নং (০১) দরপত্র নম্বর. **সিএলডব্লু-ডিকেএই-ডব্লুসি-৫৭০-এফপি-১৯৮**। কাজের নামঃ ১৯৮ নম্বরে চূড়ান্ত পেইন্টিং কার্যক্রম ইএলএএইউডি / ডানকুনি এ WAG-9HC লোকোমোটিভ। **দরপত্রের মূল্য (টাকা)ঃ ১২,৬৬,১২৭.৬৩ (টাকা বারো লক্ষ ষাট হাজার একশ সাতাশ এবং তেষট্টি পয়সা)** শুধুমাত্র। **দরপত্র নথির খরচ (টাকা)ঃ ১,০০০.০০ (এক হাজার টাকা মাত্র)**। বায়না অর্থ / বিড নিরাপত্তা **(টাকা)ঃ ২৫,৩০০.০০ (টাকা পঁচিশ হাজার তিনশ)** শুধুমাত্র **সমাপ্তির সময়কালঃ ২৪ (চব্বিশ) মাস।** দ্রষ্টব্যঃ (I) সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ দেখা যেতে পারে। (II) **যোগাযোগের নম্বরঃ ০৩২১২-২৩০০০৩**। (III) দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **০৬.০৮.২০২৪ দুপুর ১২.০০** টায়।
PR2/530 এডব্লুএম / প্ল্যানিং / ডানকুনি
"Like us on: www.facebook.com/clwrailways"

Office of the Haturia-I Gram Panchayat
Natibpur, Agunshi, Bagnan, Howrah
Notice inviting e-Tender
Ref. Memo No.- HGP 1/240/NIT-10/15 th FC/24-25, Dt-18/07/24. E-Tenders are invited in the website http://wbtenders.gov.in for above reference no. Last date of submission of bid: 25/07/2024. Bid Opening Date: 26/07/2024.
Sd/-Pradhan
Haturia-I Gram Panchayat

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly
e-TENDERNOTICE
Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for e-Tender reference no: **538/EO, Singur, Dated:- 16.07.2024** for total 10 nos. construction, Renovation and Installation of works within Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly. **Last date for the online Bid submission is 25/07/2024 upto 09:00 am.** Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID:- 2024_ZPHD_715789_1 to 10).**
Sd/-
Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

Office of the
Bagnan I Gram Panchayat
Bagnan,Howrah
Sub.- GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE
Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bagnan I Gram Panchayat, Bagnan, Howrah, for 15 nos. of work vide Memo No.- 131/Bag-1/24-25 Dated- 16/07/2024 NIET NO - WB/HOW/BAG1GP/NIET-05/23-24, 132/Bag-1/24-25 Dated- 16/07/2024 NIET NO - WB/HOW/BAG1GP/NIET-06/23-24, 133/Bag-1/24-25 Dated- 16/07/2024 NIET NO - WB/HOW/BAG1GP/NIET-07/23-24, Date of Application: from 18.07.24. 11 AM to 27.07.2024. 11 A.M, Date of Submission of Bid: 18.07.24.11 AM to 27.07.2024. 11 A.M, Date of Opening of Bid (Technical):- 29.07.2024, at 11AM. Date of Opening of Bid (Financial):- To be Notified latter on .Detail information available at this GP Office during the working hours.
Sd/-
Pradhan, Bagnan I Gram Panchayat, Bagnan, Howrah.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Br-XIII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/XIII/115/4/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of Jadunath Ukil Road by laying Hot Mix near Premises No. 90J, 33/3 & 204 in Ward No. 115**. Estimated Amount : **Rs. 2,18,254.57**. Earnest Money : **Rs. 4,500.00**. Period of Completion : **30 days**.

(2) NIT No. : KMC/XIII/122/6/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of Road by laying Hot Mix at Promod Nagar near Premises No. 10/H and Premises No. 946 in Ward No. 122, BR-XIII**. Estimated Amount : **Rs. 4,07,238.97**. Earnest Money : **Rs. 8,200.00**. Period of Completion : **25 days.**

(3) NIT No. : KMC/XIII/118/09/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Annual maintenance of KMC Dr. A.P.J. Abdul Kalam Park at 36/7, S.N. Roy Road Bye-lane in Ward No. 118, BR-XIII**. Estimated Amount : **Rs. 3,77,825.01**. Earnest Money : **Rs. 7,600.00**. Period of Completion : **210 days**.

(4) NIT No. : KMC/XIII/118/10/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Annual Maintenance of KMC Kailash Garden Temple Park at 135, S.N. Roy Road Bye-lane in Ward No. 118, BR-XIII**. Estimated Amount : **Rs. 3,57,351.08**. Earnest Money : **Rs. 7,200.00**. Period of Completion : **210 days**.

(5) NIT No. : KMC/XIII/119/34/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of C.C. Pavement due to laying of under ground PVC Water Pipe at Vinoba Bhave Road Bye-lane near Premises No. 29 & 49 in Ward No. 119, BR-XIII**. Estimated Amount : **Rs. 2,94,970.91**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **25 days**.

(6) NIT No. : KMC/XIII/122/47/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of Surface/Cover Drain Line Adjacent at M.G. Road, Dakhin Para, Brick Field Road Bye-lane, Ishan Ghosh Road, Pramod Nagar in Ward No. 122, BR-XIII**. Estimated Amount : **Rs. 1,19,090.15**. Earnest Money : **Rs. 2,400.00**. Period of Completion : **60 days**.

(7) NIT No. : KMC/XIII/122/16/23-24 (2nd Call)
Name of the Work : **Plantation of different trees and ancillary work at Sanhati Purya Udyan, Basusree Park Sishu Unyan in Ward No. 122, BR-XIII**. Estimated Amount : **Rs. 4,94,877.30**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of bid : **27.07.2024** up to **11 a.m. [For Sl. No. 1 to 7].** Tender will be opened on : **29.07.2024** at **11 a.m. [For Sl. No. 1 to 7].** The bid forms and other details are available on and from **19.07.2024** from **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 7].**

The Executive Engineer (Civil)/Br-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/XIV/127/020/24-25/R (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of Damaged Cover Slabs and Culverts Sonamukhi, Sarsuna, Shibrampur near Premises No. 23/1, 46/5 & 33/1A etc. in Ward No. 127**. Estimated Amount : **Rs. 4,97,420.69**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **35 days**. Last date and time of submission of bid : **27.07.2024** up to **11 a.m.** Tender will be opened on : **29.07.2024** at **11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.07.2024** from **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/Br-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/007/2024-2025/R (2nd Call)
Name of the Work : **Emergency/Essential Work for providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and Broken Slab etc. in Ward No. 137, under BR-XV**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,988.45**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **180 days**. Last date and time of submission of bid : **27.07.2024** at **11 a.m.** Date of opening of tender : **29.07.2024** at **11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.07.2024** at **5 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/141/020/2024-2025/R
Name of the Work : **Improvement of C.C. Pavement at Lenin Road Bye-lane near Premises No. Z-3/179 & P-454 DR. A.K. Road in Ward No. 141, BR-XV**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,03,120.64**. Earnest Money : **Rs. 4,100.00**. Period of Completion : **180 days**. Last date and time of submission of bid : **01.08.2024** at **11 a.m.** Date of opening of tender : **03.08.2024** at **11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **23.07.2024** at **5 p.m.**

(3) NIT No. : KMC/XV/137/012/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work : **Repairing of Cement Concrete Passage & Paver Block Passage with allied works at different Slum area etc. in Ward No. 137, BR-XV**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,434.44**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **120 days**. Date of uploading of N.I.T. & other documents (online) : **23.07.2024** at **12 noon.** Documents download/sell start date (online) : **23.07.2024** at **4 p.m.** Documents download/sell end date (online) : **01.08.2024** at **4 p.m.** Bid submission start date (online) : **23.07.2024** at **4 p.m.** Bid submission closing date (online)**: 01.08.2024 at 4 p.m.** Bid opening date for technical proposals (online) : **03.08.2024** at **4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/008/24-25/BUSTEE
Name of the Work : **Maintenance of Sanitary Latrine at Basundhara Park and Ananda Nagar Slum area in Ward No. 126**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,96,768.79**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 days**.

(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/011/24-25/BUSTEE
Name of the Work : **Maintenance of Surface Drain at Bye-lane on South Behala Road Slum area near Premises No. C25/19A in Ward No. 126**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,98,502.04**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 days**.

(3) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/014/24-25/BUSTEE
Name of the Work : **Development of C.C. Road at Bye-lanes of Jadav Ghosh Road Slum area near Premises No. 69/21 in Ward No. 126**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 3,97,902.33**. Earnest Money : **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **02.08.2024** at **12 noon. [For Sl. No. 1 to 3].** The tender will be opened on : **05.08.2024** at **12 noon. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **25.07.2024** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. KMC/DG(C)/IX/074/011/2024-2025
(2) NIT No. KMC/DG(C)/IX/074/012/2024-2025
published in this Newspaper on **12.07.2024 (Key No. 210/24-25)** of **Engineering (Civil) Borough-IX Department. (Sl. NO. 4 & 5). The date and time of opening of tender will be read as 26.07.2024 at 12 noon.** instead 25.07.2024 at 12 noon. (**For Sl. No. 1 & 2**).

244/24-25

চাপে পড়ে যে বইটি লিখতে হয়েছিল হিটলারকে

১৯২৪ সালের ১ এপ্রিল লেখ্ নদীর তীরে ল্যান্ডসবার্গ দুর্গে অ্যাডলফ হিটলারের কারাবাসের দিন শুরু হয়। মিউনিখের গণআদালত তাঁর বিরুদ্ধে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। ফাঁসিও হতে পারত হিটলারের। কিন্তু আদালতের বিচারকদের তিনি মুগ্ধ করেন তাঁর প্রবল বাগ্মিতা দিয়ে। তাই সাজা একটু কম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হিটলারকে পাঁচ বছর কারাভোগ করতে হয়নি। সাকল্যে দশ মাস ভেতরে ছিলেন তিনি। বাড়তি সুবিধাও পেয়েছিলেন। সারাক্ষণ তাঁকে সেলের প্রকোষ্ঠে বন্দী থাকতে হতো না। দুর্গের বারান্দা ও বাগানে পায়চারি করার সুযোগ পেতেন। কারাজীবন যেন নাৎসি নেতার শাপেবর হলো। কারণ, বিগত বছরগুলোতে বড় পরিশ্রম গেছে। বিশ্রামের সুযোগ বিন্দুমাত্র জোটেনি। হিটলারের মনে হলো, এটাই প্রকৃত সুযোগ তাঁর চিন্তা ও বিশ্বাসকে দুই মলাটে বন্দী করার। আর দলের অনেকেই তাঁকে এ রকম কিছু একটা করতে চাপ দিয়ে যাচ্ছিল।হিটলার লেখা শুরু করলেন 'মাইন ক্যাম্ফ' যার ইংরেজি মাই স্ট্রাগল, বাংলায় 'আমার সংগ্রাম'। তা ছাড়া কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে একজন শ্রুতলেখক পর্যন্ত দিল। হিটলারের খুব সুবিধা হলো। তিনি বলতে লাগলেন তাঁর শৈশব থেকে জমানো কথা আর টাইপ করতে থাকলেন সেই শ্রুতলেখক। 'মাইন ক্যাম্ফ'এর ভূমিকায় হিটলার লিখেছেন, 'আমাদের সংগ্রামের পক্ষে এই বইটি অত্যন্ত মূল্যবান। আমাদের সংগ্রামটাকে কেবল এগিয়ে নেওয়া নয়, তাকে উন্নত করাও এই বইয়ের উদ্দেশ্য।' হিটলার লিখেছেন, 'এই বই আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে না, বরং সংগ্রাম যাদের হৃদয়ের দাবি, তাদের কাছাকাছি আমাকে পৌঁছে দেবে। তাদের জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করবে।' পরের লাইনেই আবার এই বইয়ের বার্তা কতসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাবে, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি, 'আমি জানি যতটা লোককে মুখের কথায় কাজ করানো যায়, লেখার দ্বারা তা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে প্রতিটি সৎ ও মহৎ সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে মহৎ বক্তার বক্তৃতা থেকে, কোনো বড় লেখকের লেখা থেকে নয়।' তারপর অবশ্য লেখালেখির গুরুত্বে ফিরে এসেছেন হিটলার, 'ভণিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃঢ় হাতিয়ার হিসেবে লেখাটাও প্রয়োজন। সুতরাং এই বইটি তার ভিত্তিপ্রস্তর।'

একটু পেছন ফেরা দরকার

'মাইন ক্যাম্ফ' বইটির এই ছিল ভূমিকা। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপাতত সামনে আর না এগিয়ে আমাদের একটু পেছন ফেরা দরকার। আমরা জানি, জার্মানি আর ফ্রান্সের শত্রুতার ইতিহাস বহু পুরোনো। ফ্রান্সের শাসক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বহু যুদ্ধে জার্মানিকে হারিয়েছেন। অষ্টাদশ শতকে একাধিক যুদ্ধ হয়েছে। এমন ধারাবাহিকতায় আসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)। ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল এক পক্ষে। আর জার্মানি ও তার মিত্ররা আরেক পক্ষে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির একধরনের পরাজয় ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে দুই পক্ষের মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়, যা ভার্সাই চুক্তি নামে ইতিহাসে খ্যাত। এই চুক্তির ফলে এশিয়া-আফ্রিকাজুড়ে থাকা জার্মানির বিভিন্ন কলোনির নিয়ন্ত্রণ পায় যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স।

দিনে দিনে এই চুক্তির বিরুদ্ধে জার্মানিতে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। সৃষ্টি হতে থাকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় অস্ট্রিয়ায় ইন নদীর তীরে ছোট্ট গঞ্জশহর ব্রুনাউয়ে জন্ম নেওয়া খুবই সাধারণ পরিবারের সন্তান অ্যাডলফ হিটলার রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯২০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি, জার্মানির মিউনিখে বড় সমাবেশ হয়। সেখানে নিজের অনুসারীদের নিয়ে নাৎসিদের রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান লেবার পার্টি সংক্ষেপে নাৎসি পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এই পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন অ্যাডলফ হিটলার। মূলত জার্মানিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল হিটলার ও তাঁর দলের লক্ষ্য। দল গঠনের সময় হিটলারের বয়স ছিল ৩১ বছর। জার্মানিতে তখনকার সরকারে, রাজনীতিতে, বেসরকারি খাতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইহুদিদের ব্যাপক দাপট ছিল। হিটলার কেন ইহুদিদের এতটা অপছন্দ করতেন, তা নিয়ে এত বছর পরেও গবেষণা চলছে। দল গঠনের বছর তিনেকের মাথায় হিটলার ১৯২৩ সালের নভেম্বরে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বসলেন। কিন্তু অভ্যুত্থান সফল হলো না। নাৎসি দলের অনেকেই নিহত হলেন। গ্রেপ্তার হলেন হিটলারসহ বেশ কয়েকজন নেতা। ১৯২৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মিউনিখের গণআদালতে হিটলার ও তাঁর সঙ্গীদের বিচারের রায় হলো। ফাঁসির দণ্ড হলো অনেকের। আগেই উল্লেখ করেছি, হিটলারের পাঁচ বছর কারাদণ্ড হলো। ল্যান্ডসবার্গের দুর্গে শুরু হলো তাঁর কারাজীবন। এখানেই তিনি 'মাইন ক্যাম্ফ' লেখা শুরু করলেন।

'মাইন ক্যাম্ফ' প্রকাশিত

আজ থেকে ৯৯ বছর আগে এই দিনটিতে অর্থাৎ ১৯২৫ সালের ১৮ জুলাই প্রকাশিত হয়েছিল 'মাইন ক্যাম্ফ'এর প্রথম খণ্ড। মূলত হিটলার তাঁর জীবন, সংগ্রাম, রাজনীতি, রাজনৈতিক দল গঠন এবং ভবিষ্যৎ জার্মানির চেহারা কেমন হতে পারে, সেসব তুলে ধরেছেন প্রথম খণ্ডে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রধানত নাৎসি দলের বিভিন্ন অনুশাসনসংক্রান্ত। এটি প্রকাশিত হয়েছিল পরের বছরই। মূল 'মাইন ক্যাম্ফ'এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭২০। হিটলার 'মাইন ক্যাম্ফ' উৎসর্গ করেছেন ১৯২৩ সালের সেই বিদ্রোহে, হিটলারের ভাষায় গণআন্দোলনে যাঁরা শহীদ হন এবং মিউনিখ গণআদালতে যাঁদের ফাঁসি হয়, তাঁদের। উৎসর্গপত্রে তিনি নিহত ও ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত সবার নাম উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, 'তথাকথিত জাতীয়তাবাদী কর্মকর্তারা এই মৃত নায়কদের এক জায়গায় কবর দেওয়ার সুযোগটুকু দিতে অস্বীকার করে। সেই কারণে আমার লেখা বইটির প্রথম অংশ তাঁদের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করলাম, যাতে সেই শহীদস্মৃতির চিরায়ত শক্তি আমাদের সংগ্রামী সৈনিকদের আলো দেখাতে পারে।'হিটলার আশা করেছিলেন, তাঁর এই বইয়ের অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হবে। এবং তিনি তাঁর আর্থিক ক্ষতির অনেকটাই এই বই থেকে প্রাপ্ত রয়্যালটি দিয়ে কাটিয়ে উঠবেন। মজার বিষয় হলো, হিটলার বইটির নাম দিতে চেয়েছিলেন 'মিথ্যা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে আমার সাড়ে চার বছরের সংগ্রাম'। কিন্তু বইটির প্রকাশক ফ্রাঞ্জ এহের ভারলাগের প্রধান ম্যাক্স অ্যামান নাৎসি নেতাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, এত বড় নাম পাঠক নেবে না। আরও সংক্ষিপ্ত নাম চাই। মূলত এই ভদ্রলোকই 'মাইন ক্যাম্ফ' নামটি ঠিক করেন।'মাইন ক্যাম্ফ' বইটি প্রথম সম্পাদনা করেন এমিল মরিস, যিনি নাৎসি দলের প্রথম দিকের সদস্য এবং হিটলারের ব্যক্তিগত গাড়িচালক ছিলেন। এরপর বইটির মানোন্নয়নে হাত দেন হিটলারের ডেপুটি রুডলফ হেস।

১৯২৫ সালপূর্ববর্তী জার্মানির গল্প

আমাদের মনে রাখতে হবে, হিটলারের নাৎসি দল জার্মানিতে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে ১৯৩০ সালে। এর তিন বছর পর (১৯৩৩) চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন হিটলার। তিনি ক্ষমতায় আসার কয়েক বছরের মধ্যেই বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা। ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সালে। আর ওই বছরের ৩০ এপ্রিল হিটলারের জীবন শেষ হয়। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হলো, তা আমরা অনেকেই জানি। অতএব সে প্রসঙ্গে আর যাচ্ছি না।

তাহলে এটা স্পষ্ট যে বইটি ১৯২৫ সালপূর্ববর্তী জার্মানি তথা তৎকালীন ইউরোপের গল্প। তৎকালীন বিধ্বস্ত জার্মানি তথা ইউরোপের রোগগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে চরম বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন হিটলার এই বইয়ে। এই বই শুধু হিটলারের মানসিকতা বুঝতে সাহায্য করে না, তৎকালীন ভেঙে পড়া ইউরোপের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবিও এই বইয়ের আয়নায় ধরা পড়েছে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান সব ভাষায় অনূদিত হয়েছে 'মাইন ক্যাম্ফ'। জার্মান অনেক শব্দেরই উপযুক্ত পরিভাষা অন্য ভাষাগুলোতে পাওয়া যায়নি। বিশ্বব্যাপী অনুবাদকেরা তাই বাক্য ধরে সোজাসুজি অনুবাদ না করে হিটলারের বক্তব্যের মূল সুরটাকে বজায় রেখেছেন।

'মাইন ক্যাম্ফ' দীর্ঘ বই

এবার 'মাইন ক্যাম্ফ'এর গল্পে ফিরে যাই। বইটির একেবারে শুরুর দিকেই হিটলারের 'হিটলারি চিন্তা' প্রকাশ পেয়েছে। পররাজ্য দখল করার প্রতি তাঁর যে আগ্রহ, সে কথা জানাতে গিয়ে লিখেছেন, 'যখন জার্মানরা নিজেদের রাষ্ট্রের ফসলে নিজেদের উদর পূর্তি করতে পারবে না, তখনই অন্য রাষ্ট্রের দিকে হাত বাড়ানো উচিত। অবশ্যই লাঙলকে উল্টো করে তখন তরবারি হিসেবে তা ব্যবহার করতে হবে।'

হিটলারের বাবা একজন পোড় খাওয়া মানুষ। অনেক কষ্টেসৃষ্টে একটা সরকারি চাকরি জোগাড় করেছিলেন। ৬৫ বছর বয়সে অবসরে গিয়ে শুরু করেন কৃষিখামার। ভদ্রলোকের বই পড়ার অভ্যাস ছিল। তাঁর বেশির ভাগ বই ছিল মিলিটারি বিষয়সংক্রান্ত। এর মধ্যে একটি বই ছিল ফ্রাংকো-জার্মান যুদ্ধের (১৮৭০-৭১) ইতিহাস নিয়ে। এই বই পড়ে হিটলার জানতে পারলেন, সব জার্মান সে যুদ্ধে অংশ নেয়নি।

তাঁর কিশোর মনে প্রশ্ন, যারা অংশ নিল আর যারা নিল না, উভয় পক্ষ জার্মান হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোনো ফারাক ছিল? আর যদি না থেকে থাকে, তাহলে সবাই কেন একই পতাকাতলে হাজির হলো না? সে যুদ্ধে তাঁর বাবাও অংশ নেননি। হিটলার লিখেছেন, 'তাহলে কি আমরা, আর অন্যান্য জার্মান যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তারা এক নয়?'

হিটলার ১৫ বছর বয়সের আগেই প্রচণ্ড রকম জাতীয়তাবাদী হয়ে পড়েছিলেন। অজার্মান গান গাইতে আপত্তি করেন। অজার্মান শিক্ষকদের কাছে পড়তে সম্মত হননি। টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে হিটলার ও তাঁর বন্ধুরা বড়দের হাতে তুলে দিতেন, যাতে এই সংগ্রাম আরও বেগবান করা যায়। এভাবে জীবনের স্বাদ পেয়ে যান হিটলার। স্কুলে ইতিহাস পড়ানোর ধরন নিয়ে আপত্তি ছিল হিটলারের। তাঁর প্রশ্ন, কবে কোথায় যুদ্ধ হয়েছে, কোন মার্শাল কবে মারা গেছেন, কোন দিনে কার মাথায় রাজমুকুট চড়েছে, এসব খবরাখবর একটা জাতির ইতিহাসে কতটুকু মূল্য? হিটলারের মতে, ইতিহাসের অর্থ হলো কোন বিশেষ ঘটনা কেন, কীভাবে একটি জাতির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল, সেটা জানা। আর অদরকারি বিষয়কে ভুলে গিয়ে কেবল দরকারি জিনিসটা মনে রাখা।হিটলারের মতে, প্রতিটি চিন্তাশীল লোকের রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রাথমিক কর্তব্য। যাদের পারিপার্শ্বিক জগৎটার রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তাদের আলোচনা বা সমালোচনার কোনো অধিকারই নেই।এ সময়ে হিটলার প্রচুর রাজনীতির বই পড়তেন। পড়তে পড়তে ভোর হয়ে যেত। তবে পড়াশোনা বলতে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যা বোঝে, তাঁর কাছে তা ছিল অন্য। তিনি লিখেছেন, বইয়ের পর বই, পাতার পর পাতা পড়লেই তারা পাঠক নয়। যাদের মস্তিষ্কে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা নেই, তারা পাঠক হয় কী করে?

একটা জায়গায় হিটলার লিখেছেন, 'এই সময়ে আমি জাতির অস্তিত্বের পক্ষে দুটো বিপদ উপলব্ধি করতে পারি। এক হলো মার্ক্সিজম, আরেকটি হলো জুডোইজম বা ইহুদি ধর্মমত।'বাবা-মায়ের মৃতুর পর হিটলার ভিয়েনায় চলে যান। ড্রাফটসম্যান ও জলরঙের অঙ্কনশিল্পী হিসেবে যা রোজগার করতেন, তাতে পেট ভরার মতো রুটি কিনতে পারতেন।'মাইন ক্যাম্ফ' দীর্ঘ বই। বইটি শেষ হয়েছে হিটলারের দল গঠন (১৯২০ সালে) এবং প্রথম জনসভা (ওই বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি) আয়োজনের প্রস্তুতি এবং এ নিয়ে তাদের বিরোধী পক্ষের তৎপরতা নিয়ে। তখন সরকারে ছিল ন্যাশনাল পিপলস পার্টি। এদের সঙ্গে মার্ক্সবাদীদের আঁতাত ছিল। তাদের প্ররোচনায় পুলিশ রাস্তা থেকে হিটলারের দলের অনেক প্ল্যাকার্ড সরিয়ে নেয়।সেদিন ছয় হাজার লোক হয়েছিল জনসভায়। প্রথম বক্তার পর দ্বিতীয় বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন হিটলার। তিনি মঞ্চে দাঁড়াতেই এক লোক হইচই শুরু করল। সভার লোক ধস্তাধস্তি করে তাঁকে বের করে দিল।হিটলার লিখেছেন, 'আমি বক্তৃতা দিতে লাগলাম আবেগের সঙ্গে। আমার আবেগময় বক্তৃতা এক উত্তপ্ত উত্তেজনার মধ্যে শ্রোতারা শুনতে লাগল।

মনে হলো, তারা যেন নতুন বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে। চার ঘণ্টা পর উল্লসিত জনতা যখন সভাগৃহ ছেড়ে যেতে লাগল, তখন আমি বেশ বুঝতে পারলাম জার্মানিতে এক বিপ্লব সংঘটিত হতে চলেছে।'

নাম পরিবর্তন
আমি, RAHUL RAUT (পুরাতন নাম) পিতা NILKANT RAU , ঠিকানা- 802, CASCADE-4, UNIWORLD CITY, ACTION AREA - III, NEWTOWN, NORTH 24 PARGANAS - 700160, WEST BENGAL, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে RAHUL NILKANT RAUT (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। RAHUL NILKANT RAUT (নতুন নাম) এবং RAHUL RAUT (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE
I, Bapi Kar resident of Gitanjali Park Sarat Bose Lane, Rajbari, North Dum Dum(M), Rajbari Colony, Dist- North 24 Pgs, Kolkata-700081 West Bengal, India do hereby solemnly affirm & declaring my father's name ATAL BEHARI KAR (old name) shall henceforth be known ATAL BIHARI KAR (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Barrackpore on 15/07/2024. ATAL BEHARI KAR(Old Name) and ATAL BIHARI KAR (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Mahanta Sunder Giri Maharaj & Dr. Debasish Nath (পুরাতন নাম) পিতা Jadulal Nath, ঠিকানা- 32B Harish Chatterjee Street, Kolkata- 700026, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mahanta Sundar Giri Maharaj (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mahanta Sundar Giri Maharaj (নতুন নাম) এবং Mahanta Sunder Giri Maharaj & Dr. Debasish Nath (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Sujata Masih, ঘোষণা করছি যে আমার মেয়ের নাম Ann Veronica Masih (পুরাতন নাম), ঠিকানা- Vill.- Purba Salepur, P.O.- Nabagram, P.S.- Baruipur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743372, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার মেয়ের নাম এখন থেকে Veronica Masih (নতুন নাম) নামে পরিচিত হোলো। Veronica Masih (নতুন নাম) এবং Ann Veronica Masih (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Syed Mushtaque Hussain & Mushtaque Hussain (পুরাতন নাম) পিতা Jani Hossain, ঠিকানা-28/H/11, Sir Syed Ahmed Road, P.O.- Entally, P.S.- Beniapukur, Kolkata- 700014, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 16.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Syed Mushtaque Hossain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Syed Mushtaque Hossain (নতুন নাম) এবং Syed Mushtaque Hussain & Mushtaque Hussain (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Md Nausad Azam (পুরাতন নাম) পিতা Golam Hossain Dhali, ঠিকানা-Vill:- Paschim Madhyampur, P.O.- Paschim Madhyampur, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743429, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nausad Azam (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nausad Azam (নতুন নাম) এবং Md Nausad Azam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Abu Taleb (পুরাতন নাম) পিতা Md Jasimuddin, ঠিকানা-Vill:- Gobardhanpur, P.O.- Gobardhanpur, P.S.- Deganga, Dist. North 24 Pgs, Pin- 743423, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Abutaleb Hossain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম Md Abutaleb Hossain (নতুন নাম) এবং Abu Taleb (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Azharul Dalal (পুরাতন নাম) পিতা Munchur Ali Dalal, ঠিকানা-Vill:- Tarali Dakshin Para, P.O.- Hakimpur, P.S.- Swarupnagar, Dist. North 24 Pgs, Pin- 743273, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ajaharul Islam Dalal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ajaharul Islam Dalal (নতুন নাম) এবং Azharul Dalal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Jorina Begum (পুরাতন নাম) স্বামী Abdul Jabbar Sardar ঠিকানা- Vill:- Tangra, P.O.- Barunhat, P.S.- Hasnabad, Dist. North 24 Pgs, Pin- 743436, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jorina Bibi Sardar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Jorina Bibi Sardar (নতুন নাম) এবং Jorina Begum (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Mohammad Rejaul Islam & Md Rejaul Islam (পুরাতন নাম) পিতা Johar Ali Mandal, ঠিকানা- Vill:- Korapara, P.O.- Sikrakulingram, P.S.- Matia, Dist.South 24 Pgs, Pin- 743428, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rejaul Islam Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rejaul Islam Mandal (নতুন নাম) এবং Mohammad Rejaul Islam & Md Rejaul Islam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, AHINDRA KISHORE ACHARYYA (পুরাতন নাম) পিতা LATE BIBHUTI ACHARYYA, ঠিকানা- VILL & PO-BISHPUR,PS-HASNABAD,NORTH 24 PARGANAS,743435, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে AHINDRA ACHARYYA (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। AHINDRA ACHARYYA (নতুন নাম) এবং AHINDRA KISHORE ACHARYYA (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Prabir Kr Pal & Prabir Pal (পুরাতন নাম) পিতা Basudeb Pal, ঠিকানা- 141Q, Kailash Ghosh Road, Purba Barisha, P.O.- Purba Barisha, Kolkata- 700008, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Probir Pal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Probir Pal (নতুন নাম) এবং Prabir Kr Pal & Prabir Pal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Mrinmoy Kha (পুরাতন নাম) পিতা Sarabindu Kumar Khan, ঠিকানা- Chandpara Dhakuria, P.O.- Dhakuria Kalibari, Bongaon, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743245, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mrinmoy Khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mrinmoy Khan (নতুন নাম) এবং Mrinmoy Kha (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Sarabinda Kumar Kha (পুরাতন নাম) পিতা Sanat Khan, ঠিকানা- Chandpara Dhakuria, P.O.- Dhakuria Kalibari, Bongaon, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743245, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sarabindu Kumar Khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sarabindu Kumar Khan (নতুন নাম) এবং Sarabinda Kumar Kha (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Chakatulla Sardar (পুরাতন নাম) পিতা Kalu Sardar, ঠিকানা-Vill- Shitalia, P.O.- Mominpur, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin - 743291, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Chhakatulya Sardar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Chhakatulya Sardar (নতুন নাম) এবং Chakatulla Sardar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Mahabev Sasmal (পুরাতন নাম) পিতা Late Nandalal Sasmal, ঠিকানা- Bamankhana, P.O.- Kishorepur, P.S.- Khanakul, Hooghly, Pin- 712617, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mahadeb Sasmal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mahadeb Sasmal (নতুন নাম) এবং Mahabev Sasmal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Araful Miraz Sk (পুরাতন নাম) পিতা Sk Sabir Ali, ঠিকানা- Vill.- Saibona, P.O.- Nangulpara, P.S.- Khanakul, Hooghly, Pin- 712406, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sk Areful Miraj (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sk Areful Miraj (নতুন নাম) এবং Araful Miraz Sk (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Hoosna Banu (পুরাতন নাম) স্বামী Sk Nuruzzaman, ঠিকানা-55/H/9/1, Hossain Shah Road, Kolkata- 700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Hasna Banu (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Hasna Banu (নতুন নাম) এবং Hoosna Banu (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Sk Saifuzzaman (পুরাতন নাম) পিতা Sk Nuruzzaman, ঠিকানা-55/H/9/1, Hossain Shah Road, Kolkata- 700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sheikh Saif Uz Zaman (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sheikh Saif Uz Zaman (নতুন নাম) এবং Sk Saifuzzaman (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Parama Bhattacharya (পুরাতন নাম) স্বামী Nirmalya Chakravarty, ঠিকানা-1/3A, Dover Lane, P.S.-Gariahat, Kolkata- 700029, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Parama Chakravarty (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Parama Chakravarty (নতুন নাম) এবং Parama Bhattacharya (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Ramjan Ghatak (পুরাতন নাম) পিতা Arjun Ghatak, ঠিকানা- Faleya, P.O. & P.S.- Gopal Nagar, Bongaon, Pin- 743262, West Bengal, India, বনগাঁ ফাস্ট ক্লাসএক্সেকিউটিভে ম্যাজিস্ট্রেট, Dated 08/07/2024 এর ফিডেভিট দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Romjan Ghatak (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Romjan Ghatak (নতুন নাম) এবং Ramjan Ghatak (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Mohammad Afroz Khan (পুরাতন নাম) পিতা Mohammad Quddus Khan, ঠিকানা- 17A/2, 2nd Floor, Topsia 2nd Lane, P.O.- Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18/07/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Afroz Khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Afroz Khan (নতুন নাম) এবং Mohammad Afroz Khan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, RANJIT KUMAR CHOWDHARY (পুরাতন নাম) পিতা SHYAM SUNDAR CHOWDHARY , ঠিকানা- FD-313,SALT LAKE CITY SECTOR-III,PS-BIDHANNAGAR SOUTH,KOLKATA-700106,W.B, India, বিধাননগর ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, Dated 04.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে RANJIT CHOWDHARY (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। RANJIT CHOWDHARY (নতুন নাম) এবং RANJIT KUMAR CHOWDHARY (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I CHAMPA SAHA, D/O CHITTA RANJAN SAHA, W/O TARUN SAHA, R/O 2, KALI KUMAR MAJUMDER ROAD, SANTOSH PUR, PS SURVEY PARK, KOLKATA -700075, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TINKU SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT CHAMPA SAHA AND TINKU SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, UTTAM KUMAR MITTAL & UTTAM KUMAR AGARWAL (পুরাতন নাম) পিতা LALCHAND AGRAWAL, ঠিকানা- WARD NO-10,DILAWARGANJ KISHANGANJ BAZAR,DIST-KISHANGANJ,BIHAR,PIN-855108, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে UTTAM KUMAR AGRAWAL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম।UTTAM KUMAR AGRAWAL (নতুন নাম) এবং UTTAM KUMAR MITTAL & UTTAM KUMAR AGARWAL (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন
আমি, SHIKHA MITTAL (পুরাতন নাম) স্বামী RAHUL AGARWAL, ঠিকানা- FLAT NO-1B,8A,ASHOKA ROAD,ALIPORE,KOLKATA-700027, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SHIKHA AGARWAL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। SHIKHA AGARWAL (নতুন নাম) এবং SHIKHA MITTAL (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, SULOCHANA MITTAL & SULOCHANA AGARWAL & SULOCHANA AGRAWAL (পুরাতন নাম) স্বামী UTTAM KUMAR AGRAWAL ঠিকানা- WARD NO-10,DILAWARGANJ KISHANGANJ BAZAR, DIST-KISHANGANJ, BIHAR, PIN-855108, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SULOCHANA DEVI AGRAWAL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। SULOCHANA DEVI AGRAWAL (নতুন নাম) এবং SULOCHANA MITTAL & SULOCHANA AGARWAL & SULOCHANA AGRAWAL (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, HEENA JABEEN (পুরাতন নাম) স্বামী MD SHABBIR, ঠিকানা-38/H/1, SHAMSUL HUDA ROAD,PO-CIRCUS AVENUE, PS-KARAYA, KOLKATA-700017, W.B, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 16.07.2024 এর Affidavit নম্বর 33 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে HENA JABEEN (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। HENA JABEEN (নতুন নাম) এবং HEENA JABEEN (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, MD SHABBIR IBRAHIM (পুরাতন নাম) পিতা LATE MD IBRAHIM, ঠিকানা- 22,BRIGHT STREET,PO-CIRCUS AVENUE,PS-KARAYA, KOLKATA-700017, W.B, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 15.07.2024 এর Affidavit নম্বর 25, দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MD SHABBIR (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। MD SHABBIR (নতুন নাম) এবং MD SHABBIR IBRAHIM (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, PRADIP KUMAR SARKAR (পুরাতন নাম) পিতা S/O LATE TARAPADA SARKAR, ঠিকানা- KONAKRISHNAPUR,PO-SEHARA,PS-RAINA ,PURBA BARDHAMAN,713423, W.B, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 16.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে PRADIP SARKAR (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। PRADIP SARKAR (নতুন নাম) এবং PRADIP KUMAR SARKAR((পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, (Old Name) SARDAT ALI SK S/o-ABUBAKKAR SK, Residing at, Vill- Ranipur, Post- Masla, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742301, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SARDAT ALI SK To SARADAT ALI SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SARADAT ALI SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, SARADAT ALI SK and SARDAT ALI SK both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) APTAR ALI SAIKH S/o-NAHAR SEKH, Residing at, Vill- Baje gopalnagar, Post- Nutangram, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from APTAR ALI SAIKH To APTAR ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) APTAR ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, APTAR ALI and APTAR ALI SAIKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) FAIMUDA W/o- ASGAR ALI, Residing at, Vill- Talbangrua, Post- Talbangrua, Ps- Harischandrapur, Dist- Malda, Pin- 732125, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from FAIMUDA To FAIMUDA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) FAIMUDA BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, FAIMUDA BIBI and FAIMUDA both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SEFALI BEGAM W/o- ALI HOSSAIN, Residing at, Vill- Gokarna, Post- Gokarna, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SEFALI BEGAM To SHEFALI BEGUM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SHEFALI BEGUM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, SHEFALI BEGUM and SEFALI BEGAM both are Same and one identical person.

Name Change
I, MD RAFIQUL ISLAM, SON OF NUR ISLAM, RESIDING AT ABDALPUR NATUN PALLY, MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS-700155, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD RAFIKUL ISLAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024.THAT MD RAFIQUL ISLAM AND MD RAFIKUL ISLAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, DOLI SAHA (OLD NAME), WIFE OF SUSHANTA SAHA, RESIDING AT RATHTALA COLONY, PO & PS-RANAGHAT, RANAGHAT, NADIA - 741201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHUMITA SAHA (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024.THAT DOLI SAHA AND MADHUMITA SAHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MUKHERJEE AARYA KAUSHIK, S/O KAUSHIK MUKHERJEE, R/O 9/B, BALARAM BOSE FIRST LANE, PS BHAWANIPORE, KOLKATA -700020, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AARYA MUKHERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT MUKHERJEE AARYA KAUSHIK AND AARYA MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOMTAJ BEGAM, W/O ALI HOSEN SEKH, D/O SEKH NAZEM HOSHEN, R/O VILL & PO- SOALUK MOLLA PARA, PS-PURSURAH, HOOGHLY, 712410, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAMTAJ BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT MOMTAJ BEGAM AND MAMTAJ BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SK JAYNAL ABEDIN & SEKH JAYNAL ABEDIN, S/O SK MAJED ALI, R/O VILL-CHAWKTAJPUR, PO-ILHIPUR, PS-CHANDITALA, HOOGHLY, 712707, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK JAYNAL ABADIN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT SK JAYNAL ABEDIN & SEKH JAYNAL ABEDIN AND SK JAYNAL ABADIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I UBIDUR RAHAMAN MOLLAH, S/O MD FAZLUR RAHMAN MOLLAH, R/O VILL-BARAGOHAL, BIRSIBPUR, PO & PS-ULUBERIA, HOWRAH, 711316, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UBIDUR RAHMAN MOLLAH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT UBIDUR RAHAMAN MOLLAH AND UBIDUR RAHMAN MOLLAH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RAJIB KUMAR CHOWDHURY, S/O LATE SUDHIR RANJAN CHOWDHURI, R/O 17A, CENTRAL ROAD, FLAT NO 3B, JADAVPUR, PO JADAVPUR UNIVERSITY, PS JADAVPUR, KOLKATA - 700032, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJIB KUMAR CHOWDHURI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/07/2024, THAT RAJIB KUMAR CHOWDHURY AND RAJIB KUMAR CHOWDHURI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SABINA KHATOON, W/O ALAMGIR GAZI, R/O VILL - MAHABBATPUR, PO-BHASILA, PS-DEGANGA, NORTH 24 PARGANAS, 743423, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABINA KHATUN BIBI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 12/06/2024,THAT SABINA KHATOON AND SABINA KHATUN BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ALAMGIR, S/O LATE JAMAT ALI, R/O VILL - MAHABBATPUR, PO-BHASILA, PS-DEGANGA, NORTH 24 PARGANAS, 743423, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALAMGIR GAZI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 12/06/2024,THAT ALAMGIR AND ALAMGIR GAZI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, (Old Name) BADIO JAMAL SEKH S/o-INSAN SK, Residing at, Vill- Bhakuri, Post- Chaltia, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742407, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BADIO JAMAL SEKH To BADIOR JAMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BADIOR JAMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, BADIOR JAMAN and BADIO JAMAL SEKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) ABDUL HANNAN S/o- BADIOR JAMAN, Residing at, Vill- Bhakuri, Post- Chaltia, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742407, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ABDUL HANNAN To HANNAN SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HANNAN SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, HANNAN SK and ABDUL HANNAN both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SHARMISTHA ADHIKARI W/o-AMAL KRISHNA ADHIKARI, Residing at, Vill-Ramkrishna ashram Govt House, Block B1/05, Post- Krishnagar, Ps- Kotwali, Dist-Nadia, Pin- 741101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SHARMISTHA ADHIKARI To SARMISTHA ADHIKARI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SARMISTHA ADHIKARI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, SARMISTHA ADHIKARI and SHARMISTHA ADHIKARI both are Same and one identical person.

Name Change
I BUNTY AGARWALA, S/O SUKDEV AGARWAL, R/O 8A, MADHAV DAS LANE, RANGANATHREATER, KHANNA, KOLKATA -700006, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRATAV AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT BUNTY AGARWALA AND KRATAV AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD. SAKIL, S/O MD. SHAHID, R/O 23B, TALTALA LANE, PS TALTALA, PO PARK STREET, KOLKATA -700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. SHAKIL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT MD. SAKIL AND MD. SHAKIL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PARVEEZ ALAM, S/O GHULAM NABI, R/O 84, NARKELDANGA NORTH ROAD, PS-NARKELDANGA, KOLKATA-700011, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARVEZ ALAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024,THAT PARVEEZ ALAM AND PARVEZ ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I DURLOV DAS, S/O DULAL CHANDRA DAS, R/O VILL DHAKURIA, PO DHAKURIA KALIBARI, PS GAIGHATA, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743245, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DURLAV DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT DURLAV DAS AND DURLOV DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I DULAL DAS, S/O LATE LAXMAN CHANDRA DAS, R/O VILL DHAKURIA, PO DHAKURIA KALIBARI, PS GAIGHATA, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743245, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DULAL CHANDRA DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT DULAL CHANDRA DAS AND DULAL DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MASOOMA KHATOON, W/O LATE SHAH MOHAMMAD, R/O 12,TANTI BAGAN ROAD, PS-BENIAPUKUR, KOLKATA-700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MASUMA KHATOON, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT MASOOMA KHATOON AND MASUMA KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I GOUTAM PRAMANIK, S/O SASHI BHUSAN PRAMANIK, R/O NALABARA, SANRAPUL, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743286, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GAUTAM PRAMANIK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT GAUTAM PRAMANIK AND GOUTAM PRAMANIK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PILI BASAK, W/O SAURISH BASAK, R/O VILL+PO DHATRIGRAM, PS KALNA, PURBA BARDHAMAN, PIN-713405, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PIULI BASAK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE KALNA ON 16/07/2024, THAT PIULI BASAK AND PILI BASAK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TEJ BAHADUR PRAJAPATI, S/O LATE LUR KHURA PRAJAPATI, R/O 18/19, SURENDRA NATH BANERJEE LANE, PS MALIPANCHGHARA, HOWRAH -711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TEJU RAM PRAJAPATI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT TEJU RAM PRAJAPATI AND TEJ BAHADUR PRAJAPATI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I NIRMOL ROY, S/O SUBODH ROY, R/O ASHWINI PALLY, BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIRMAL ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT NIRMOL ROY AND NIRMAL ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD FAIYAZ , S/O ABDUL HAQUE, R/O 31/1C, MOMINPUR ROAD, PO KIDDERPORE, PS EKBALPORE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD FAIAZ, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT MD FAIAZ AND MD FAIYAZ ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, RAMASHANKAR SHAW S/O JAMUNA SHAW residing at R.N. Bose Garden Road, P.O.-Hazinagar, PS- Halisahar, Dist.-North 24 Pgs, Pin-743135.W B, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name RAMASHANKAR SHAW instead of RAMASHANKAR JAISWAL, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore on 24/06/2024. RAMASHANKAR SHAW and RAMASHANKAR JAISWAL both are same and one identical person.

অভিনব উদ্যোগ পঞ্চায়েতের, স্কুলে বসানো হলো স্যানেটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ জুলাই ঃ এখনো ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল গুলিতে মাসিক নিয়ে একটা সামাজিক ট্যাবু থেকে গেছে মানুষের মনে। অনেক জায়গায় মেয়েরা এখনো সচেতনতার অভাব বা আর্থিক কারণে স্যানেটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করে না। যার কারণে বিভিন্ন সমস্যারও সৃষ্টি হয় শারীরিক ভাবে। ২০১৮ সালে অক্ষয় কুমার অভিনীত একটি চলচ্চিত্র 'প্যাডমান' এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়ে বার্তা দিয়ে সাড়া ফেলেছিল সমাজে। এবার গ্রাম্য এলাকার একটি স্কুলে প্রশংসনীয় উদ্যোগ পঞ্চায়েতের। এলাকায় প্রথম এই ধরনের উদ্যোগ। মাত্র ৫ টাকা দিলেই মিলবে স্যানিটারি ন্যাপকিন বা প্যাড। তার জন্য স্কুলে বসানো হলো মেশিন। যে মেশিনের নাম স্যানাটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন। পঞ্চায়েতের শাসক বিরোধী উভয়পক্ষই এগিয়ে যান এই মেশিনের উদ্বোধনে। আরে উদ্যোগকে স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকা থেকে শুরু করে অভিভাবকরা প্রত্যেকেই সাধুবাদ জানালেন। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের তুলসিহাটা হাই স্কুল। ওই স্কুলে বুধবার স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিনের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন তুলসিহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমা খাতুন, বিরোধী দল-নেত্রীর মোহবা বিবি, আইএনটিটিইউসি ব্লক সভাপতি আব্বাস আলী সহ অন্যান্য সদস্য সদস্যা শিক্ষক- শিক্ষিকারা। কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি জোটের দখলে রয়েছে এই পঞ্চায়েত। তবে শাসক জোট হোক বা বিরোধী তৃণমূল। এই মেশিন উদ্বোধন হয়েছে সকলের উদ্যোগে। এদিকে মেশিন উদ্বোধনের পর খুশি ছাত্রীরাও। তাদের মতো অনেকেই দূর-দূরান্ত থেকে স্কুলে আসে। প্রত্যেকের কাছে সব সময় টাকা থাকে না তেমন ভাবে। হঠাৎ স্কুলে এসে সমস্যার সম্মুখীন হলে এই মেশিন তাদের অনেক উপকার করবে। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে পরবর্তীতে তারা এলাকার আরো অন্য স্কুলগুলিতে এই মেশিন দেবে। হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতই প্রথম এই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষক থেকে শুরু করে অভিভাবকরা প্রত্যেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন এই উদ্যোগকে। পঞ্চায়েতের প্রধান সুমা খাতুন বলেন, আমাদের পঞ্চায়েতে প্রথম এই ধরনের উদ্যোগ নিলা। এতে ছাত্রীদের অনেক সুবিধা হবে। পরবর্তীতে অন্যান্য স্কুলেও চালু করার ইচ্ছে রয়েছে। বিরোধী দলনেত্রীর স্বামী তথা আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি আব্বাস আলী বলেন, এই মেশিনে ৫ টাকা দিলেই স্যানিটারি ন্যাপকিন পাওয়া যাবে। দূর দূরান্ত থেকে অনেক ছাত্রী আসে। তাদের সমস্যায় পড়তে হয়। ওদের অনেক সুবিধা হবে। স্কুল শিক্ষক আব্দুল ওদুদের বক্তব্য, এই উদ্যোগ নিঃ সন্দেহে প্রশংসনীয়। প্রথমে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হলো। আমাদের স্কুলে এই মেশিন বসানো হলো। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। স্কুলছাত্রী ইশা সাহা জানান, অনেক ছাত্রী তো গ্রাম থেকে আসি আমরা। হঠাৎ করে সমস্যা হলে প্রচন্ড মুশকিল হয়। সবার কাছে সবসময় টাকা থাকে না। তাই আমাদের খুব সুবিধা হবে।

জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে অভিযান চলল শক্তিগড়ের ল্যাংচা বাজারে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৮ জুলাই ঃ জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে অভিযান চলল পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ল্যাংচা বাজারে। জেলা স্বাস্থ্য দফতর বৃহস্পতিবার খাদ্য সুরক্ষা দফতর ও জেলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায়। ১০টি দলে ভাগ হয়ে এই অভিযান চলে। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুবর্ণ গোস্বামী। ল্যাংচা বাজারের বিভিন্ন দোকানে ঢুকে আধিকারিকেরা দোকানে থাকা প্যাকেটজাত দ্রব্যের ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট, কীভাবে খাবার তৈরি হচ্ছে, আদৌ তা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে হচ্ছে কি না সবটা দেখেন। লাইসেন্স ঠিকঠাক আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়। এদিন আধিকারিক, পুলিশরা হন্তদন্ত হয়ে দোকানে ঢুকতেই চমকে যান সকলে। খবর ছড়িয়ে যায়, 'রেইড' হচ্ছে ল্যাংচা বাজারে। হইহই পড়ে যায়। বর্ধমান উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুবর্ণ গোস্বামী জানান, আমাদের কাছে এখানকার খাবার নিয়ে আগেও অভিযোগ এসেছিল। সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, শক্তিগড়ের ল্যাংচা হাব। তার দু'পাশে অজস্র দোকান। দোকানের মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের একাধিকবার ডেকে মিটিং করেছি। বলেছি নিয়ম মেনে স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে খাবার তৈরি করুন, ব্যবসা করুন। লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করুন। অনেকে লাইসেন্স নিচ্ছেন না। খারাপ খাবার দিচ্ছেন। রান্নাঘরের যা অবস্থা তাতে স্বাস্থ্যকর খাবার কোনওভাবেই তৈরি সম্ভব নয়। অনেক সময় এমন হয়, কলকাতার দিকে কোনও জনসমাবেশ হয়। বহু মানুষ রাস্তা থেকে খাবার কিনে খান। অসুস্থ হয়ে পড়বেন তো এরকম খাবার খেলে। আমাদের কাছে রিপোর্টও আছে। পুলিশ, স্বাস্থ্য দফতর যৌথভাবে এই অভিযান করছি।

মেট্রো রেলে ১০ম জোনাল পিএনএম সভা অনুষ্ঠিত

কলকাতা, ১৮ জুলাই ঃ ১৮.০৭.২০২৪ এবং ১৯.০৭.২০২৪ তারিখে মেট্রো রেলওয়ের ১০ তম জোনাল পারমানেন্ট নেগোসিয়েটিং মেশিনারি (PNM) মিটিং মেট্রো রেল ভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ এই সভার প্রথম দিন ছিল। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, অন্যান্য প্রধান বিভাগীয় প্রধান এবং মেট্রো রেলওয়ের সিনিয়র অফিসাররা, শ্রী সুজিত ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রী শিশির চন্দ্র মজুমদার, জোনাল সেক্রেটারি এবং মেট্রো রেল মেনস ইউনিয়নের অন্যান্য প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভার উদ্বোধন করে, শ্রী রেড্ডি তার বক্তৃতায় সমস্ত মেট্রো কর্মচারীদের তাদের নিষ্ঠা এবং কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য আরও নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আলোচনাকালে ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথে বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান, নতুন চিন্তা ও পরামর্শ বিনিময় করা হয়। ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও উষ্ণ পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তার উদ্যোগের জন্য মহাব্যবস্থাপককে ধন্যবাদ জানান এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুলতুবি থাকা দাবিগুলি সমাধান করার অনুরোধ জানান।

শুশুনিয়া পাহাড়ে পড়লো সিড বোম

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৮ জুলাই ঃ বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়। রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে অন্যতম পরিচিত নাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে পর্যটকদের কাছে, পছন্দের জায়গা এই পাহাড়। বছর ব্যাপী দূর দূরান্তের পর্যটকরা ছুটে আসেন এই পাহাড়ে। তবে পাহাড়ের একাংশ ন্যাড়া হওয়ার কারণে বড্ড বেমানান লাগে। তাই পাহাড়ের ন্যাড়া অংশে বুধবার সাত সকালেই সিড বোম অর্থাৎ বীজ বোমা ফেলল বনদপ্তর। গত বছর ঠিক এরকম সময়ে পাহাড়ের রুক্ষ ও ন্যাড়া অংশে সিড বোমা ফেলে বন দপ্তর, আর তাতেই অভাবনীয় সাফল্য আসে। এই বছর ১০০০ পিস বোমা পাহাড়ের বিস্তীর্ণ ন্যাড়া অংশে ছড়িয়ে দেওয়া হলো বলে জানান। ছাতনা ফরেস্ট রেঞ্জ আধিকারিক এশা বোস। শিশু, বামলা, বট, চটরা, শুয়াবুল, শিরিষ সহ বেশ কিছু গাছের বীজ মাটির মন্ডের আকারে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়। যা পাহাড়ের রুক্ষ অংশে সহজেই চারা তৈরি করতে পারবে। পাশাপাশি শতাধিক বৃক্ষ জাতীয় চারা লাগানো হয় পাহাড়জুড়ে। আজ এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে শুশুনিয়া মাঙ্গলিক সংঘের যুবকেরা। বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে ছাতনা বন বিভাগের আয়োজিত এই ধরনের আয়োজিত কর্মসূচিতে যোগদান করতে পেরে খুশি তারা। গত বছরের মত এই বছরেও এই সিড বোমাতে সাফল্য আসবে বলে মনে করছে ছাতনা বনদপ্তর।

ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযান গঙ্গারামপুর পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ জুলাই ঃ ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযান চালাল দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর পুরসভা। বুলডোজার চালিয়ে অবৈধভাবে নির্মাণ হওয়া দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গঙ্গারামপুরে। বৃহস্পতিবার পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্রের নেতৃত্বে ফুটপাত দখলমুক্তের অভিযান শুরু হয়। দোকান সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় অবৈধ নির্মাণ। প্রসঙ্গত, রাজ্যজুড়ে ফুটপাত দখলমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন শহরে ফুটপাত দখলমুক্ত করার কাজ শুরু হলেও বাকি ছিল গঙ্গারামপুর পুরসভা। তাই গঙ্গারামপুর পুরসভার তরফেও মাইকিং করে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে ফুটপাত দখলমুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অনেকে রাজ্য ও জাতীয় সড়কের ধার থেকে দোকান সরিয়ে নিয়েছেন। এদিন সেই নির্মাণগুলো ভেঙে ফেলা হয়। এদিন অভিযান শুরুর আগে শহরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্র সহ বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়ন করা হয়েছিল।

খনিগর্ভে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৮ জুলাই ঃ খনি গর্ভে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ইসিএলের পাণ্ডবেশ্বর কোলিয়ারিতে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃতের নাম সেখ শফিক (৫১), পান্ডবেশ্বর এলাকার বাসিন্দা। জানা গেছে, বুধবার রাত ১০টা নাগাদ ইসিএলের পাণ্ডবেশ্বর কোলিয়ারির খনিগর্ভে কাজ করার সময় হঠাৎই অসুস্থবোধ করেন শেখ শফিক। সহকর্মীরা কোলিয়ারির নিজস্ব হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

উদ্ধার নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ, ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৮ জুলাই ঃ নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ পাচারকারী দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, বৃহস্পতিবার সকালে বহরমপুর থেকে সাগরপাড়াগামী একটি পিকআপ ভ্যান দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। ভ্যান থেকে উদ্ধার হয় ৪৯৯৩ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ। বোতলগুলোকে ময়দার বস্তার তলায় লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানানো হয়েছে। পুলিস সূত্রে খবর, ধৃতরা বিপুল পরিমাণে কাশির সিরাপ বাংলাদেশে পাচারের উদ্দ্যেশ্যেই নিয়ে যাচ্ছিল।

নন্দীগ্রামে মৃত ৩ জনের পরিবারকে মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৮ জুলাই ঃ কেটে গিয়েছে ১৭ বছর। এখনও মৃত্যুর শংসাপত্র পায়নি নন্দীগ্রামে মৃত ৩ জনের পরিবার। দ্রুত এদের মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা শরকারের বেঞ্চ। ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলনকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সিপিএম নেতা - কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে জমি আঃেদালনকারীদের উপরে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। তখন থেকেই নিখোঁজ হন আদিত্য বেরা, সত্যেন গোলে এবং বলরাম সিংহ। এরা প্রত্যেকেই ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ওই ৩ জনের পরিবারের তরফে দাবি করা হয়, তাঁদের খুন করা হয়েছে। এরপর বাম জমানার অবসান হয়ে তৃণমূল ক্ষমতায় এলেও ওই নিখোঁজ তিনজনের পরিবার রাজ্য প্রশাসনের কাছে মৃত্যু শংসাপত্র চেয়েও পায়নি বলে অভিযোগ। এরপরই তাঁরা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়। এদিন হাইকোর্ট জানিয়েছে, আগামী এক মাসের মধ্যে স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসে অনলাইনে আবেদন করবেন এই ৩ পরিবার। সেক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে পঞ্চায়েত। এরপরই দ্রুত তাদের ডেথ সার্টিফিকেট দিতে হবে। এই নির্দেশের পরই হাই কোর্টের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারি। তিনি তখন তৃণমূলে ছিলেন। এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন শুভেন্দু। এদিন শুভেন্দু এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে লেখেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম আন্দোলনের জন্য ক্ষমতা দখল করতে পেরেছিলেন। কিন্তু যাঁরা ওই আন্দোলনে প্রকৃত অর্থে লড়াই করেন, তিনি তাঁদের অবহেলা করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন তাঁদের মৃত্যু শংসাপত্র দেওয়ার আর্জিকে নাকচ করে গিয়েছে।'

বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ৫

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৮ জুলাই ঃ মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই বাইকের চালক সহ মোট পাঁচ জনের মৃত্যু। আরও দুইজনের অবস্থা সঙ্কটজনক। ঘটনাস্থলেই দুইজন নিহত হন। বাকি তিন জন হাসপাতালে মারা যান। বাকি গুরুতর আহত দুইজন রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, দুটি বাইকের মধ্যে একটিতে চালক সহ চারজন ছিলেন। অন্যটিতে চালক সহ তিনজন। তারা এক জায়গার ছিলেন না। কেউ কুশমোড়ের করমজি গ্রামের বাসিন্দা। কেউ স্থানীয় যশোহরি গ্রামের। মহররম উপলক্ষ্যে তারা বন্ধুদের সঙ্গে বাইকে ঘুরতে বের হয়েছিল। মৃতদের নাম সামসুল হক, মিসবুল হক, আরিফ মহম্মদ, নাসিম সেখ ও রহমতুল্লা। বুধবার রাতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রানীগঞ্জ- মোড়গ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বীরভূমের রামপুরহাট থানার পুরাপাড়া গ্রামের কাছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নলহাটির দিক থেকে একটি বাইকে চেপে তিন যুবক রামপুরহাটের দিকে আসছিল। সামনের দিক থেকে অপর একটি বাইক আসছিল চার যুবক। ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে রামপুরহাট থানার পুরাপাড়া গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই বাইক আরোহীর। গুরুতর আহত হন বাকী পাঁচজন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রামপুরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরো তিন জনের।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৮ জুলাই ঃ কারখানায় কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার বাঁশকোপা শিল্পতালুকের একটি বেসরকারী কারখানায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম মনোজ মাহাতো (২৭)। বাড়ি পুরুলিয়ায়। ঘটনায় জানা গেছে, এদিন সকালে কাঁকসায় বাঁশকোপার একটি বেসরকারী কারখানায় কাজ করার সময় কারখানার ওই শ্রমিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়। অন্যান্য শ্রমিকরা দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

জামালপুরে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান ১৩২ টি পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৮ জুলাই ঃ লোকসভায় রেকর্ড ভোটে জিতেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকার। উন্নয়নের পক্ষেই ভোট দিয়েছেন বলে মনে করেন জামালপুর ব্লক নেতৃত্ব। সেই উন্নয়নে নিজেদের সামিল করতে বৃহস্পতিবার জামালপুর ব্লক পার্টি অফিসে পাঁচড়া অঞ্চলের বড় ভূরকা গ্রাম থেকে প্রায় ১৩২ টি পরিবার বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান করেন। তৃণমূলে যোগ দিতে আসা গণেশ মালিক, পতিত বাগ, মিঠু বাগ,তাপস বাগ সহ অন্যান্যদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন সেকথা রাখেন। কিন্তু বিজেপি ঠিক তার উল্টোটা। এই ভোটের পর সেটা ভালো ভাবেই বুঝতে পারছেন বিজেপি কর্মীরা। তাই তারা মুখ্যমন্ত্রীর উন্নযনে তারা যোগদান করার জন্য তৃণমূল যোগদান করলেন। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা মা - মাটি - মানুষের নেত্রী জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সারা রাজ্যে যে উন্নয়ন করছেন তা সারা রাজ্যের মানুষ বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকরাও। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়ন দেখেই এদিন এতগুলি পরিবার বিজেপি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। নবাগত সদস্যদের উষ্ণ অভ্যর্থনার সাথে দলে স্বাগত জানায় জামালপুর ব্লক নেতৃত্ব।

২১ জুলাই কর্মসূচীতে যোগ দিতে ধর্মতলার উদ্দ্যেশ্যে রওনা দিতে শুরু করল তৃণমূল কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৮ জুলাই ঃ ২১ জুলাই কর্মসূচীতে যোগ দিতে আলিপুরদুয়ার থেকে ধর্মতলার উদ্দ্যেশ্যে রওনা দিতে শুরু করল তৃণমূল কর্মীরা। আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন রেল স্টেশন থেকে বিভিন্ন ট্রেনে করে তৃণমূল কর্মীরা কলকাতা ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে তিস্তা তোর্সা ট্রেনে করে প্রচুর তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা কলকাতা ধর্মতলা উদ্দ্যেশ্যে রওনা দেন। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন স্টেশনে যেমন ধূপগুড়ি, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন শাসক দলের কর্মী সমর্থকরা কলকাতা যাচ্ছেন। ২১ জুলাই কলকাতার শহীদ স্মরণের ধর্মতলা চলো সেই উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকদিন থেকে ধূপগুড়ি রেল স্টেশনে ধূপগুড়ি বাসস্ট্যান্ডে শাসক দলের নেতা - নেত্রীদের ভিড় দেখা যায়। আজকে ধূপগুড়ি স্টেশনে তিস্তা তোর্সা ট্রেনে চেপে শতাধিক শাসক দলের নেতা-নেত্রী সহ কর্মী সমর্থকরা যাবেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। উপস্থিত রয়েছেন ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি দীপু রায় এবং ধূপগুড়ি গ্রামীণ ব্লক - এর যুব সভাপতি ধরণী রায় এবং প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীনেশ মজুমদার এবং ছাত্রনেতা কৌশিক রায়। তার সাথে বারোঘরিয়া অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি গোবিন্দ সরকার। আরো শাসক দলের নেতা-নেত্রীরা যদিও তিস্তা তোর্সা ট্রেনে যাবে সেই ট্রেন সময় মতো আসেনি ট্রেনের অপেক্ষায় রয়েছেন নেতা নেত্রীরা।

চুরি করতে ঢুকে গৃহস্তের হাতে ধরা পড়ে গেল চোর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই ঃ চুরি করতে ঢুকে গৃহস্তের হাতে ধরা পড়ে গেল চোর। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানায় এলাকায়। জানা গেছে, গত ১৫ তারিখ ভক্তিনগর থানার আনন্দ বিহার কলোনি এলাকার অম্লান জ্যোতি সরকারের বাড়ি থেকে বেশ কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি যায়। এরপর ওই চুরির বিষয় নিয়ে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অম্লান জ্যোতি সরকার। অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার তদন্তে নামে ভক্তিনগর থানার প্লেন ক্ললস পার্টির পুলিশ। বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে অপরাধীকে মোটামুটি চিহ্নিত করে ফেলেছিল পুলিশ। এরই মাঝে বিপত্তি। অভিযুক্ত আবারও একই আবাসনেই চুরি করতে ঢুকে ধরা পড়ে গেল গৃহস্থের হাতেই। বুধবার রাতে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় আনন্দ বিহার কলোনি এলাকায়। অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে বেধড়ক মারধর করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর খবর দেওয়া হয় ভক্তিনগর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ভক্তিনগর থানার প্লেন ক্লথস পার্টির পুলিশ। পুলিশ এসে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীদের হাত থেকে অভিযুক্ত রাকেশ মিস্ত্রিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এরপর অভিযুক্ত রাকেশকে নিয়ে চলে অভিযান। বুধবার গভীর রাতে বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে পুলিশ আনন্দবিহার কলোনী এলাকা থেকে চুরি যাওয়া অম্লান জ্যোতি সরকারের ল্যাপটপ, দামি ঘড়ি, দামি পারফিউম, ওয়াইফাই পড, পেনড্রাইভ সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। ধৃত রাকেশ মিস্ত্রি খোলা চাঁদ ফাপড়ী এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

E-TENDER

The Executive Officer, Pingla Panchayat Samiti invites Tender for 30 Nos. Schemes under Pingla P.S.

NOTICE INVITING E-TENDER NO.

NIT NO.	No. of Published Tender	Last Date of Application
Pingla/e-NIT/ 15th FC/ 003 /2024-25	30	23.07.2024 up to 17.30 Hrs.

Details of the Tender notice is available in website **wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer,
Pingla Panchayat Samiti

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

The Forest Friendly Company

সিআইএনঃ এল২০২১১ডব্লুবি১৯৫৭পিএলসি০২৩৪৯৩
এসআর নিবন্ধিত অফিসে ঃ ৯ পারসি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস ঃ নর্থ ব্লক,৪র্থ তলা,
১১৩ পার্ক স্ট্রিট,কলকাতা-৭০০০১৬ ফোনঃ ০৩৩-২২৬৫২২৭৪
ই-মেইলঃ corp@duroply.com, ওয়েবসাইটঃ www.duroply.in

৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ডুরোপলি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সদস্যদের (কোম্পানি) **৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা** (এজিএম) **শুক্রবার, ৯ আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ০৪.৩০ টায়** অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ((‘ভিসি’) বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (‘ওএভিএম’)-এর মাধ্যমে ৬৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে সেট করা ব্যবসাগুলিকে লেনদেন করতে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) তার সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১, নং ০২/২০২২, নং ১০/২০২২ এবং নং ০৯/২০২৩ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ যথাক্রমে (অতঃপর সংগৃহীত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ‘এমসিএ সার্কুলার’) পড়ুন এসইবিআই সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং ৭ই অক্টোবর, ২০২৩ (এর পরে, সম্মিলিতভাবে এসইবিআই সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), কোম্পানিগুলিকে ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনা করার অনুমতি দিয়েছে, পূর্বোক্ত সার্কুলার এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ (সংশোধিত) (অ্যাক্ট) এবং এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (সংশোধিত হিসাবে) (লিস্টিং রেগুলেশনস)-এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে।

উল্লিখিত সার্কুলার অনুসারে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৬৭তম এজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত আছে, ১৮ জুলাই, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে। কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী / রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড এবং ৫ জুলাই, ২০২৪ শুক্রবার পর্যন্ত কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার রয়েছে।

২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য ৬৭তম এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন, www.duroply.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। আরও, ৬৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি ই-ভোটিং সংস্থা-সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) অর্থাৎ www.evotingindia.com-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

৬৭তম এজিএম সংক্রান্ত আরও বিশদ বিবরণের জন্য সদস্যদের কোম্পানির দ্বারা জারি করা ১৬ জুলাই, ২০২৪ তারিখের সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন এবং ‘ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস’ (ইংরেজি) এবং ‘দুরন্ত বার্তা’ (বাংলা) ১৭ জুলাই, ২০২৪-এ প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লিখিত বিজ্ঞাপনটি কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

সদস্যদেরও এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যেঃ

১. আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত হিসাবে) এর ২০ বিধি এবং SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 নম্বর SEBI সার্কুলার সহ পঠিত তালিকা প্রবিধানের প্রবিধান ৪৪ এর সাথে পড়ুন তারিখে ৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তালিকাভুক্ত এন্ট্রিটি দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধা সম্পর্কিত, কোম্পানিটি CDSL এর মাধ্যমে তার সদস্যদের এজিএমে লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট। SEBI সার্কুলার নো SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P /2020/242 তারিখের ৯ ডিসেম্বর, ২০২০ ই-ভোটিং প্রক্রিয়াও সমস্ত স্বতন্ত্র ডিম্যাট অ্যাকাউন্টধারীদের জন্য তাদের ডিম্যাটের মাধ্যমে একক লগইন শংসাপত্রের মাধ্যমে সক্ষম করা হবে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের অ্যাকাউন্ট ওয়েবসাইট। এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি ও নির্দেশাবলী নোটিশের সাথে প্রদান করা হয়েছে।

২. বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসাগুলি শুধুমাত্র ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। যে সদস্যদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা উপকারী মালিকদের রেজিস্টারে, ২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে কাট-অফ তারিখ হিসাবে উপস্থিত রয়েছে, তারা ই- ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। রেজোলিউশনের উপর ভোট(গুলি) যেকোন সদস্য দ্বারা দেওয়া হলে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করা যাবে না। দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে মঙ্গলবার, আগস্ট ৬, ২০২৪ (সকাল ৯.০০ 1ST) এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার, ৮ আগস্ট, ২০২৪ (বিকাল ৫.০০ 1ST)। তারপরে, দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি CDSL দ্বারা বিকাল ৫.০০ -এ নিষ্ক্রিয় করা হবে ৮ আগস্ট, ২০২৪-এ। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, অর্থাৎ, শুক্রবার, আগস্ট ২, ২০২৪, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে নোটিশটি ব্যবহার করা উচিত।

৩. এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি, তারা www.evotingindia.com এর মাধ্যমে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএম চলাকালীন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে যোগ্য হবেন।

যেসকল সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই- ভোটিং দ্বারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তারা ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন কিন্তু এজিএম চলাকালীন তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

৪. যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার অর্জন করেন এবং AGM-এর নোটিশ পাঠানোর পর সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, অর্থাৎ, শুক্রবার, ২ আগস্ট, ২০২৪ লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি অনুরোধ পাঠানোর মাধ্যমে। লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যাইহোক, যে সদস্যরা ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত আছেন তারা ই- ভোটিংয়ের জন্য তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

৫. যদি এজিএম এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত আপনার কোন প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, আপনি www.evotingindia.com-এ পাওয়া প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ("FAQ") এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন, সহায়তা বিভাগের অধীনে বা হেল্পডেস্কে একটি ইমেল লিখতে পারেন helpdesk.evotingcdslindia.com অথবা ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে কল করুন। ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ মিঃ রাকেশ ডালভি, ম্যানেজার, (CDSL) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারে (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com এ একটি ইমেল পাঠান বা ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে কল করুন।

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ১০ এবং SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৪-এর রেগুলেশন ৪২-এর সাথে পঠিত। ৬৭ তম এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ৩ আগস্ট, ২০২৪ থেকে ৯ আগস্ট, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ জুলাই ১৮, ২০২৪

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
(কোমল ধ্রুব)
কোম্পানি সচিব

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil) (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/216 (1st Call)

Name of work : **Installation of pedestrian barrier and guard rail at Elliot Road crossing to Park Street crossing on AJC Bose Road and other different places of KMC.** Estimate Amount(Incl. GST & CESS) : ₹ **4,84,710.38**.(Excl. Contingency Amt.) Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period Completion: **120 days**.

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/25 (1st Call)

Name of work : **Painting Kerb & Railing at E.M.Bypass from Dhapa Road to Chingrighata Crossing under Br. - VII.** Estimated Amount(Incl. GST & CESS) : ₹ **4,95,871.85**.(Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period Completion: **45 days**.

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/24 (1st Call)

Name of work : **Painting of Kerb stone on A.J.C.Bose Road from Exide More to Park Street in Ward No. - 63, Br. - VII.** Estimated Amount(Incl. GST & CESS) : ₹ **3,58,132.75**.(Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **7,500.00**. Period Completion: **45 days**.

(4) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/21 (1st Call)

Name of work : **Painting of Guard Railing on A.J.C.Bose Road from Hastings More to Camac Street in Ward No. - 63, Br. - VII.** Estimated Amount(Incl. GST & CESS) : ₹ **4,98,592.72**.(Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period Completion: **45 days**. Last Date and Time of submission of all Bids : **01.08.2024 – 12 Noon.** (for Sl. No. 1) **29.07.2024 – 12 Noon.**(for Sl. No. 2 to 4) The bid forms and other details are available on and from **23.07.2024 at 12 Noon** (for Sl. No. 1) **19.07.2024 at 12 Noon.**(for Sl. No. 2 to 4) in the website **https://wbtenders.gov.in.**(for Sl. No. 1 to 4)

The **Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC** invites e-Tender for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/24-25/PH-II/03

Name of work : **Improvement of electrical system of control desk for operation of Gate valves, Backwash & Air blower motors for Bed no. 7 with replacement of defective electrical accessories and allied works at WTP-III, GRWW.** Estimated Amount : ₹ **2,59,972.00**. Earnest Money: ₹ **5,200.00**. Period Completion: **12 days**.

(2) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/24-25/PH-II/10

Name of work : **Renovation with replace of damaged spare parts, testing and commissioning of EOT crane of Chlorine Tonner Room at WTP-III, GRWW.** Estimated Amount : **Quotation**. Earnest Money: ₹ **3,900.00**. Period Completion: **7 days**. Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) : **07.08.2024 at 2.00 P.M./09.08.2024 at 2.00 P.M.**(for Sl. No. 1 & 2). The bid form and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (W.S)/(TPS), KMC** invites Tender online in two-bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/TPS/30/2024-2025

Name of work : **Installation of 800MM DIA butterfly valve delivery line of Pump-1 of station-3 at TPS.** Estimated Amount : ₹ **2,69,252.34**. Earnest Money: ₹ **5,400.00**. Period Completion: **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/TPS/32/2024-2025

Name of work : **Supply and installation of new gearboxes of 500MM and 600MM DIA butterfly valves at valve station and Z-IV Bypass of TPS.** Estimated Amount : **Quotation**. Earnest Money: ₹ **2,000.00**. Period Completion: **15 days**. Last Date and Time of submission bid: **31.07.2024 upto 2.00 P.M.** (for Sl. No. 1 & 2). For detail information please visit website **https://wbtenders.gov.in.** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (W/S), S.S.Unit, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-121/03/24-25 (1st Call)

Name of work : **Development of filter water pressure by laying of 150MM DIA D.I. outlet pipe from H/No 387 to 27/9 opposite Canara Bank R.R.M Roy Road in Ward No. 121, BR.-XIV.** Estimated Amount(Including GST & CESS) : ₹ **2,73,726.45**. Earnest Money: ₹ **5,500.00**. Period Completion: **20 days**.

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-121/04/24-25 (1st Call)

Name of work : **Restoration of 600MM DIA reserve main water supply pipeline at Biren Roy Road (East) nearest H/No-15, 22 with allied works in Ward No. 121, BR.-XIV.** Estimated Amount(Including GST & CESS) : ₹ **2,46,277.51**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period Completion: **20 days**.

(3) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-129/02/24-25 (1st Call)

Name of work : **Replacement of old and damaged 200 MM C.I. water main by 200 MM DIA D.I. pipe at M.B.Road from Hanuman Mandir to Bahadur Pukur in Ward No. 129, BR.-XIV.** Estimated Amount(Including GST & CESS) : ₹ **4,22,756.40**. Earnest Money: ₹ **8,500.00**. Period Completion: **21 days**. Last date of submission of bid : **06.08.2024 upto 4.00 P.M.**(for Sl. No. 1 & 2) & **29.07.2024 upto 4.00 P.M.**(for Sl. No. 3) Tender will be opened on : **08.08.2024 at 4.00 P.M.** (for Sl. No. 1 & 2) & **31.07.2024 at 4.00 P.M.** (for Sl. No. 3) The bid forms and other details are available on & from **24.07.2024 at 4.00 P.M.** (for Sl. No. 1 & 2) & **20.07.2024 at 4.00 P.M.** (for Sl. No. 3) from the website **https://etender.wb.nic.in.** (for Sl. No. 1 to 3)

242/24-25

কলকাতা লিগে প্রথম জয় পেল মোহনবাগান

১-০ গোলে পিয়ারলেসকে হারাল সবুজ-মেরুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ ডার্বি ম্যাচ জয়ের পরে কাস্টমসের বিরুদ্ধে আটকে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। খেলার ফল হয়েছিল গোলশূন্য। লাল হলুদ দল আটকে গেলেও মোহনবাগান বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে জয়ে ফিরল। পিয়ারলেসের বিরুদ্ধে ম্যাচে ১-০ গোলে জিতেছে সবুজ মেরুনের রিজার্ভ দল। এদিন ম্যাচে মোহনবাগানের জয়ে গোলটি একেবারে ছবির মতো হয়েছে। মাঝমাঠ থেকে আক্রমণটি তৈরি হয়, তারপর দুই উইং সচল ছিল বলে গোলটি হয়। কলকাতা লিগে এর আগে দুটি ম্যাচ ড্র করে মোহনবাগান। আটকে গিয়েছিল ভবানীপুর ও রেনবো এফসি-র বিপক্ষে। ডার্বি ম্যাচে দুই গোলে হারে মোহনবাগান। লিগে এগারো নম্বরে চলে গিয়েছিল মোহনবাগান। এদিন না জিতলে তাদের অবনমনে খেলার সম্ভাবনা বাড়ত। মরণবাঁচন

ম্যাচে জয় পালতোলা নৌকার। গোল করেন থুমসল টংসিন। ম্যাচের প্রথম ২০ মিনিট কোনও সুবিধে করতে পারেনি মোহনবাগান। তাদের আক্রমণগুলো বিপক্ষের মাঝমাঠে এসে আটকে গিয়েছে। দলের দুই ফরোয়ার্ড সুহেল ভাট, ফারদিন আলি মোল্লারা গোলের বলই পাননি। পিয়ারলেস পালটা আক্রমণ গড়লেও তারা অনভিজ্ঞতার কাছে হার মেনেছে। খেলার ২৩ মিনিটে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। বাঁদিক থেকে একক প্রয়াসে বল নিয়ে এগিয়ে ডি'বক্সের মধ্যে থেকে ডানপায়ের শটে গোল করেন ভিনরাজ্যের তারকা। গোলের পরে মোহনবাগানকে যেমন দেখার কথা ছিল, সেটি দেখা যায়নি। তাদের কৌশলগুলো হারিয়ে গিয়েছে মিসপাসের জন্য। কোচ কার্ডেজো প্রি-সিজন প্র্যাকটিস কেমন করিয়েছেন, সেই নিয়ে সমর্থকদের মধ্যেও গুঞ্জন ছিল। বিরতির পরে পিয়ারলেস আক্রমণ গড়লেও কাজের কাজ কিছু করতে পারেনি। তারা মোহনবাগানের রক্ষণের ভিড়ে আটকে গিয়েছে। ম্যাচের ৬৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ এসেছিল টাইসন সিংয়ের কাছে। তাঁর ফ্রিকিক প্রতিহত করেন পিয়ারলেস গোলরক্ষক সত্যব্রত। শেষেরদিকে মোহনবাগানের সালাউদ্দিনের গোল করার চেষ্টা বৃথা গিয়েছে।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে কোপাজয়ী আর্জেন্টিনা

জুরিখ, ১৮ জুলাইঃ টানা দুবার কোপা আমেরিকা জয়ের পাশাপাশি বিশ্বজয়। দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম দল হিসেবে 'ত্রিমুকুট' জিতেছে আর্জেন্টিনা। সদ্য প্রকাশিত ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে লিও মেসির আর্জেন্টিনাই। কোপায় অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নীল-সাদা জার্সিধারীরা। আর্জেন্টিনা নিজেদের নিয়ে গিয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরের পৃথিবীতে। ক্রমতালিকায় অনেকটাই এগিয়েছে স্পেন। পাঁচ ধাপ এগিয়ে তিন নম্বরে উঠে এসেছেন ইয়ামালরা। কোপা আমেরিকায় এবার কিছু করতে পারেনি ব্রাজিল। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেয় তারা। র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ নেমে গিয়েছে ব্রাজিল। তাদের র‍্যাঙ্কিং এখন পাঁচ। গত বছরের এপ্রিলে ব্রাজিলকে সরিয়েই র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছিল আর্জেন্টিনা। ১৫ মাস ধরে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে তারা। ইউরোর সেমিফাইনালে স্পেনের কাছে হেরে বিদায় নেয় ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপেরা রয়েছেন দুনম্বরে। টানা দুবার ইউরোর ফাইনালে পৌঁছেও ইউরোপসেরা হতে পারেনি ইংল্যান্ড। র‍্যাঙ্কিংয়ে তারা চার নম্বরে। ৬,৭ ও ৮ নম্বরে যথাক্রমে বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও পর্তুগাল। কোপার ফাইনালে ওঠার জন্য ন'নম্বরে উঠে এসেছে কলম্বিয়া। দশ নম্বরে গতবারের ইউরোজয়ী ইটালি। এশীয় দলগুলোর মধ্যে শীর্ষে জাপান। ক্রমতালিকায় ভারত ১২৪ নম্বরে। অন্যদিকে আর্জেন্টিনার নীল-সাদা জার্সিতে অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন কোপা আমেরিকার ফাইনালে। কিন্তু আর্জেন্টাইন উইঙ্গারের স্ত্রী জর্জেলিনা জানালেন নতুন খবর। আর্জেন্টিনার জার্সিতে আরও কয়েক মিনিট খেলতে পারেন দি মারিয়া। এমন একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সেপ্টেম্বরে ২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ঘরের মাঠ মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে চিলির বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার পরবর্তী ম্যাচ। আর্জেন্টিনার রেডিও 'রাদিও লা রেদ'কে জর্জেলিনা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দি মারিয়া বিদায়ী ম্যাচটা যেন আর্জেন্টিনায় খেলে। চিলির বিরুদ্ধে ১১ মিনিট মারিয়া খেলবে কি না, তা আমার জানা নেই। তবে এই ভাবনাটা বেশ ভালো। আমার খুব ভালো লেগেছে। আশা করি মারিয়ারও ভালো লাগবে। কোপা আমেরিকা শুরু হওয়ার আগেই দি মারিয়া জানিয়ে দিয়েছিলেন, এটাই নীল-সাদা জার্সিতে তাঁর শেষ টুর্নামেন্ট। ফাইনালে কলম্বিয়াকে হারিয়ে কোপা চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচটাই দি মারিয়ার শেষ ম্যাচ হয়ে যায়।

আইসিসি-র সভায় ভারত-পাক মহাযুদ্ধ!

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে চড়তে পারে কলম্বোর পাঁচতারা

লাহোর, ১৮ জুলাইঃ এবার আর মাঠের মধ্যে নয়, ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেটীয় লড়াই হবে কলম্বোর পাঁচতারা হোটেলে। ২২ থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত আইসিসি-র বৈঠক হবে। এই সভায় আলোচনা হতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের ম্যাচ ভেন্যু নিয়ে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কিংবা মিনি বিশ্বকাপের আসর। পাকিস্তানের মূলত তিনটি শহরে খেলাগুলি হবে। ভারতের সব ম্যাচগুলি হওয়ার কথা রয়েছে লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্র সরকার জানিয়ে দিয়েছে, তারা ক্রিকেট দলকে পাকিস্তানে যাওয়ার সবুজ সঙ্কেত দেবে না। এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ ওই সভায় জানিয়ে দেবেন। পাক বোর্ডের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন নকভি। তিনি ওই কথার জবাবে কী বলবেন, সেই নিয়ে আগাম আলোচনা শুরু হয়েছে। ২০০৮ সালে পাক জঙ্গিবাহিনী মুম্বই হামলার পরে থেকেই ভারত সরকার পাক মাটিতে কোনও দলকে পাঠাতে চাইছে না। দুই দেশের মধ্যে তারপরে সিরিজ হলেও সেটি নিরপেক্ষ স্থানে হয়েছে। সেই হিসেবে ভারতীয় বোর্ড এবারও অনড় আইসিসি নিরপেক্ষ কেন্দ্রেই দুই দেশের লড়াইয়ে সবুজ সঙ্কেত দেবে। এই নিয়ে পাক বোর্ড আপত্তি তুলবে। তাদের বোর্ড একটি কেন্দ্রেই ভারতের খেলার ব্যবস্থা করবে, যাতে নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক না থাকে। তারপরেও ভারতীয় বোর্ডের পদক্ষেপ নিয়ে খুশি নয় পাক বোর্ড। বিসিসিআই চাইছে ভারত-পাক ম্যাচ বলেই নয়, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের সব ম্যাচ দুবাই কিংবা শ্রীলঙ্কায় দেওয়া হয়। এই নিয়ে বচসা বাঁধতে পারে কলম্বোর সভায়। কারণ ভারতীয় দল পাকিস্তানে খেলতে না গেলে বিরাট অর্থের ক্ষতির সম্মুখিন হবে পিসিবি (পাক ক্রিকেট বোর্ড)। সেই অর্থ পাক বোর্ড বিসিসিআই-র কাছে চাইতে পারে। এই বিতর্ক থামাতে আইসিসি কী ভূমিকা নেয়, তারদিকেও চেয়ে রয়েছে ক্রিকেট বিশ্ব।

বাগানে এ বার 'রত্ন' ঘরের ছেলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ মোহনবাগান তাঁর ছেলেবেলার প্রেম। স্কুলে পড়াকালীন ক্লাস বাঙ্ক করে প্রায়ই চলে যেতেন মোহনবাগান মাঠে। কলকাতা লিগের উত্তেজক ম্যাচ তাঁকে টানত। আটের দশকের অধিকাংশ ফুটবলার তাঁর কাছে স্বপ্নের নায়ক ছিলেন। এ গল্প সময় পেলেই নানান আড্ডায় বারবার তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁকে বলতে শোনা যেত, ফুটবলার হওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ফুটবলটা অবশ্য ভালোই খেলতেন। কিন্তু কপাল যে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ২২ গজে। ফুটবল খেলেননি হয়তো, মোহনবাগানের হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন চুটিয়ে। ক্লাব ক্রিকেটে সবুজ-মেরুনের নেতৃত্বও দিয়েছেন। সেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এ বার পাচ্ছেন মোহনবাগান রত্ন। টুকরো টুকরো অনেক ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে মোহনবাগানে। সৌরভের সেই স্মৃতি বিজড়িত ক্লাব এ বার তাঁরই হাতে তুলে দিচ্ছে সর্বোচ্চ সম্মান। সবুজ-মেরুনের হয়ে টানা ৯টা

মরসুম খেলেছেন ক্লাব ক্রিকেট। মোহনবাগান ক্লাব থেকেই হয়েছিলেন জাতীয় টিমের ক্যাপ্টেন। সৌরভের সম্মতি নিয়েই তাঁকে রত্ন বাছা হয়েছে। ২৯ জুলাই সৌরভ নিজে হাজির থাকবেন মোহনবাগান দিবসে। ফুটবলে ঘরের ছেলে হয়, ক্লাব ক্রিকেটে এ সব তকমা মেলে না। কিন্তু সৌরভ বাগানের ঘরেরই ছেলে। মহারাজকে রত্ন দিতে পেরে বাগানও বোধ হয় একইসঙ্গে আপ্লুত। মোহনবাগানে আজ কার্যকরী কমিটির বৈঠক ছিল। সেখানেই ২৯ জুলাই নিয়ে আলোচনা হয়। তাতে জানা যায় ইস্টবেঙ্গলের পর এ বার মোহনবাগানেও রেফারিদের সম্মান দেওয়া হবে। এক ঝলকে দেখে নিন মোহনবাগান দিবসে কে কোন পুরস্কার পাচ্ছেন? সেরা তরুণ ফুটবলার-সুহেল ভাট, সেরা ফরোয়ার্ড-মনবীর, সেরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট-দেবাশিষ দত্ত, সেরা স্পোর্টস অফিসিয়াল-সৌরভ পাল, সেরা ক্রিকেটার-আবির ঘোষ, সেরা ফুটবলার-দিমিত্রি পেত্রাতোস, লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট-প্রয়াত বিমল মুখোপাধ্যায় (১৯৩৯ সালের লিগজয়ী অধিনায়ক), মোহনবাগান রত্ন-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিরাট আর্থিক ক্ষতি আইসিসির

দুবাই, ১৮ জুলাইঃ আমেরিকায় বিশ্বকাপ আয়োজন করতে গিয়ে 'ফতুর' হয়ে গিয়েছে আইসিসি! এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি উঠে এসেছে সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে। জানা গিয়েছে, ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার লোকসান হয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার। ভারতীয় মুদ্রায় এই অঙ্কটা ১৬৭ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, এই প্রথমবার মার্কিন মুলুকে আয়োজিত হয়েছিল টি-২০ বিশ্বকাপ। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র আমেরিকায় বিশ্বকাপ আয়োজন করা হয়েছিল বলেই আইসিসির বিশাল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সভায় এই নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলেও সূত্রের খবর। যদিও তিনদিন ব্যাপী বৈঠকের অ্যাজেন্ডায় এই বিষয়টি আলোচনার জন্য রাখা হয়নি। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, পোস্ট-ইভেন্ট রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার সময়ে হয়তো কথা হতে পারে মার্কিন মুলুকে বিশ্বকাপ আয়োজন করা নিয়ে। উল্লেখ্য, মার্কিন আমজনতাকে ক্রিকেটের প্রতি আরও বেশি আগ্রহী করে তুলতেই সেদেশে টি-২০ বিশ্বকাপের আয়োজন করেছিল আইসিসি।

সূর্যকুমারের নাম না নিলেও টি-২০-তে 'ফিট' ক্যাপ্টেন চান গম্ভীর

মুম্বই, ১৮ জুলাইঃ হার্দিক পান্ডিয়া নাকি সূর্যকুমার যাদবকে বসবেন রোহিত শর্মার ফেলে যাওয়া মসনদে? ভারতীয় ক্রিকেট মহলে এটাই এখন হট টপিক। শোনা যাচ্ছে হার্দিক পান্ডিয়া নন, ভারতের নতুন টি-২০ ক্যাপ্টেন হবেন সূর্যকুমার যাদব। ২৭ তারিখ ভারত-শ্রীলঙ্কার সীমিত ওভারের সিরিজ শুরু। এখনও (এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া অবধি) এই সিরিজের জন্য ভারতের স্কোয়াড ঘোষণা হয়নি। শোনা যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি সীমিত ওভারের সিরিজে দুই ক্যাপ্টেন বাছতে চলেছেন। এক দফা আলোচনাও হয়েছে। হার্দিককে টেক্কা দিয়ে ভারতের টি-২০ ক্যাপ্টেন হওয়ার দৌড়ে সূর্য নাকি এগিয়ে গিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে এমনটাও। নেপথ্যে কি গৌতম গম্ভীর? ভারতের নতুন হেড কোচ গৌতম গম্ভীর বোর্ডকে জানিয়েছেন, তিনি এমন অধিনায়কের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক, যাঁর ওয়ার্ক লোড ম্যানেজমেন্ট করতে সমস্যা হবে না। বোর্ডের এক কর্তা এক সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, ''গৌতম গম্ভীর সরাসরি সূর্যর পক্ষে কথা বলেননি। তবে স্পষ্ট করেছেন যে তিনি এমন একজন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কাজ করতে চান, যাঁর ওয়ার্ক লোড ম্যানেজমেন্ট বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। অজিত আগরকর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পেরেছেন।'' ক্রিকেট মহলে বলা হচ্ছে, হার্দিকের ফিটনেস সংক্রান্ত সমস্যা মাঝে মাঝেই দেখা যায়। যে কারণে গম্ভীরের পছন্দের টি-২০ নেতার বিকল্প হিসেবে এগিয়ে স্কাই। হার্দিকের চোট পাওয়ার ঘটনা সকলেরই জানা। ওডিআই বিশ্বকাপের পর গোড়ালিতে চোট পেয়ে প্রায় ৬ মাস মাঠের বাইরে ছিলেন। এরপর আইপিএলে ফেরেন। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ভালো পারফর্ম করতে পারেনি। টি-২০ বিশ্বকাপে আবার তিনি ভালো ছন্দে ছিলেন। রোহিতের ডেপুটিও ছিলেন। তা সত্ত্বেও ভারতের টি২০ ক্যাপ্টেন হওয়ার দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছেন হার্দিক। ভারতীয় টিমে বিরাট কোহলি ছাড়া অন্যান্য ক্রিকেটাররা প্রায়ই এনসিএতে যান। যে কারণে গৌতম গম্ভীর এমন ক্যাপ্টেন চাইছেন, যেন ফিটনেস তাঁর ইস্যু না হয়। গম্ভীর নিজে তাই স্কাইয়ের নাম সরাসরি না বললেও নিজের পছন্দের ক্যাপ্টেনের কথা জানিয়েছেন নির্বাচকদের। সিলেকশন মিটিং একদিন পিছিয়ে গিয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার মিটিং হওয়ার কথা ছিল। ভিডিয়ো কলে কথা বলে জাতীয় নির্বাচক অজিত আগরকর ও গৌতম গম্ভীর টিম বাছাই করবেন।

প্রত্যাশামতো বিক্রি হচ্ছে না অলিম্পিক ফুটবলের টিকিট

প্যারিস, ১৮ জুলাইঃ প্যারিস অলিম্পিকের আয়োজকেরা গতকাল বুধবার জানিয়েছে, অলিম্পিকে এখনো ১২ লাখ টিকিট বিক্রি বাকি আছে। যেসব ইভেন্টের টিকিট বিক্রি বাকি, এর বেশির ভাগই ফুটবলের। ফুটবলের মতো দলীয় খেলার জন্য বড় ভেন্যু বাছাই করেছে আয়োজকেরা। তবে এখন টিকিট বিক্রি করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের। এ ছাড়া বাস্কেটবল ও হ্যান্ডবলের টিকিটও বিক্রি বাকি আছে। অন্যদিকে সাঁতার ও অ্যাথলেটিকসের জন্য বৃহস্পতিবারের চাহিদার কথা মাথায় রেখে নতুন টিকিট ছাড়তে হচ্ছে আয়োজকদের। আয়োজক কমিটির সহকারী পরিচালক মিখায়েল আলোসিও প্রতিবেদকদের বলেছেন, ''বৃহস্পতিবার ৩০টিরও বেশি খেলায় ৫০ হাজারের বেশি টিকিট ছাড়া হবে।'' এবারের অলিম্পিক এরই মধ্যে টিকিট বিক্রির নতুন রেকর্ড গড়েছে। ১৯৯৬ সালে আটলান্টা গেমসে ৮৩ লাখ টিকিট বিক্রি হয়, যা ছাড়িয়ে এবার টিকিট বিক্রি হয়েছে ৮৭ লাখ। আলোসিও জানিয়েছেন, ''ফ্রান্সে ৬০ শতাংশের বেশি টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে।'' গত বছর অলিম্পিকে টিকিটের মূল্য প্রকাশ করে আয়োজকেরা। তখন এর মূল্য নিয়ে আয়োজকদের সমর্থক ও অনেক অ্যাথলেটের কাছ থেকে সমালোচনা শুনতে হয়েছে। ২৬ জুলাই থেকে প্যারিসে আনুষ্ঠানিকভাবে অলিম্পিক শুরু হলেও ফুটবল মাঠে গড়াবে আরও দুই দিন আগে। আর অলিম্পিক শেষ হবে ১১ আগস্ট।

নতুন ট্র্যাকে আরও উজ্জ্বল নীরজের পদক জয়ের স্বপ্ন

প্যারিস, ১৮ জুলাইঃ তিনি ভারতের সোনার ছেলে। যে টুর্নামেন্টেই নামুন না কেন, সোনা নিয়েই ফেরেন। সেই নীরজ চোপড়া এবারও অলিম্পিক থেকে সোনার পদক গলায় ঝুলিয়ে দেশে ফিরবেন, এমনটাই আশা আপামর ভারতবাসীর। তাঁদের সেই আশা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে আসন্ন অলিম্পিকের নয়া নিয়ম। কী সেই নিয়ম? ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে ব্যবহৃত হবে বেগুনি রঙের ট্র্যাক। সাধারণত লাল বা কমলা রঙের ট্র্যাক থাকে প্রতিযোগিতায়। তবে এবার প্রতিযোগিতার থিম রঙের সঙ্গে মিলিয়েই ব্যবহৃত হবে বেগুনি ট্র্যাক। জানা গিয়েছে, এই ট্র্যাকের নকশা করেছে ইটালির সংস্থা 'মোন্ডো'। এই মোন্ডো ট্র্যাকেই খেলা হবে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের ইভেন্টগুলো। দুটি স্তরে বিভক্ত এই মোন্ডো ট্র্যাক। উপরের স্তরে রয়েছে রবার। তার ফলে এই ট্র্যাকের উপর অ্যাথলিটদের পায়ের গ্রিপ অনেক শক্ত হবে। পা পিছলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। নিচের স্তরে রয়েছে বাতাসে ভর্তি গহ্বর। ফলে এই ট্র্যাকের উপরে লাফানো অনেক বেশি নিরাপদ। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাবেন না অ্যাথলিটরা। জানা গিয়েছে, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে পরামর্শ নিয়েই তৈরি হয়েছে এই মোন্ডো ট্র্যাক।

মোহনবাগানে সই করছেন স্টুয়ার্ট, ৩.২ কোটিতে জিকসনকে নিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুলাইঃ দলবদলের বাজারে আবারও চমক দিতে চলেছে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। আর্মান্দো সাদিকুর পরিবর্ত হিসাবে মুম্বই সিটি এফসি-র প্রাক্তন ফুটবলার গ্রেগ স্টুয়ার্টকে নিচ্ছে মোহনবাগান। এ দিকে, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ জিকসন সিংহের। তাঁর জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ করতে পারে লাল-হলুদ। আর্মান্দো সাদিকুর খেলা পছন্দ না হওয়ায় গত মরসুমের পরেই তাঁকে ছেঁটে ফেলার

ভাবনা শুরু হয়েছিল মোহনবাগানের শিবিরে। সেই অনুযায়ী অনেক দিন ধরেই মোহনবাগান ভাল স্ট্রাইকারের খোঁজ করছিল। সূত্রের খবর, স্টুয়ার্ট চুক্তিপত্রে সই করে দিয়েছেন। যে কোনও মুহূর্তে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হতে পারে। অতীতে তিনি জামশেদপুর এফসি, মুম্বই সিটির হয়ে খেলেছিলেন। এ বছরের গোড়ায় সই করেছিলেন স্কটল্যান্ডের ক্লাব কিলমারনকে। আবার ফিরছেন ভারতীয় ফুটবলে। এ দিকে, জিকসন বৃহস্পতিবার ভোরেই কলকাতায় পা রেখেছেন। তাইল্যান্ডে কেরল ব্লাস্টার্সের প্রাক মরসুম প্রস্তুতি ছেড়ে কলকাতায় এসেছেন। ইস্টবেঙ্গলের চুক্তিপত্রে সই করে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। চিকিৎসকেরা সবুজ সঙ্কেত দিলেই তাঁর নাম আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হবে। কেরল বৃহস্পতিবারই জিকসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে দিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ট্রান্সফার ফি হিসাবে কেরলকে ৩.২ কোটি টাকা দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। জিকসনকে নিতে আরও কয়েকটি ক্লাব মুখিয়ে ছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের আর্থিক প্রস্তাব বাকি সবাইকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল তিন বছরের জন্য জিকসনকে সই করাচ্ছে। প্রতি বছর আড়াই কোটি টাকা করে পেতে পারেন জিকসন।

আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের বর্ণবাদী আচরণের তদন্তে ফিফা, ফার্নান্দেজের পাশে মাচেরানো

জুরিখ, ১৮ জুলাইঃ কোপা আমেরিকা জয়ের পর আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী গান গাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা গতকাল জানিয়েছে, এ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ফিফার পক্ষ থেকে এক মুখপাত্র বলেছেন, ''সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি সম্বন্ধে অবগত আছে ফিফা এবং এ ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। খেলোয়াড়, সমর্থক কিংবা অফিশিয়ালদের যেকোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণের কঠোর নিন্দা জানাচ্ছে ফিফা।'' মায়ামিতে ভারতীয় সময় গত সোমবার সকালে কোপার ফাইনালে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারায় আর্জেন্টিনা। এরপর আর্জেন্টিনা ও চেলসি মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা এক লাইভ ভিডিওতে ফ্রান্সকে ঘিরে বর্ণবাদী মন্তব্য করতে শোনা যায় আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের। টিম বাসে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের উদ্‌যাপন ইনস্টাগ্রামে লাইভ করছিলেন ফার্নান্দেজ। খেলোয়াড়েরা বর্ণবাদী গান শুরু করার পরপরই লাইভ বন্ধ করে দেন ফার্নান্দেজ। ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালে ফ্রান্সকে হারানোর পর দলটির খেলোয়াড়দের তাক করে বর্ণবাদী গান বানিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা। কোপা আমেরিকা জয়ের পর ফার্নান্দেজসহ আর্জেন্টিনার অন্যান্য খেলোয়াড়েরা টিম বাসে ওই গান গেয়েছেন। ফ্রান্সের তারকা স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপে মূলত এই গানের

লক্ষ্যবস্তু, যেখানে বর্ণবাদী মন্তব্যও করা হয়েছে। এ ঘটনায় ফার্নান্দেজের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলামূলক প্রক্রিয়া শুরু করেছে তাঁর ক্লাব চেলসি। ফার্নান্দেজ যদিও এরই মধ্যে ক্ষমা চেয়েছেন। চেলসি 'অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলামূলক প্রক্রিয়া' শুরুর ব্যাপারটি জানিয়ে বিবৃতিতে বলেছে, ''যেকোনো ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে চেলসি। খেলোয়াড়ের ক্ষমা চাওয়াকে আমরা প্রশংসার চোখে দেখি এবং এটাকে সচেতন করে তোলার সুযোগ হিসেবে দেখা হবে।'' বেনফিকা থেকে ২০২৩ সালে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে রেকর্ড ১০ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ডে চেলসিতে যোগ দেওয়া ফার্নান্দেজ ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, ''এ গানে অত্যন্ত অপমানজনক ভাষা আছে এবং এসব শব্দ ব্যবহারের কোনো অজুহাতই নেই। সব ধরনের বৈষম্যের বিপক্ষে আমি। কোপা আমেরিকা উদ্‌যাপনের উন্মাদনায় পড়ে গিয়েছিলাম বলে ক্ষমা চাই।'' আর্জেন্টিনার অলিম্পিক ফুটবল দলের কোচ হাভিয়ের মাচেরানো এ নিয়ে ফার্নান্দেজের পাশে দাঁড়িয়েছেন। লিভারপুল ও বার্সেলোনার প্রাক্তন এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মনে করেন, ভিডিওটি অপ্রাসঙ্গিকভাবে টেনে আনা হয়েছে। তাঁর ভাষায়, ''আমরা আর্জেন্টাইনরা আর যাই হোক অন্তত বর্ণবাদী নই। আমি এনজোকে চিনি। দারুণ মানুষ। তার এমন কোনো সমস্যা নেই।'' মাচেরানো এরপর বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন এভাবে, ''উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে একটি ভিডিওর অংশ অপ্রাসঙ্গিকভাবে উঠে এসেছে। দেশ হিসেবে আমাদের অন্তত অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাপারটি আছে। পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ আর্জেন্টিনায় বাস করে। তাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা উচিত, আমরা সেটাই করি।'' ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ) গত সোমবার ফিফার কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করেছে। ফ্রান্স দলের খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক এবং অগ্রহণযোগ্য বর্ণবাদী আচরণের কঠোর নিন্দা জানিয়েছেন এফএফএফ সভাপতি ফিলিপ দিয়ালো।

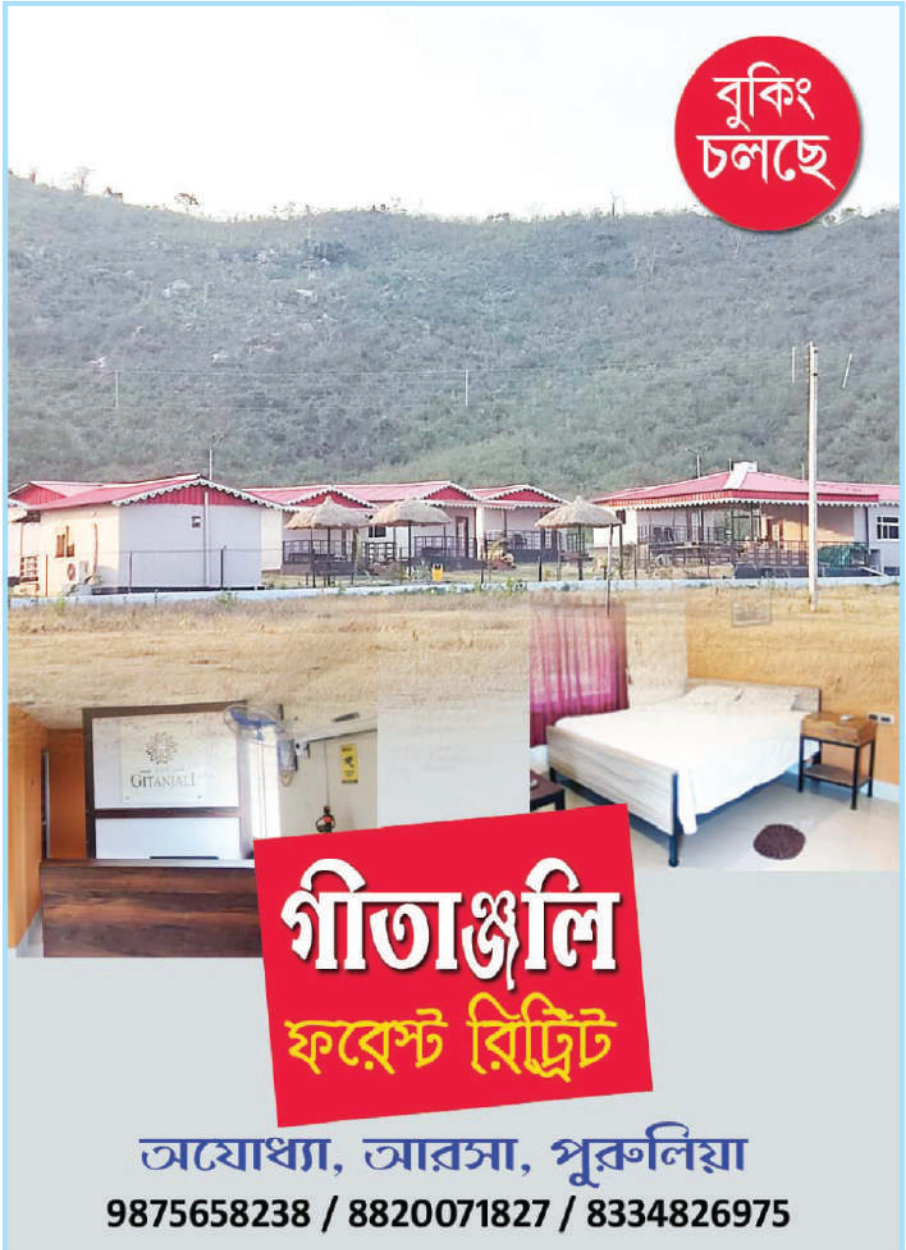

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com